পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 245 Tuesday, 5 August, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২৪৫ সংখ্যা ✱ ১৯ শ্রাবণ ১৪৩২, মঙ্গলবার, ৫ আগস্ট ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘রবিবার কাজ করতে অসুবিধা কোথায়?’

প্রশ্ন প্রাথমিক শিক্ষকদের, বিএলও নিয়োগ নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ আগস্টঃ রাজ্যে এসআইআর-এর কাজের ক্ষেত্রে বিএলও হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগে কোনও বাধা নেই। এমনটাই বলল কলকাতা হাইকোর্ট। বিএলও-দের একাংশের মামলায় নির্বাচন কমিশন যে নির্দেশ দিয়েছে, তাতে হস্তক্ষেপ করলেন না হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এখনও পর্যন্ত মামলাকারীদের কোনও কাজ নির্দিষ্ট করা হয়নি, তাই মামলার নিস্পত্তি করা হল সোমবার। বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়েছেন, প্রাথমিক শিক্ষকদের এই কাজ করার ক্ষেত্রে কোনও আইনি বাধা নেই। বিচারপতি পর্যবেক্ষণে বলেন, ‘‘আইনে প্রাথমিক শিক্ষকদের এই কাজের কথা আছে। গোটা দেশ আপনাদের কাছে প্রত্যাশা করছে। কাজ করুন।’’ সম্প্রতি বিহারে এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা হয়েছে। মৃত বা নিখোঁজ ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে নতুন তালিকা তৈরি করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের সব রাজ্যেই এই এসআইআর শুরু হওয়ার কথা। যে কোনও সময় এই সমীক্ষা শুরু হবে বলে জল্পনা শুরু হয়েছে। চিঠিও পাঠানো হয়েছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে। তবে বিএলও-দের ঠিক কী কাজ হবে, তা এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। তার আগেই কেন

মামলাকারীরা ধরে নিচ্ছেন যে হোল টাইম বা পূর্ণ সময় ধরে কাজ করানো হবে? সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহার। রবিবার কাজ করতে অসুবিধা কোথায়? সেই প্রশ্নও করেছেন বিচারপতি। উল্লেখ্য, পুরো প্রক্রিয়ায় বিএলও হিসেবে কাজ করার জন্য সরকারি দফতরের কর্মী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগ করা হয়। আর তাতেই আপত্তি একাংশের। মামলাকারীদের আইনজীবী সুবীর স্যানাল আদালতে উল্লেখ করেন, মামলাকারীরা সবাই প্রাথমিক শিক্ষক। তাদের বিশেষ ক্যাম্পেনিং-এ অংশ নেওয়া তাদের কাজ। ছুটির দিনের কাজ নয়, এটা প্রতিদিনের কাজ বলেও উল্লেখ করেন তিনি। আবার স্কুলের কাজ করতে হবে না, এটাও বলা হয়নি। কত দিন কাজ করতে হবে সেটা স্পষ্ট নয় বলে দাবি করেন তিনি। স্কুলের সময়ের বাইরে ছুটির দিন কাজ করার কথা বলা হচ্ছে, এ কথা উল্লেখ করে মামলাকারীর আইনজীবী বলেন, ‘‘ক্ষমতা আছে বলেই কি চাপিয়ে দিতে পারে কমিশন?’’ নবদ্বীপ, বামনগাছির মতো জায়গায় ৯০ শতাংশ শিক্ষক ইলেকট্রোরাল রোল রিভিশন করার কাজ করছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এদিকে, কমিশনের তরফে আইনজীবী সৌম্য মজুমদার বলেন, ‘‘বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও বাড়িতে গিয়ে তথ্য নিয়ে আসেন। কমিশন একা সিদ্ধান্ত নেয় না। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেই করে। সবাইকে যে ডাকা হবে, এমন নয়।’’ একজনই শিক্ষক আছেন, এমন স্কুলের শিক্ষককে কাজ দেওয়া হচ্ছে না বলে জানান তিনি। বিচারপতি সিনহা সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বলেন, ‘‘গোটা জাতি আপনার কাজের দিকে তাকিয়ে আছে। কী করা যাবে! রবিবার কাজ করা কেন সম্ভব নয়? আপনি আশঙ্কা করছেন আপনার উপরেই সব কাজ দেওয়া হবে?’’ এই মামলার নিস্পত্তি হওয়ার পর প্রাথমিক শিক্ষকদের বিএলও হিসেবে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে কোনও বাধা রইল না।

শিবু সোরেনকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্টঃ ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেনের প্রয়াণের খবর পেয়েই শোক প্রকাশ করেছিলেন। এবার শিবু সোরেনকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে নয়াদিল্লির স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার হাসপাতালে গিয়ে প্রয়াত শিবু সোরেনের পরিজনদের সঙ্গেও প্রধানমন্ত্রী দেখা করেন। তাঁদের সমবেদনা জানান। কিডনির সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ একমাসের বেশি গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বছর একাশির শিবু সোরেন। এদিন ঝাড়খণ্ডের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করে এদিন সকালে এক্স হ্যান্ডলে

হেমন্তকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা মোদির

প্রধানমন্ত্রী লিখেছিলেন, ‘শিবু সোরেন একজন তৃণমূল স্তরের নেতা। যাঁর নিষ্ঠা জনগণের প্রতি ছিল অটল। তিনি তাঁর গোটা জীবন পরিজনদের প্রতি আমার সমবেদনা।’ এরপর শিবু সোরেনকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গঙ্গারাম হাসপাতালে যান প্রধানমন্ত্রী। হেমন্ত সোরেনকে সমবেদনা জানান তিনি। মোদির সামনে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় হেমন্ত সোরেনকে। তাঁকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেন প্রধানমন্ত্রী। শিবু সোরেনকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও এদিন গঙ্গারাম হাসপাতালে যান। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল

সকালে হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শিবু সোরেনের প্রয়াণের খবর সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানান তাঁর পুত্র তথা ধরে আদিবাসী সমাজের মানুষদেরই মূলস্রোতে তুলে আনার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে আমি দুঃখিত। ওনার পরিবার- গান্ধিও গঙ্গারাম হাসপাতালে গিয়েছিলেন। জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধেতেই শিবু সোরেনের মৃতদেহ রাঁচিতে নিয়ে যাওয়া হবে।

সুদীপকে সরিয়ে লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ আগস্টঃ আরও দায়িত্ব বাড়ল অভিষেকের। এবার লোকসভায় তৃণমূলের সংসদীয় দলকে নেতৃত্বে দেবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দলের সব সাংসদদের নিয়ে বৈঠক করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই বৈঠকেই জানিয়ে দিলেন, লোকসভার অভ্যন্তরে দলের কার্যকলাপ এবার থেকে দেখবেন অভিষেক। এতদিন পর্যন্ত দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব সামলাতেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে তিনি অসুস্থ থাকায় এই দায়িত্ব দেওয়া হল ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে। এদিন তৃণমূল নেত্রী জানিয়েছেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত লোকসভায় দলকে নেতৃত্ব দেবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া প্রত্যেক দিনের সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকবেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সোমবার দিল্লিতে রাজেন্দ্র প্রসাদ রোডে তৃণমূলের নতুন পার্টি অফিসে

মমতার ভার্চুয়াল বৈঠক ছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সব সাংসদরা। দলীয় এই বৈঠকে লোকসভার সাংসদদের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যসভার কাজ ভাল হচ্ছে। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ, সৌগত রায়ও অসুস্থ। এই পরিস্থিতিতে সিনিয়র নেতারা না থাকার কারণে লোকসভায় সাংসদদের পারফরম্যান্স ঠিক নয় বলে মন্তব্য করেন মমতা। তাই লোকসভার অভ্যন্তরে সাংসদদের কো-অর্ডিনেশন দেখার দায়িত্ব দেওয়া হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবর্তমানে সাংসদদের মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই দায়িত্ব থেকেও সরানো হয়েছে শ্রীরামপুরের সাংসদকে। এদিনের বৈঠকে তৃণমূল নেত্রী জানিয়েছেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত লোকসভায় দলকে নেতৃত্ব দেবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রত্যেক দিনের সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকবেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই অপারেশন সিঁদুর সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মঞ্চে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তৃণমূলের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন অভিষেক। প্রথম ইউসুফ পাঠানের নাম দেওয়া হলেও, পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেকের নাম বলেন।

‘মহুয়া আমাকে শুয়োর বলেছে!’ সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিলেন কল্যাণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ আগস্টঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা হতেই চিফ হুইপের পদ ছেড়েছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই নিয়ে যখন চর্চা চলছে ঠিক তখনই সরাসরি মহুয়া মৈত্রের নাম না নিয়ে কৃষ্ণনগরের সাংসদের উদ্দেশে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ। সোমবার তিনি এক্স-এ লেখেন, ‘আমি মহুয়া মৈত্রর সাম্প্রতিক মন্তব্যগুলো লক্ষ্য করেছি। এক পাবলিক পডকাস্টে তিনি তাঁর সহ-সাংসদকে ‘শুয়োর’ পর্যন্ত বলেন। এ ধরনের অবমাননাকর ভাষা গণতান্ত্রিক বাক্সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা ছাড়া কিছু নয়।’ কল্যাণ তাঁর দীর্ঘ পোস্টে আরও লেখেন, ‘যাঁরা গালাগাল দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করেন, তাঁদের উচিত নিজেদের রাজনীতির ধরন নিয়ে আত্মসমালোচনা করা। কারণ কোনও জনপ্রতিনিধি ব্যক্তিগত কটাক্ষ ও অশালীন ইঙ্গিতের আশ্রয় নিলে, তা শক্তির প্রকাশ নয়, তা নিরাপত্তার অভাব।’ এখানেই শেষ নয়। কল্যাণের বক্তব্য, ‘আমি স্পষ্ট করে জানাতে চাই, আমি একজন জনপ্রতিনিধির কাছে জবাবদিহি চেয়েছিলাম। কোনও

পুরুষ বা নারী, যে কাউকেই তার সম্মুখীন হতে হতে পারে। তা যদি অস্বস্তিকর বা অপ্রিয় হয়, তাহলেও তা ‘নারীবিদ্বেষ’ বলে আলোচনা থেকে পালিয়ে যাওয়া চলে না।’ শেষে কল্যাণ আরও লেখেন, ‘এটি সরাসরি অপমান। যদি এমন কথা একজন নারীর উদ্দেশে বলা হতো, তাহলে দেশজুড়ে প্রতিবাদ হত। কিন্তু পুরুষকে এসব বলে বাহবা পাওয়া যায়। এটা দ্বিচারিতা। মহুয়া মৈত্র যদি মনে করেন, এসব করে ব্যর্থতা ঢেকে রাখা যাবে বা নজর ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে, তা হলে তিনি ভুল করছেন। যাঁরা যুক্তি বা তথ্যের বদলে অপমান বেছে নেন, তাঁরা গণতন্ত্রের রক্ষক নন, তা দেশের মানুষ খুব ভালভাবেই বুঝতে পারেন।’ এদিকে, আবার দলের সমন্বয় সাধনের কাজ থেকেও কল্যাণকে এদিন সরিয়ে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠক শেষে চিফ হুইপ পদে ইস্তফাও দেন কল্যাণ। এদিন বৈঠক শেষে কল্যাণ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ‘‘বলেছিলাম দিনটা খারাপ যাবে, খারাপই গেল।’’ কেন খারাপ গেল? সে ব্যাখ্যা না দিলেও এদিন কল্যাণ আবারও মহুয়ার বিরুদ্ধে মুখ খোলেন। তিনি বলেন, ‘‘দলকে জানিয়েছি। যা করার করবে। আমি মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসেছি। আমি আমার ডিগনিটি নষ্ট করতে পারব না। আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে যদি বাকি সাংসদরা খুশি হয়, তাহলে হবে। আমি সবাইকে জানিয়েছি, দলনেত্রীকেও জানিয়েছি। কোনও ফল হচ্ছে না।’’ আপনি কি হতাশ? প্রশ্ন করতেই উত্তরে কল্যাণ বলেন, ‘‘হতাশার কী আছে। ইংরেজি বলা সুন্দরী মহিলার যদি দলে দাম থাকে, তাহলে থাকবে। একজন এমপি-কে গালাগাল দিচ্ছে, বোঝাই যাচ্ছে কী কালচার। ভাল ভাল শাড়ি পরলেই তো আর বড় কেউ হওয়া যায় না’’

সরকারি টাকায় ১ লক্ষ ১০ হাজারের অনুদান কেন! ফের মামলা হাইকোর্টে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ আগস্টঃ অনুদান নিয়ে মামলা হয়েছে আগেও। এবার অনুদান ঘোষণা করার আগেই মামলার কথা বলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। আর সেই ঘোষণার পর এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে ফের মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে। নতুন করে আবেদন দাখিল করলেন দুর্গাপুরের বাসিন্দা সৌরভ দত্ত। গত বছরও সৌরভ দত্তই মামলা করেছিলেন। সরকারি টাকা কীভাবে ক্লাবে দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মামলা হয়েছে আদালতে। কবে শুনানি হবে, তা এখনও জানা যায়নি। ২০২৪-এর আগেও এই সংক্রান্ত মামলা হয়েছে। ২০২২-এ শর্ত বেঁধে দিয়েছিল হাইকোর্ট। তবে অনুদান দেওয়া বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। গত বছর ৩৬৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল এই অনুদান

খাতে, এবার প্রায় ৫০০ কোটি টাকা খরচ হবে। সেই টাকা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। ২০১৮ সাল থেকে শুরু হয়ে অনুদান পর্ব। শুরুর বছর থেকেই প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে তৃণমূল সরকার। প্রশ্ন ওঠে পুজোর জন্য সরকার কেন টাকা দেবে? তবে সে সব তর্ক-বিতর্ক পিছনে রেখেই প্রতি বছর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে অনুদানের অঙ্ক। রাজ্য জুড়ে হাজার হাজার ক্লাবকে দেওয়া হচ্ছে অনুদান। ১০ হাজার টাকা দিয়ে যে অনুদান পর্ব শুরু হয়েছিল, সেটাই এখন বেড়ে ১ লক্ষ ১০ হাজারে পৌঁছেছে। প্রায় ৯০০ শতাংশ বেড়েছে অনুদানের অঙ্ক।

‘এই মামলার রায়ের প্রভাব সারা দেশব্যাপী পড়বে’, ডিএ মামলায় বড় পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্টঃ সোমবার ফের শুনানি হল না ডিএ মামলার। মঙ্গলবার শুনানি। তবে রাজ্য সরকারের তরফে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি জানান, সুপ্রিম কোর্টের পূর্ববর্তী নির্দেশ কীভাবে জানান, কলকাতা হাইকোর্ট বা ট্রাইব্যুনাল কত পরিমাণ অর্থ দিতে হবে, তা ‘কোয়ান্টিফাই’ করে দেয়নি। অভিষেক মনু সিংভি বলেন, ‘‘বিপুল পরিমাণ টাকা, রাজ্য সরকারকে দিতে হবে। কিন্তু

কার্যকর করা হবে, তা খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে রাজ্য সরকার। আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী রাজ্য সরকারের তরফে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য দু’মাস সময় চান। ডিএ-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে রাজ্যকে আগেই নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। ছ’সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওই সময়সীমার মধ্যে রাজ্য টাকা দিতে পারেনি। বরং আরও সময় চাইল রাজ্য। এদিনের শুনানির শুরুতেই রাজ্য সরকারের আইনজীবীরারা সওয়াল করার জন্য কিছুটা সময় চান। তাঁরা স্পষ্ট করে আদালতে জানান, যে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছে, তা কার্যকর করতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। সুপ্রিম কোর্টের কাছে তাঁরা দু’মাস সময় চান। আইনজীবীরা জানান, একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে, সেই কমিটি খতিয়ে দেখছে, কত পরিমাণ অর্থ দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল ২৫ শতাংশ ডিএ দিতে হবে। সেই বিষয়টি কার্যকর করতে ২ মাস সময় লাগবে বলে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে। তখনই আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি স্পষ্টভাবে বকেয়া ডিএ-র অর্থের পরিমাণ কত হবে, তা হাইকোর্ট বা ট্রাইব্যুনাল স্পষ্ট করেনি।’’ তিনি সওয়াল করেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক কত পরিমাণ অর্থ দিতে হবে, সেই বিষয়ে খতিয়ে দেখছে কমিটি। সেই অর্থের পরিমাণ সুপ্রিম কোর্টের তরফে স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য অভিষেক মনু সিংভি আবেদন জানান। প্রাথমিকভাবে রাজ্যের আবেদন অথৎ অতিরিক্ত সময়ের আবেদনে সায় দিতে গররাজি ছিলেন বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং প্রশান্ত কুমার মিশ্রর বেঞ্চ। পর্যবেক্ষণে বিচারপতি করোল বলেন, ‘‘এই মামলার রায়ের প্রভাব সারা দেশব্যাপী পড়বে।’’ পরে বিচারপতিরা জানান, আগামিকাল এই মামলার শুনানি ফের হবে। আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘আদালতের কাজ আইন বাতলে দেওয়া। আদালত তো আর কোয়ান্টিফাই করতে পারবে না। কোয়ান্টিফাই কে করবেন না করবেন, সেটা তো আদালতের বিষয় নয়। আসলে ওরা মামলার শুনানি করতে চাইছিলেন না। যদি আমরা জিতি, ১০০ শতাংশই দিতে হবে।’’

‘ডিভিসি-র এবারের ব্যর্থতা অভূতপূর্ব’, হিসাব দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ আগস্টঃ রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি! বানভাসি পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলি। এই পরিস্থিতির জন্য আরও একবার ডিভিসি-কে দায়ী করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখলেন, ‘‘ডিভিসি-র-র ‘বন্যা নিয়ন্ত্রণ’ আবারও বাংলাকে ‘ডুবিয়ে’ দিয়েছে।’’ উল্লেখ্য, প্রত্যেকবারই বর্ষাকালে বাংলা প্লাবিত হলে ডিভিসি-র জল ছাড়াকেই দায়ী করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাইথন এবং পাঞ্চেত জলাধার থেকে জল ছাড়া নিয়ন্ত্রণে ডিভিসি-র ভূমিকায় ক্ষুব্ধ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার এই পরিস্থিতিকে বরাবরই মুখ্যমন্ত্রী ‘ম্যান মেড বন্যা’, ‘ষড়যন্ত্রের বন্যা’ বলে উল্লেখ করেছে। কিন্তু এবারের বাংলার পরিস্থিতিতে ডিভিসিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ২০২৪ সালের জুন ও জুলাই মাসে ডিভিসি থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ ছিল ৪,৫৩৫ লক্ষ কিউবিক মিটার। ২০২৫ সালের জুন ও জুলাই মাসে ডিভিসি থেকে জল ছাড়া হয়েছে ৫০,২৮৭ লক্ষ কিউবিক মিটার। অর্থাৎ ২০২৪ সালের তুলনায় ১১ গুণ ও ২০২৩ সালের তুলনায় ৩০ গুণ বেশি এ বছর ডিভিসি জল ছেড়েছে বলে দাবি করেছেন মমতা। উল্লেখ্য, গত বছরই প্রতিবাদ জানিয়ে ডিভিসি-র বোর্ড এবং ডিভিআরআরসি থেকে ইস্তফা দেন রাজ্যের দুই শীর্ষ আধিকারিক। অর্থাৎ ডিভিসি থেকে রাজ্যের প্রতিনিধি প্রত্যাহার করে নেন মুখ্যমন্ত্রী। গত কয়েক সপ্তাহের টানা বৃষ্টিতে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়েছে। ডিভিসি জল ছাড়ার পরেই পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান

সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, ‘কেন্দ্রের দ্বারা পরিচালিত এই সংস্থাটি ক্রমশ আরো বেশি বেশি করে বাংলা-বিরোধী হয়ে উঠছে। সারা ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার যে বাংলা-বিরোধী পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এই পরিস্থিতিকে দেখতে হবে।’ গত বছরের তুলনায় ডিভিসি এবছর জল ছাড়ার পরিমাণ ১১ গুণ বাড়িয়েছে বলেও উল্লেখ করেন মমতা। তিনি পোস্টে তথ্য দিয়ে উল্লেখ করেন, এবং পশ্চিম বর্ধমানের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত। ভেলায় ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেহ, বন্যার জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ মাসের শিশুর! এমনও দৃশ্য দেখতে হল বাংলাকে। বানভাসি হুগলি, পুরুলিয়ারও বিস্তীর্ণ এলাকা। এর মধ্যেও আগামী কয়েকদিন ধরে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। সেক্ষেত্রে ব্যারাজগুলো থেকে জলছাড়ার পরিমাণও বাড়বে। ফলে ভয় ধরাচ্ছে পরিস্থিতি!

পরীক্ষার তারিখ নিয়ে অনড়, ‘মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ’ রাখলেন না কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ আগস্টঃ পরীক্ষা নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ? ২৮শে আগস্টই হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা। অনড় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্ত। এর আগে তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন যেন পরীক্ষা নেওয়া না হয়। তবে নিজের অবস্থানে অনড় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে সেই কথায় জানান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বস্তুত, ২৮শে আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। সেই দিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকস্তরের পরীক্ষা। কেন পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে? তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। এর পরপরই পরীক্ষার দিন বদল করতে বলে বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠি দেয় শিক্ষা দফতর।

সূত্রের খবর, চিঠিতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, ছাত্রদের তরফ থেকে বহু আবেদন এসেছে। সেদিনই তাঁরা পরীক্ষা দিতে চান না। তাই দিন বদলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে সোমবার জানতে পারা যায় উপাচার্য শান্তা দত্ত পরিষ্কার জানিয়েছেন, কোনও রাজনৈতিক দলের অনুষ্ঠানের জন্য পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা যাবে না। আজ ছিল সিন্ডেকেট বৈঠক। সেখানে উচ্চ-শিক্ষাদফতর আর্জি জানায়, পরীক্ষার দিন পরিবর্তনের জন্য। মুখ্যমন্ত্রী দিন বদলের জন্য অনুরোধ করেছেন বলেও জানান তাঁরা। তবে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য নিজের অবস্থান পরিষ্কার জানান। বৈঠক শেষে শান্তা বলেন, ‘‘আজ সিন্ডিকেটে স্পেশাল সেক্রেটারি এসেছিলেন। তিনি এটা উল্লেখও করেছেন যে মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করেছেন। আর তাঁর অনুরোধ মানা উচিতও বলেন তাঁরা। তবে হাউস সর্বসম্মতিক্রমে ২৮শে আগস্টের পরীক্ষার তারিখ ওই জায়গাতেই রেখেছে। তিরিশ হাজার ছাত্র ছাত্রী মানসিকভাবে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন। তাই কিছু ছাত্রের জন্য আমরা ব্যাপক ছাত্রদের এই জায়গায় নিয়ে যেতে পারি না। তাঁরা পরীক্ষা দেবে। আমরাও ঘোষিত তারিখ একই রেখেছি।’’

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে গৌতম আদানি, শিল্পক্ষেত্রে রাজ্যে বড় বিনিয়োগের সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ আগস্টঃ শিল্পক্ষেত্রে রাজ্যে বড়সড় বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হল সোমবার। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম আদানি। বিশেষ সূত্রে খবর, বৈঠকে রাজ্যে পরিকাঠামো, বিদ্যুৎ ও বন্দর উন্নয়ন সংক্রান্ত একাধিক প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সূত্র বলছে, এই প্রকল্পগুলিতে হাজার হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ করতে পারে আদানি গোষ্ঠী। এর আগে টাটা গোষ্ঠীর শীর্ষ কর্তাও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বিনিয়োগের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এবার আদানির সঙ্গে এই বৈঠককে কেন্দ্র করে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে শিল্পমহলে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈঠক ‘অত্যন্ত সদর্থক ও ফলপ্রসূ’। রাজ্যে শিল্পবান্ধব পরিবেশ এবং সরকারের সক্রিয় ভূমিকা বিনিয়োগকারীদের আকর্ষিত করছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, বিভিন্ন গোষ্ঠীর আগ্রহ প্রমাণ করছে, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলা আজ বিনিয়োগের এক নতুন ঠিকানা। উল্লেখ্য, এর আগেও আদানি গোষ্ঠী দক্ষিণবঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে আগ্রহ দেখিয়েছিল। তবে এবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি বৈঠকের পর সেই সম্ভাবনা আরও জোরদার হল বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

পবিত্র শ্রাবণ মাসে শিবের আরাধনা, দেশের সমস্ত শৈবতীর্থে ভক্তদের ভিড়

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট ঃ পবিত্র শ্রাবণ মাসে পূজিত হন দেবাদিদেব মহাদেব। শ্রাবণ মাসের অন্তিম সোমবারে দেশের সমস্ত শৈবতীর্থে ঢল নামল ভক্তদের। লক্ষ লক্ষ ভক্ত কাশীতে বাবা বিশ্বনাথের মাথায় জলাভিষেক করেন। দেশের সমস্ত শৈবতীর্থেই এদিন ভক্তদের ভি। লক্ষ্য করা গিয়েছে। গোরক্ষপুরের বাবা মুক্তেশ্বর নাথ মন্দিরেও বিপুল সংখ্যক ভক্ত প্রার্থনা করেন।শ্রাবণ মাসের চতুর্থ এবং শেষ সোমবারে বিপুল সংখ্যক ভক্ত মোরাদাবাদের শিব গঙ্গা মন্দিরে আসেন এবং প্রার্থনা করেন। প্রচুর সংখ্যক ভক্তরা প্রয়াগরাজের শ্রী মানকামেশ্বর মহাদেব মন্দিরে প্রার্থনা করেন ও শিবের মাথায় জলাভিষেক করেন। শ্রাবণ মাসের চতুর্থ ও শেষ সোমবার শ্রী মহাকালেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরে ভস্ম আরতি করা হয়।

বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের জন্মদিনে মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন

কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃ বাঙালির প্রিয় শারদোসবের অপেক্ষায় দিন গোনা পর্ব চলছে। পিতৃপক্ষের সূচনায় মহালয়ার পূণ্য লগ্নে তাঁর উদাত্ত কন্ঠে বাঙালি বিভোর। আকাশবাণী ও দূরদর্শনের মহিষাসুরমর্দিনী'র ভাষ্যপাঠে বিরল সৃষ্টির অন্যতম কারিগর - বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের জন্মবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। উত্তর কলকাতার বাসভবনেও স্মরণ পর্ব রয়েছে। এই শহরেও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই অনুষ্ঠান পালন হয়েছে।এদিকে, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের জন্মদিন শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তিনি জানান, বাঙালির দুর্গোসবের ধ্রুপদী আহ্বায়ক তথা স্বনামধন্য বেতার সম্প্রচারক বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র'র জন্মদিবসে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা।সেইসঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়া'তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফেও এদিন ফেসবুক পেজেও এ বিষয়ে ওই

শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের বলিদান দিবসে শ্রদ্ধা সুকান্তর

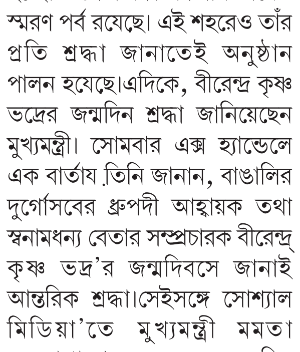

কলকাতা, ৪ আগস্টঅগ্নিযুগের বীর বিপ্লবী শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের বলিদান দিবসে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। সোমবার এক্সবার্তায় এভাবে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।সুকান্তবাবু লিখেছেন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লন্ঠনের অন্যতম নায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী দলের এক সাহসী সদস্য হিসেবে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহ থেকে শুরু করে জালালাবাদের লড়াই, প্রতিটি পদক্ষেপেই তিনি ছিলেন আপসহীন সংগ্রামী।তাঁর সাহস, আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেম আমাদের চিরকাল অনুপ্রেরণা জোগাবে।

শিক্ষাই একনায়কতন্ত্র ও সনাতনের শৃঙ্খল ভেঙে দিতে পারেঃকমল হাসান

চেন্নাই, ৪ আগস্ট ঃ শিক্ষাই একমাত্র অস্ত্র যা একনায়কতন্ত্র ও সনাতনের মধ্যে শৃঙ্খল ভেঙে দিতে পারে। জোর দিয়ে বললেন অভিনেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ কমল হাসান। রবিবার, ৩ আগস্ট চেন্নাইয়ে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় কমল হাসান বলেছেন, শিক্ষাই একমাত্র অস্ত্র যা একনায়কতন্ত্র ও সনাতনের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে পারে। অন্য কিছু হাতে নিও না, কেবল শিক্ষা। এটি ছাড়া আমরা জিততে পারব না। তাই আমাদের শিক্ষাকে শক্ত করে ধরে রাখতে হবে।চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত আগারাম ফাউন্ডেশন অনুষ্ঠানে কমল হাসান বলেছেন, সত্যিকারের শিক্ষা এবং নিঃশর্ত ভালোবাসা পাওয়া কঠিন। আমাদের মায়েদের ছাড়া, আগারাম ফাউন্ডেশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমরা এখনও তা খুঁজে পাই। কমল হাসান বলেছেন, সিনেমায় আমাদের অভিনয়ের জন্য আমরা মুকুট পরিয়ে দিই। কিন্তু সমাজসেবায়, আমাদের কাঁটার মুকুট দেওয়া হয়। সেই মুকুট গ্রহণ করার জন্য একটি শক্তিশালী হৃদয়ের প্রয়োজন। আমাদের জন্য এটা অন্য কেউ করবে না, আমাদের নিজেদেরই করতে হবে।

রাহুল গান্ধী ও তেজস্বী যাদব শুধু মিথ্যে বলেন ও বিভ্রান্তি ছড়ানঃগিরিরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট ঃ রাহুল গান্ধী ও তেজস্বী যাদবকে একযোগে আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। তাঁর অভিযোগ, রাহুল গান্ধী ও তেজস্বী যাদব শুধু মিথ্যে বলেন ও বিভ্রান্তি ছড়ান।বিহারে ভোটার তালিকায় নিজের নাম নেই বলে অভিযোগ করেছেন তেজস্বী যাদব। সেই অভিযোগের বিষয়ে সোমবার গিরিরাজ সিং বলেছেন, রাহুল গান্ধী ও তেজস্বী যাদব শুধু মিথ্যে বলেন এবং বিভ্রান্তি ছড়ান। এসআইআর (বিশেষ নিবিড় সংশোধন) নিয়ে মিথ্যা বলার সময়, তিনি নিজের ভোটার আইডি সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেছিলেন। এটি (নির্বাচন কমিশন) একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, কিন্তু তারা নির্বাচন কমিশনকেও ছাড় দেয়নি তারা এর সমালোচনা করেছে। যে কেউ নিজেকে ভবিষ্যতের মুখ্যমন্ত্রী বলে মনে করে - যদি তেজস্বী যাদব এত ছোটখাটো মিথ্যা কথা বলেন এবং বিভ্রান্তি ছড়ান, তাহলে সেই প্রতিষ্ঠান অবশ্যই আইনি পথ নেবে।

দীর্ঘদিন ধরেই ছিলেন অসুস্থ, ৮১ বছরে শিবু সোরেনের জীবনাবসান

রাঁচি ও নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট ঃ ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রধান শিবু সোরেন প্রয়াত হয়েছেন। সোমবার সকালে এই দু ঃসংবাদ জানিয়েছেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ও শিবু সোরেনের ছেলে হেমন্ত সোরেন। পুত্র হেমন্ত লেখেন, শ্রদ্ধেয় দিশোম গুরুজি আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আমি শূন্য হয়ে গেলাম। সোমবার সকাল ৮.৫৬ মিনিট শিবু সোরেনকে মৃত ঘোষণা করা হয়।দিল্লির স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল ৮ঃ৫৬ মিনিটে শিবু সোরেনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। দীর্ঘ অসুস্থতার পর তিনি মারা যান। তিনি কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন এবং দেড় মাস আগে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলেন। গত এক মাস ধরে তাঁকে লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমে রাখা হয়েছিল।২০০৫ সালে প্রথম ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন শিবু। ১০ দিনের জন্য ওই পদে ছিলেন। পরে ২০০৮ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত এবং ২০০৯ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি। ঝাড়খণ্ডের রাজনীতিতে প্রথম থেকে ' গুরজি নামেই পরিচিত ছিলেন শিবু। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। মূলত তাঁর আন্দোলনেই ২০০০ সালে বিহার ভেঙে আলাদা রাজ্যের স্বীকৃতি পায় ঝাড়খণ্ড। কেন্দ্রের কয়লামন্ত্রীর পদে দায়িত্ব সামলেছেন শিবু। পরে কয়লা কেলেঙ্কারিতেও তাঁর নাম জড়িয়েছিল।অন্যদিকে পাটনাতে,ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রধান শিবু সোরেনের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ আরজেডি প্রধান লালু প্রসাদ যাদব। শোকবার্তায় লালু জানিয়েছেন, শিবু সোরেনের জীবনাবসান রাজনীতির জন্য বিরাট ক্ষতি।সোমবার সকালে দিল্লির স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন শিবু সোরেন। তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে লালু প্রসাদ যাদব বলেছেন, শিবু সোরেন মারা গিয়েছেন। তিনি দলিত ও আদিবাসীদের একজন মহান নেতা ছিলেন এবং তার সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক ছিল। আমি দু ঃখিত। তার আত্মার শান্তি কামনা করি। রাজনীতির জন্য এটি একটি বিরাট ক্ষতি।অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রধান তথা ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেনের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, শিবু সোরেনজি ছিলেন একজন তৃণমূল স্তরের নেতা, যিনি জনগণের প্রতি অটল নিষ্ঠার সঙ্গে জনজীবনের বিভিন্ন স্তরে উঠে এসেছিলেন। তিনি বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়, দরিদ্র ও নিপীড়িতদের ক্ষমতায়নের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমি মর্মাহত। তাঁর পরিবার এবং অনুরাগীদের প্রতি আমার সমবেদনা। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী হেমন্ত সোরেন জি-র সঙ্গে কথা বলেছি এবং সমবেদনা প্রকাশ করেছি। ওম শান্তি।অন্যদিকে নয়াদিল্লি, ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রধান শিবু সোরেনের প্রয়াণে মর্মাহত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। শোকবার্তায় রাজনাথ সিং উল্লেখ করেছেন, সর্বদা মাটি ও মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন শিবু সোরেন।সোমবার সকালে এক্স মাধ্যমে রাজনাথ সিং লিখেছেন, ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও দেশের অন্যতম প্রবীণ নেতা শ্রী শিবু সোরেনজি, ঝাড়খণ্ডের সেই সমস্ত মহান নেতাদের মধ্যে গণ্য হতেন যারা সমাজের দুর্বল অংশের, বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার এবং ক্ষমতায়নের জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি সর্বদা মাটি এবং মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয় ছিল। তাঁর মৃত্যুতে আমি গভীর শোকাহত। তাঁর পরিবার এবং অনুরাগীদের প্রতিআমার সমবেদনা। ওম শান্তি!

ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),ঃযেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থা ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাংকিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাংকিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাংকিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দুরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাংকিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাংকিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাংকিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দুর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দুর্নীতির জন্য দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাংকিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাংকিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাংকিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ

উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট ঃ উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জারি করলো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (এএমডি)। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের পাশাপাশি পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আইএমডি পূর্বাভাসে জানিয়েছে, আগামী ৭ দিন উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে।আইএমডি-র পূর্বাভাস অনুসারে, অসম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় পাদদেশ, সিকিম ও বিহারে এই মাসের ৯ তারিখ পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। এদিকে, আগামী ৫ দিন ধরে তামিলনাড়ু, উপকূলীয় এবং দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটক, কেরল এবং লাক্ষাদ্বীপে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হবে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ এবং হরিয়ানায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরাখণ্ডের কিছু অংশ ও দেহরাদূনে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সোমবার সকালে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয় দেহরাদূনে।

কিশোর কুমারের জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৪ আগস্ট ভারতীয় সঙ্গীত ইতিহাসে চির ভাস্বর কিশোর কুমার। ধ্রুপদী, রবীন্দ্র সঙ্গীত, রক অ্যান্ড রোল, নৃত্য প্রভৃতি ধরন তুলে ধরেছেন কর্মময় সঙ্গীতজীবনেই। বাংলা, হিন্দি, উর্দু নিয়ে ১০ টি ভাষায় সঙ্গীত জগতের মধ্যে অনায়াসেই পদচারণা লিপিবদ্ধ। নেপথ্য পুরুষ শিল্পী হিসেবে ৮ বার জিতেছেন ফিল্মফেয়ার সম্মান। শুধু তাই নয়, চলচ্চিত্র শিল্পের সর্বাধিক সফল ও সর্বশ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়ক হিসেবে ও বিবেচিত - কিশোর কুমার। চারটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত তাঁর জন্মদিন ৪ আগস্ট ও দ্বিতীয়ত ৪ টের সময়। তৃতীয়ত জীবনে বৈবাহিক সম্পর্ক ৪ টি। চতুর্থত ৪টি বাংলা ছায়াছবি তথা চলচ্চিত্রে পারদর্শী অভিনয় করেছেন।সঙ্গীতশিল্পী কিশোর কুমারের জন্মদিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তিনি সোমবার জানিয়েছেন, প্রবাদপ্রতিম সঙ্গীত, গীতিকার, সুরকার, অভিনেতা কিশোর কুমারের জন্মদিবসে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য। তিনি ছিলেন নিখিল ভারতীয় বাঙালি প্রতিভার সাফল্যের প্রতীক।সেইসঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেসবুক পেজে তিনি তাঁর প্রতি ও শ্রদ্ধা জানিয়ে ওই বক্তব্য লিখেছেন।উল্লেখ্য, রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে কিশোর কুমারের জন্মদিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের অঙ্গ হিসেবে রবীন্দ্র সদনে রয়েছে বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান।

সুপ্রিম কোর্টে পিছল ডিএ মামলার শুনানি, মঙ্গলে বক্তব্য শুনবে আদালত

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট ঃ সুপ্রিম কোর্টে ফের পিছল ডিএ মামলার শুনানি। মঙ্গলবার সবপক্ষের বক্তব্য শুনবে সর্বোচ্চ আদালত।সোমবার রাজ্যের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি আদালতে জানান, একে তো হাই কোর্ট বা ট্রাইবুনাল কেউই টাকার অঙ্ক নির্দিষ্ট করে দেয়নি। তার উপর অনেক টাকার ব্যাপার। আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে চাই। কিন্তু ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ মেটানোর অর্থ জোগাড় করতে কিছু সময় লাগবে। দ্রুত এই মামলার নিষ্পত্তি করার ইঙ্গিত দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, প্রয়োজনে রোজ শুনানি হবে।রাজ্য সরকার আগেই শীর্ষ আদালতের রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়েছে। সেই আবেদনে জানানো হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের ডিএ সংক্রান্ত নির্দেশ কার্যকর করতে আরও ছয় মাস সময় দরকার। কারণ, বকেয়া মহার্ঘভাতা দিতে যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন, চলতি অর্থবর্ষে সেই বাজেট বরাদ্দ নেই। সেইসঙ্গে রাজ্য এও জানায়, যেহেতু আদালতের নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন করা হচ্ছে, সেই কারণে প্রদেয় অর্থ আদালতের কাছে জমা রাখা হোক। কারণ কর্মচারীদের এই অর্থ দিয়ে দেওয়া হলে, পরবর্তী সময়ে যদি এই নির্দেশ রাজ্যের পক্ষে যায়, তাহলে টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হবে না।

ডানকুনিতে গয়নার দোকানে ডাকাতি

হুগলি, ৪ আগস্ট ঃ রবিবার রাতে হুগলি জেলার ডানকুনি এলাকায় একটি গয়নার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, রবিবার রাতে একটি বহুতল ভবনের নিচতলায় একটি গয়নার শোরুমে কিছু যুবক গ্রাহক হিসেবে প্রবেশ করে। এর কিছুক্ষণ পরেই আরও কিছু যুবক দোকানে ঢুকে লুটপাট শুরু করে।প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, চার অভিযুক্ত হিঃদি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই কথা বলছিল। তাদের সকলের হাতে অস্ত্র ছিল এবং তারা দোকানে উপস্থিত লোকজনদের মারধর শুরু করে।অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা প্রচুর পরিমাণে সোনার গয়না লুট করে পালিয়ে যায়। পুলিশ দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। এছাড়াও, জাতীয় সড়ক এবং সংলগ্ন রাস্তার ফুটেজও খতিয়ে দেখছে। জেলার বিভিন্ন থানাকে সতর্ক করা হয়েছে।উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার চম্পাহাটি এলাকায় একই রকম ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ডানকুনি ও চম্পাহাটির ঘটনা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

দিল্লিতে মহিলা সাংসদের গলার হার ছিনতাই

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্টঃ রাজধানীতে কূটনৈতিক দূতাবাস রয়েছে যে এলাকায়, সেই রকম সুরক্ষিত এলাকা থেকে সাংসদের গলার হার ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটল। সোমবার সকালে তামিলনাড়ুর কংগ্রেস সাংসদ সুধা রামকৃষ্ণন এ নিয়ে দিল্লি পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তামিলনাড়ুর মায়িলাদুথুরাই কেন্দ্রের এই সাংসদ জানিয়েছেন, ডিএমকে সাংসদ রজতীর সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন তিনি। চাণক্যপুরীতে পোল্যান্ডের দূতাবাসের কাছাকাছি পৌঁছতেই স্কুটারে চেপে আসে এক ব্যক্তি। হেলমেট পরে থাকার দরুণ তার মুখ দেখা যায়নি। উলটোদিক থেকে এসে হার ছিনতাই করে নিয়ে পালিয়ে যায় স্কুটার আরোহী। এই ঘটনায় সাংসদ জখম হয়েছেন বলে জানা গেছে খবর সূত্র থেকে জানান।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনি অনেক নতুন কিছু হওয়ার প্রত্যাশা করতে পারেন। আপনাকে চিন্তা করতে বারণ করা হচ্ছে, কেননা আপনি শীঘ্রই আপনি বেশ ভালো পরিমাণ অর্থ পেতে চলেছেন। আজকে রোমান্সের জন্য খুবই ভালো দিন। শুভ দিন হবে।

বৃষঃআজকের দিনে আপনি সম্ভবত খুবই অধৈর্য ও অস্থির হয়ে পাবেন। তা সত্ত্বেও যে আপনি যথেষ্ট ধীরস্থির থাকতে ও কাজে মন দিতে এবং সঠিকভাবে কাজ করতে ও প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবেন, তার জন্য নক্ষত্রদের ধন্যবাদ দিন।

মিথুনঃযারা একা আছেন তারা একটা তাজা টাটকা প্রেম নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। যারা সম্পর্কে আছেন যাদের বুঝে কথা বলা উচি নাহলে কেস খাবেন। ব্যক্তিগত এবং পেশাগত দাযিত্বের জন্য আর্থিক ব্যাপারে মনোনিবেশ করা বেশ শক্ত। কাজের জায়গায়, আপনার দায়িত্ব নেওয়া প্রতিটি কাজ করার জন্য আপনাকে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করতে হবে। সংসারে শান্তি হবে।

কর্কটঃপ্রেমের জীবনে, আপনি নিজের প্রেমিকার মনের অবস্থা বুঝতে পারবেন। কঠিন সময়গুলো হয়তো মজার নয় কিন্তু সম্পর্কে বড় বাধা কিছু নেই। দিনের প্রথমার্ধ আর্থিক বিষয়গুলি জন্য শুভ নাও হতে পারে । তবে দিনের পরের দিকে আপনি অনুকূল অবস্থা পাবনে। গঠনমূলক সমালোচনা আপনাকে নিজের ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে সহায়তা করবে।

সিংহঃআপনার সঙ্গীর সঙ্গে কিছু উপভোগ্য মুহূর্ত কাটানো আপনার সন্ধ্যাকে অতুলনীয় করে তুলতে পারে। এইভাবে হয়তো একসঙ্গে কিছু ভালো সময় কাটাতে পারবেন।

কন্যাঃ যেহেতু আপনি পেশা নিয়েই আজ বেশি চিন্তিত থাকবেন, ফলে আপনার প্রেম জীবন হয়তো একটু কম গুরুত্ব পাবে। দিনের দ্বিতীয় অর্ধে সম্ভবত আপনার স্বাস্থ্য আপনাকে একটু ভোগাবে, কাজেই কোনওরকম লক্ষণ বা সাবধানবাণী উপেক্ষা করবেন না। শুভ রং লাল

তুলাঃপরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে দিনটি উপভোগ করবেন আজ। আপনার কাছের এবং প্রিয় মানুষদের সঙ্গে এক দুর্দান্ত গন্তব্যে সময় কাটানো আপনার দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলবে।শুভদিনহবে

বৃশ্চিকঃআপনি আপনার কাজের প্রতি মনোযোগী এবং নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠায় আপনার প্রিয়জন একা বোধ করতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে

ধনুঃআপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলবে। একে অপরের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে আপনারা সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবেন। সংসারে শান্তি বিরাজ।

মকরঃ সবচেয়ে কঠিন সময়েও প্রিয়জনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখুন। কাজের যোগ।

কুম্ভঃ আপনার সঙ্গীর সমস্যায় মনোযোগ দেওয়া আপনাকে তার আরও কাছাকাছি এনে দিতে পারে।

মীনঃপ্রিয়জনের সঙ্গে একটি রোমাঃটক নৈশভোজ, লোভনীয় মুখরোচক মিষ্টির মতো মনে হতে পারে! আপনার একটি হাসিখুশি, প্রফুল্ল এবং সুরেলা সন্ধ্যা কাটতে পারে। অর্থনৈতিক দিকে, আপনাকে বাস্তববাদী হতে হবে। কাছের

আবহাওয়া

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ৬আগষ্ট, বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মর্মে বেশ কিছু জেলায় হলুদ ও কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। আগামী কিছু দিন সমুদ্রে যেতেও মস্যজীবীদের বারণ করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপ অঞ্চলের প্রভাবে আবারও ভারী বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে। মঙ্গলবারের মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। এ ছাড়া, এই মুহূর্তে রাজ্যে বেশ সক্রিয় রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে স্থলভাগে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা- ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিন্ম- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতাংশ এবং ৭৯সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০১.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫০০০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ আজ সকাল ৫টা ০২মিনিটে হবে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে।

পুলিশ সূত্রে খবর, বাঘা ও তাঁর ভাই বিশা কোন্নগরের খুনের ঘটনার মূল চক্রী

বনস্পতি দে, কোন্নগর,৪ আগস্ট ঃ পুলিশ সূত্রে খবর, বাঘা ও তাঁর ভাই বিশা এই ঘটনার মূল চক্রী। স্থানীয় সূত্রে খবর, হুব্বা শ্যামলের ভয়ে এক সময়ে এলাকা ছাড়ে বাঘা। হুগলি থেকে পিস্তল নিয়ে বাঁকুড়ায় থাকা শুরু করে। কোন্নগরের তৃণমূল নেতা পিন্টু চক্রবর্তীকে খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও একজন। ধৃতের নাম ভোলানাথ দাস ওরফে বাঘা। এই নিয়ে মোট চার জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

গত ৩০ জুলাই খুন হন কোন্নগরের কানাইপুরের গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য তথা তৃণমূল নেতা পিন্টু চক্রবর্তী ওরফে মুন্না। গ্যাসের গোডাউন থেকে বেরোতেই দুই দুষ্কৃতী তাঁকে পিছন থেকে কাটারি দিয়ে মারতে থাকে। এলোপাথাড়ি কোপ মারা হয় পিন্টু কে। সেই ঘটনায় আগেই গ্রেপ্তার হয় কানাইপুরের বিশ্বনাথ দাস ওরফে বিশা এবং দুই সুপারি কিলার বিশ্বজিৎ প্রামানিক ও দীপক মণ্ডল। বিশা দীপক ও বিশ্বজিৎকে তিন লক্ষ টাকার সুপারি দিয়েছিল বলে জানতে পারে পুলিশ। সেই ঘটনায় এ বার পুলিশের জালে বিশার দাদা বাঘা। পুলিশ সূত্রে খবর, বাঘা ' দাপুটে দুষ্কৃতী সে। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি অর্ণব বিশ্বাস জানান, বাঘাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে জেরা করে নতুন কোনও তথ্য উঠে আসতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই পুলিশ জানতে পেরেছে জমি নিয়ে বিবাদের জেরে এই খুনের ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার সোনামুখী থেকে বাঘাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাঘা কানাইপুরের ত্রাস ছিল। কোন্নগরেরই ধর্মডাঙা এলাকায় থাকতেন শ্যামল দাস ওরফে হুব্বা শ্যামল। এমনও খবর, এক সময় হুগলির ' হুব্বা শ্যামলের ভয়ে এলাকা ছাড়ে বাঘা। তাকে হুব্বা শ্যামলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মনে করা হতো। যদিও সবটাই কানাঘুষো। ৬০-এর কাছাকাছি বয়স বাঘার। পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে এতদিন বাঁকুড়ায় গা ঢাকা দিয়েছিল বলে খবর। পিন্টু কে খুনের ঘটনায় সেখান থেকেই তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বারুইপুরের একই গ্রামের ২ টি মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বারুইপুর, ৪ আগস্ট ঃ বারুইপুরের একই গ্রামের ২ টি মন্দিরের তালা ভেঙে সব কিছুই চুরি,ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। রাতের অন্ধকারের সুযোগে একই গ্রামের ২ টি মন্দিরের তালা ভেঙে সমস্ত কিছুই চুরি করে নিয়ে গেল চোরের দল।রবিবার গভীর রাতে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানা এলাকার অন্তর্গত বেলেগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের হরেন্দ্রপল্লীতে। সোমবার সকালে মন্দিরের পুরোহিতরা মন্দিরে গিয়ে দেখতে পান যে দু'টি মন্দিরের গেটের তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। গ্রামের রাধা গোবিন্দ মন্দির ও লোকনাথ মন্দিরের তালা ভেঙে চুরির ঘটনা জানাজানি হতেই ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন এলাকার মানুষ। রাধা গোবিন্দ মন্দিরের মধ্যে থাকা পিতলের গোপাল মূর্তি,পিতলের অন্যান্য পূজার সামগ্রী, রুপোর বাঁশি ও সোনার টিপ পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। সেই সঙ্গে প্রণামীর বাক্স ভেঙে ও নিয়ে যায় টাকা। মন্দির চুরির ঘটনা নিয়ে পরে বারুইপুর থানায় লিখিত ভাবে অভিযোগ জানানো হয়েছে। বারুইপুর থানার পুলিশ এই চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আকাশ এডুকেশনাল তাদের ১৬ বছরের যাত্রায় নতুন মাইলফলক ছুঁয়েছে

কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃ ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্নকে সফলতার পথে এগিয়ে নিতে, আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেসলিমিটেড তাদের ১৬ বছরের যাত্রায় নতুন মাইলফলক ছুঁয়েছে। ভারতের পরীক্ষামূলক প্রস্তুতি প্রদানকারী শীর্ষ সংস্থা হিসেবে তারা গর্বের সাথে ঘোষণা করছে তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় উদ্যোগ এন্থে ২০২৫ (আকাশ ন্যাশনাল ট্যালেন্ট হান্ট এক্সাম)। ভারতের শিক্ষার্থীদের কাছে বহুল প্রতীক্ষিত এই বাৎসরিক পরীক্ষার মূল লক্ষ্য, পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিজেদের চ্যালেঞ্জ ছাড়িয়ে প্রকৃত সমস্যা সমাধানকারী হয়ে উঠতে সাহায্য করা।শুধু তাই নয়, শিক্ষার সবার কাছে পৌঁছে দিতে এন্থে ২০২৫-এ রয়েছে ক্লাসরুম, আকাশ ডিজিটাল এবং ইনভিক্টাস কোর্সে সর্বোচ্চ ১০০ স্কলারশিপ, যার মোট মূল্য ২৫০ কোটি টাকা, এবং নগদ পুরস্কারও রয়েছে ২.৫ কোটি টাকা পর্যন্ত। এতে ছাত্রছাত্রীরা নিজের পছন্দ অনুযায়ী ডাক্তারি (মেডিকেল) কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারিয়ারের স্বপ্ন পূরণের আরও কাছে যেতে পারবে। উপরন্তু, এন্থে এর সুযোগ নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা NEET, JEE, রাজ্য স্তরের CET, NTSE, এবং অলিম্পিয়াডের মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রফেশনাল কোচিং নিতে পারবেন, যা শেখাবে আকাশের অভিজ্ঞ শিক্ষকরা।এই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে, আকাশ এবার শুরু করতে চলেছে ইনভিক্টাস এস টেস্ট যা আকাশ ইনভিক্টাস খরক্ক অ্যাডভান্সড প্রস্তুতি প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার জন্য নেওয়া হবে, ৮ থেকে ১২ ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। এই জাতীয় স্তরের এলিজিবিলিটি ও স্কলারশিপ টেস্ট নেওয়া হবে ২৪ আগস্ট, ৩১ আগস্ট এবং ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে। তিন ঘণ্টার এই পরীক্ষা (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত), অনলাইন এবং অফলাইন দু'ভাবেই দেওয়া যাবে। পরীক্ষা ফি মাত্র ২৩০০। যারা চমৎকার পারফর্ম করবে, তারা পেতে পারে ১০০ পর্যন্ত স্কলারশিপ এবং আকর্ষণীয় ক্যাশ প্রাইজ। আকাশ ইনভিক্টাস প্রোগ্রাম পাওয়া যাবে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ইনভিক্টাস সেন্টার-এ-যেমন দিল্লি-এনসিআর, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, লখনউ, মীরাট, প্রয়াগরাজ, দেরাদুন, ভোপাল, ইন্দোর, আহমেদাবাদ, চণ্ডীগড়-রোহতাক, হায়দরাবাদ, নামাক্কাল, কোয়েম্বাটোর, ভুবনেশ্বর, রাঁচি, ত্রিচি, ভিজাগ, মুম্বই কলকাতা, দুর্গাপুর এবং পাটনা-তে।আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেড সিইও এবং এমডি, মিস্টার দীপক মেহেত্রা বলেছেন, 'এন্থে এখন আকাশের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বিশ্বাসের প্রতীক হয়ে উঠেছে। গত ১৬ বছর ধরে, আমরা মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের আর্থিক অবস্থা বা অবস্থান নির্বিশেষে তাদের স্বপ্ন পূরণে সাহায্য করেছি। আকাশে, আমরা বিশ্বাস করি-প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সমাধান খোঁজার ক্ষমতা আছে তারা চিন্তা করতে পারে, চ্যালেঞ্জ নিতে পারে এবং বড় পরিবর্তন আনতে পারে। এন্থে ২০২৫ সেই ঐতিহ্য বজায় রেখেই যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের জন্য দরকারি রিসোর্স, সাপোর্ট ও অনুপ্রেরণা দিতে চলেছে। আমাদের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক আর হাইব্রিড লার্নিং মডেলের মাধ্যমে, আমরা শিক্ষাকে আরও সহজলভ্য ও রেজাল্ট-ওরিয়েন্টেড করছি।এবছর থেকে, আমরা ইনভিক্টাস এস টেস্ট-ও চালু করছি-যা স্কলারশিপ ও অ্যাডমিশনের জন্য, বিশেষত জেইই-এর অ্যাডভান্সড প্রস্তুতির জন্য বিখ্যাত আকাশ ইনভিক্টাস কোর্সে। এই টেস্ট হবে ছাত্রীদের মূল ধারণা ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি কেমন, সেটার সঠিক মূল্যায়নের জন্য তৈরি। এন্থে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করতে সাহায্য করেছে। ২০২৫-এ, এক মিলিয়নের বেশি ছাত্রছাত্রী এই টেস্ট দিয়েছে ভারতের বৃহত্তম স্কলারশিপ পরীক্ষাগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম।

দশ বছর পর মহিলা সমবায় সমিতির ক্ষমতায় এলো শাসক তৃনমূল কংগ্রেস জয়নগরের বাইশহাটায়

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৪ আগষ্ট ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য জুড়ে সবুজ ঝড় চলছে। একের পর এক সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয়ের ধারা অব্যাহত শাসক তৃনমূল কংগ্রেসের। সোমবার জয়নগর বিধানসভার জয়নগর ২ নং ব্লকের বাইশহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইশহাটা অঞ্চল মহিলা জাগরণী সংঘ প্রাথমিক বহুমুখী সমবায় সমিতির নির্বাচনে ১৭ টি আসনের সব কটিতেই তৃনমূল কংগ্রেসের মহিলা সদস্যারা বিজয়ী হন। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে এই সমবায় সমিতি বিরোধী এস ইউ সির হাতেই ছিল । এই প্রথম শাসক তৃনমূল কংগ্রেসের দখলে গেল এই সমিতি। এদিন এই সমিতির নির্বাচনের দিন নির্দিষ্ট করা হয়েছিলো জয়নগর ২ নং ব্লক নির্বাচনী দপ্তর থেকে । বিরোধী দলের কোনো প্রতিনিধি এই নির্বাচনে অংশ না নেওয়ায় এদিন এই নির্বাচনের দায়িত্ব থাকা আধিকারিক অন্দিদিতা দাস বিশ্বাস বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী ১৭ জন মহিলা সদস্যের হাতে বিজয়ীর সার্টিফিকেট তুলে দেন।এদিন এই নির্বাচনের আধিকারিকের সাথে উপস্থিত ছিলেন সহকারি আধিকারিক সৌমিক ব্যানার্জী।এদিন এই জয়ের পরে

সবুজ আবির মেখে উৎসবে সামিল হন বিজয়ীরা সহ শাসক তৃনমূল কংগ্রেসের বহু কর্মীবৃন্দ। এদিন বিজয়ীদের গলায় মালা পড়িয়ে দেন জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অনুপমা গায়েন, অঞ্চল সভাপতি নুরহোসেন গাজী সহ আরো অনেকে।এদিন এ ব্যাপারে বাইশহাটা অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি নুরহোসেন গাজী বলেন,২০১৫ সালে এই সমিতি গঠনের পর থেকে এস ইউ সির হাতে ছিলো এই সমিতি।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখে ও বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডলের কাজ দেখে এবারের নির্বাচনে কোন আসনে প্রার্থী দিতে এগিয়ে আসে নি বিরোধীরা।আর তাই আমাদের দলের সদস্যরা একক ভাবে বিজয়ী হন।আমরা এই মহিলা সমিতির মাধ্যমে এলাকার উন্নয়নে নজর দোবো।আর এই জয় বিধানসভা নির্বাচনের আগে শক্তি বাড়িয়ে দিলো শাসক তৃনমূল কংগ্রেসের।আর এদিন এই জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন কুলতলির বিধানসভার বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল।

নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে নাগরিকদের উন্মাদনা

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর , ৪ আগষ্ট ঃ থেকেই ব্লকে টাউনে পাড়ায় শুরু হয়ে গেছে রাজ্যব্যাপী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখি প্রকল্প আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান। সোমবার নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে ১নং ওয়ার্ডের ১৬,১৭ নং পার্টের কিশোর সংঘ গৃহে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে শিবিরে নাগরিকদের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। নাগরিকরদের ছোট খাটো সমস্যা অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন পুরসভার দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিকরা পুর কর্মচারীরা। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, পুরসভার বড় বাবু দেব প্রসাদ রাহা, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি ঋষিকেষ রায়, দেবাশিস মিত্র, সুমন দে সহ পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার, নোডাল অফিসার, দুয়ারে সরকারের দপ্তরের পুরকর্মী ও ১নং ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা জানান ২ আগষ্ট থেকে শুরু হয়েছে রাজ্য সরকারের জনমুখি প্রকল্প আমাদের পাড়া আমাদের

সমাধান। সোমবার পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডের ১৬,১৭ নং পার্টের নাগরিকদের জন্য কিশোর সংঘ ক্লাবে শুরু হয়েছে। বুথ ভিত্তিক বাসিন্দারা শিবিরে এসে নানান সমস্যা অভিযোগ জানান। মুখ্যমন্ত্রী যে জনমুখি পরিকল্পনা প্রকল্প গ্রহন করেছেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে উন্নয়ন পরিষেবা পৌঁছে যাবে। বুথ ভিত্তিক ওয়ার্ডের প্রচুর সংখ্যক মানুষ তাদের ছোটখাটো সমস্যা অভিযোগ নিয়ে আসছেন। লিপিবদ্ধ হচ্ছে। আশাবাদী সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। শিবির বিভিন্ন ওয়ার্ডের বুথ ভিত্তিক চলবে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত।

সিবিআই তদন্তের বিরুদ্ধে শাহজাহানের আবেদনের মামলায় হস্তক্ষেপ করল না হাই কোর্ট

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ৪ আগস্টঃ সিবিআই তদন্তের বিরুদ্ধে সন্দেশখালির প্রাক্তন তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের আবেদনের কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই বলে জানাল কলকাতা হাই কোর্ট। সোমবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি প্রসেনজি বিশ্বাসের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের রায় মোতাবেক অভিযুক্তের এই আবেদনের কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাই সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না।সন্দেশখালিতে দুই খুনের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যান শাহজাহান। সোমবার তাঁর সেই আবেদনের রায় ঘোষণা করে আদালত।আগে আদালতের একটি নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে হাই

কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করেছিলেন শাহজাহান। গত সোমবার সংশ্লিষ্ট মামলার শুনানি হয়। তবে রায়দান স্থগিত রেখেছিল বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। সোমবার রায় ঘোষণা হয়।

শাহজাহানের পক্ষে আইনজীবীরা প্রশ্ন তোলেন, তাঁদের মক্কেলকে অভিযুক্ত করে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হলেও মামলার আবেদনকারীরা কেন তাঁকে মূল মামলায় যুক্ত করেননি? এর আগে বিচারপতি দেবাংশু বসাক শাহজাহানের আইনজীবীর সওয়ালের প্রেক্ষিতে বলেছিলেন, ' বক্তব্যে আদালতের প্রশ্নগুলির কোনও জবাব নেই। যেখানে সিঙ্গল বেঞ্চ রায়ে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আপনার মক্কেলের যুক্ত হওয়া অপ্রয়োজনীয়, সেখানে আপনার এই আবেদন করার এক্তিয়ার কী?''

কিশোর কুমারের জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি নববারাকপুরে

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ৪ আগস্ট ঃ প্রবাদপ্রতিম কিংবদন্তী সঙ্গীত শিল্পী, গীতিকার, সুরকার ও অভিনেতা কিশোরকুমারের ৯৬ তম জন্মদিবসে সোমবার সকালে কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহে প্রাঙ্গণে তার মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাল নববারাকপুর ক্লাব সমন্বয় সমিতি। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, ক্লাব সমন্বয় সমিতির সম্পাদক তথা পুর প্রতিনিধি দেবাশিস মিত্র সহ, কো-অপারেটিভ হোমস লিমিটেডের সম্পাদক সুজিত চন্দ সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ও ক্লাব সংগঠক রা। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন গত বছর কিশোর কুমারের ৯৫ তম জন্মদিনে পুরসভার কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহ প্রাঙ্গণে তার মূর্তি স্থাপন করা হয়। শহরে প্রথতিযশা ঋষি মনীষি দের জন্মদিন পালন করার অঙ্গ হিসেবে কিংবদন্তী সংগীত শিল্পী সুরকার গীতিকার অভিনেতা কিশোরকুমারের জন্মদিবসে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাল হয় ক্লাব সমন্বয় সমিতির পক্ষ থেকে। আগামী প্রজন্মের প্রতিভাবান শিল্পী কলাকুশলিদের উসাহিত করতে মহান জনপ্রিয় সংগীত শিল্পীকে শ্রদ্বার্ঘ জানাতে সন্ধ্যায় কৃষ্টির সামনে অস্থায়ী মঞ্চে স্বনামধন্য খ্যাতনামা শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেন। কিশোর কুমারের জনপ্রিয় গানে সুর মূর্চ্ছনায় মাতিয়েছেন শিল্পীরা।

খড়দহ থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলির ভান্ডার

দুরন্ত বার্তা,খড়দহ, ৪ আগষ্ট ঃ ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ নির্দিষ্ট সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার দুপুরে রহড়া থানার অন্তর্গত রহড়া এলাকায় প্রতিভা মঞ্জিল নামে একটি আবাসনে অভিযান চালায়। গ্রেপ্তার করা হয় মধুসূদন মুখার্জি ওরফে লিটন নামে এক ব্যক্তি। তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি নগদ টাকা ও সোনার গয়না উদ্ধার করা হয়।

সন্ধ্যায় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট কার্যালয়ে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটে উপনগর পাল গোয়েন্দা বিভাগ চারু শর্মা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান '৫ টা long arms, 1 compaction gun, 1 bolt action rifle, 2 Double Barrel guns, 1 Short Barreld rifles, 9 small arms have been recovered. Apart from these, ১৬ ম্যাগাজিন , ৯০৫ গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ১.৪ লাখ, ২৪৯ গ্রাম সোনা, ১৯.৭ কেজি কয়েন উদ্ধার হয়েছে। চারু শর্মা আরো জানান 'নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে গোয়েন্দা বিভাগ আজকে অভিযান চালায়। এবং এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। যে ব্যক্তি অস্ত্র পাচারের সাথে যোগ রয়েছে। অভিযুক্ত সঙ্গে বিহারের যোগ পাওয়া গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ। পুলিস গোটা ঘটনার তদন্ত করছে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

শিশুর জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্রে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃ শিশুর জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্রে ইচ্ছেমতো নাম বা তথ্য পরিবর্তনের প্রবণতা রুখতে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে। সম্প্রতি জারি হওয়া এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, এখন থেকে আর চাইলেই জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্রে নাম, তারিখ কিংবা পরিবারের সদস্যদের পরিচয় সংক্রান্ত কোনও তথ্য বদলানো যাবে না। নথিতে শুধুমাত্র টাইপিং সংক্রান্ত ভুল, যেমন নামের বানান বিভ্রাট, জন্মস্থান বা জন্মতারিখে ছোটখাটো বানানগত ত্রুটি এই ধরনের সংশোধনই করা যাবে।কিন্তু নামের সম্পূর্ণ পরিবর্তন, জন্মের তারিখ পাল্টানো, কিংবা বাবার নাম বাদ দেওয়া বা অন্য কারও নাম সংযোজন এই ধরনের গুরুতর ও মূলগত পরিবর্তন আর কোনওভাবেই অনুমোদিত নয়। এমনকি কোনও দম্পতির বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেলেও তাঁদের সন্তানের জন্মের শংসাপত্র থেকে বাবার নাম মুছে ফেলা যাবে না। আবার যদি মা দ্বিতীয়বার বিবাহও করেন, তবুও সন্তানের নথিতে নতুন বাবার নাম যুক্ত করা যাবে না। রেজিস্ট্রারে একবার যে নাম নথিভুক্ত হয়ে হয়েছে, তা চিরস্থায়ী হিসেবেই গণ্য হবে।সংশোধনের সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে সংশ্লিষ্ট এলাকার রেজিস্ট্রারের হাতে। কোনও তথ্য বদলানো প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পরিবারকে নির্দিষ্ট নথিপত্র জমা দিয়ে রেজিস্ট্রারকে সন্তুষ্ট করতে হবে। তবেই সেই বদলের অনুমতি মিলবে।

জন পরিষেবার নতুন ভাবনায় নববারাকপুর থানা

নববারাকপুর, ৪ অগস্ট ঃ ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের প্রান্তিক থানা নববারাকপুর । থানাটি মূলত নব বারাকপুর পুরসভা এবং ব্যারাকপুর ২ ব্লকের বিলকান্দা ১ ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কিযদংশ নিয়ে গঠিত হয়েছে। প্রান্তিক থানা হবার কারনে নব বারাকপুর থানা অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ চুরির উপদ্রব ছিল। সেই চুরির সমস্যা মেটাতে বেশ কয়েকবার রাত্রি কালিন পিকেট চালু করা হয় এবং ফল মেলে হাতেনাতে। আপাত দৃষ্টিতে চুরির ঘটনা প্রায় নির্মূল করি সম্ভব হয়েছে। সেরকমই নববারাকপুরে সমস্ত সোনা গহনা দোকান, ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিদিনই পুলিশ টহলদারি আওতায় রাখা হয়েছে, যার ফল স্বরূপ চুরি বা ছিনতাই এল ঘটনা অনেকটাই প্রতিরোধ করা গেছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে চলছে নাকা চেকিং তল্লাশি অভিযান ও। এর পাশাপাশি নববারাকপুর শহরের প্রানকেন্দ্রে রয়েছে সাড়ে সাত নম্বর রেলগেট। যে রেলগেট টিতে স্কুল টাইমে নববারাকপুর কলোনী বয়েজ, কলোনী গার্লস, মাসুন্দা বয়েজ, মাসুন্দা গার্লস, তপতী বালিকা বিদ্যাবিথীর হাই স্কুলের মতো পাঁচটি বড় বড় হাই স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা পারাপার হয়। প্রচন্ড যানজটে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হয় তারা। এতদিন যাব জিআরপি, আরপিএফ বা ট্রাফিক বিভাগে বিষয়টি জানিয়ে ও কোনও সুরাহা মেলেনি। পরে নববারাকপুর থানার উদ্যোগে স্কুল টাইমে সাড়ে সাত নম্বর রেলগেটে নিয়মিত ভাবে সকাল বিকেল পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে যার ফলে স্থানীয় ছাত্র ছাত্রীরা পুলিশি পরিষেবা উপভোগ করতে পারছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী থেকে অভিভাবক রাও বেজায় খুশি ও আনন্দিত রেলগেটে পুলিশ ট্রাফিকিং এর সুব্যবস্থায়। তাদের দাবি যানযট অনেকটাই নিয়ন্ত্রণসাধন হবে এবং দুর্ঘটনাও অনেকাংশে কমবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারাও পুলিশ ব্যবস্থার জন্য পুলিশ প্রশাসন কে সাধুবাদ জানান।

বাংলা ভাষার পরিযায়ীদের হেনস্থার প্রতিবাদে আন্দোলনের ডাক

মলয় সুর,৪ভিনরাজ্যে বাঙ্গালীদের হেনস্তার প্রতিবাদে কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রবিবার বিকেলে এক পথসভার আয়োজন করা হয়।। পথসভার নেতৃত্বে ছিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি মোনালিসা ব্যানার্জি। বাংলা ভাষা এবং বাঙ্গালীদের উপরে আক্রমণ আমরা কখনো মানবোনা। বিজেপির বিভিন্নভাবে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এদিন এই কথাগুলি বলেন তৃণমূল নেতা তথা তৃণমূলের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ। তিনি আরো বলেন, বাংলাভাষীদের উপরে নির্যাতন কে তীব্র নিন্দা করছি। এই ভাষার উপর যারা আক্রমণ শোনাবে তাদের রেয়াত করা হবে না। সকল ভাষা ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে চাওয়া নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু সেই অধিকারের উপর আঘাত আসছে। নিজস্ব মাতৃভাষা ব্যবহার করার জন্য নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে বাঙ্গালীদের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরাসরি নিশানা করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে বিজেপির এই সীমা অতিক্রম করার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন। দেশের একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা এবং বাঙ্গালীদের বিভিন্নভাবে হেনস্তার স্বীকার হতে হচ্ছে। এই দেশের বহু রাজ্যে বাংলা ভাষার আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার প্রধান ভাষা বাংলা। অসম ঝাড়খণ্ড এবং আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দ্বিতীয় প্রচলিত ভাষা। এই প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে চিঠির মাধ্যমে দেশের প্রধানমন্ত্রী কে সকল পথচারীদের চিঠি লেখার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে কুনাল ঘোষ চিঠি লিখেন। পাশাপাশি ছবির মাধ্যমে মাতৃভাষাকে অধিকারের সম্মানে প্রতিবাদের বার্তা দেওয়া হয়।

বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে একদিনের কর্মমেলা

দুরন্ত বার্তা,বারুইপুর , ৪ আগস্টঃ রাজ্যে বেকার সমস্যা নিরসনে কর্মসংস্থানে কাজের সুযোগ করে দিতে মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ সাইন্স টেকনোলজি অরফে এস ভি আই এস টি।আর তাদের উদ্যোগে ধারাবাহিক ভাবে জব ফেয়ারের আয়োজন করা হচ্ছে।শনিবার তাদের উদ্যোগে দক্ষিন গোবিন্দপুরের নিজস্ব ক্যাম্পাসে হয়ে গেল একদিনের কেরিয়ার ফেস্ট। এদিনের এই কর্মমেলা যৌথভাবে আয়োজন করেন ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং অ্যাডভান্সড ইনস্টিটিউট ফর মডার্ন টেকনোলজি।এদিনের এই কর্মমেলার মূল উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের এস ভি আই এস টি এবং অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের নবীন প্রকৌশলী ও সদ্য স্নাতকদের জন্য কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।এ দিনের কর্মমেলায় বি.টেক, ডিপ্লোমা, BBA, BCA, ITI (যেকোনো ট্রেড) এবং অন্যান্য স্নাতকগণের যোগ্য পড়ুয়ারা উপস্থিত ছিলেন।এদিন ৩৮ টি স্বনামধন্য সংস্থা এই কর্মমেলায় অংশগ্রহণ করে এবং পাঁচ শতাধিক চাকরি সন্ধানকারী ছাত্রছাত্রীরা এই মেলায় অংশ নেন।এদিনের এই কর্মমেলায় একাধিক বিশিষ্ট একাডেমিক ও পেশাদার ব্যক্তিত্বরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।এ ব্যাপারে এস ভি আই এস টির সি ই ও এবং ডিন এবং ইনোভেশন, এন্টারপ্রেনারশিপ সন্দীপ দত্ত প্রযুক্তিনির্ভর চাকরির বাজারে উদীয়মান ক্যারিয়ার সম্ভাবনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং ছাত্র ছাত্রীদের উদ্ভাবনী মনোভাব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন।এস ভি আই এস টির উপ-রেজিস্ট্রার ডঃসোমনাথ দাস একাডেমিয়া ও ইন্ডাস্ট্রির মেলবন্ধনের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং এই ধরণের ইভেন্ট কিভাবে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবধান কমায় তার ব্যাখ্যা করেন।এস ভি আই এস টি র সহকারী অধ্যাপক ও যুগ্ম বিভাগীয় প্রধান শীর্ষেন্দু ভট্টাচার্য ও অনিন্দ্য ঘোষ ছাত্রদের উসাহিত করেন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে।এস ভি এস টির অধ্যক্ষা ডঃসোনালী ঘোষ চাকরিযোগ্যতা এবং ভবিষ্যতের প্রস্তুতির উপর জোর দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করেন এই ধরনের উদ্যোগের ।এস ভি এস টির সহকারী অধ্যাপক তথা এই মেলার আহবায়ক ডঃ মোঃ আতাউর সাফি রহমান লস্কর এই কর্মমেলার মূল সংগঠক হিসেবে ৩৮ টি সংস্থার সাথে সমন্বয় করে এইচ আর প্রতিনিধিদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করেন এবং শিল্প ও শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করেন।এদিনের এই কর্মমেলায় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধিদের উসাহী অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সফল হয়ে ওঠে।আগামীদিনের বিভিন্ন সংস্থান কাজের সুযোগ করে দিতে এই ধরনের মেলার আয়োজন করা হবে বলে জানা গেল।

সহরসা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল-সহরসা স্পেশাল ট্রেনটি গোরখপুর হয়ে যাবে

গোরখপুর, ৪ আগস্ট ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ০৫৫৭৫০৫৫৭৬ সহরসা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল-সহরসা স্পেশাল ট্রেনটি গোরখপুর হয়ে ৬ ও ১৩ আগস্ট, ২০২৫ বুধবার এবং ৫ ও ১২ আগস্ট, ২০২৫ মঙ্গলবার আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে ২টি ট্রিপের জন্য নিম্নরূপ পরিচালনা করবে।০৫৫৭৫ সহরসা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল স্পেশাল ট্রেনটি ০৬ এবং ১৩ আগস্ট, ২০২৫ বুধবার সহরসা থেকে ২০.০০ মিনিটে গড় বারুয়ারি থেকে ২০.২২ মিনিটে, সুপল ২০.৪৭ মিনিটে, সরাইগড় থেকে ২১.২০ মিনিটে, ২১.২০.২৫ মিনিটে ছাড়বে। ঘোঘরডিহা ২২.১৫ টায়, ঝাঁঝরপুর ২২.৩৭ টায়, সাক্রি ২৩.০২ টায়, দরভাঙ্গা ০০.০৫ টায়, দ্বিতীয় দিনে, জনকপুর রোড ০০.৪৭ টায়, সীতামাড়ি ০১.৩৫ টায়, বাইরগাঁও ০১.৩৫ টায়, ০৩.২০ টায়, নারকাটিয়াগঞ্জ ০৪.৩০ টায়, বাগাহা ০৫.০২ টায়, কাপ্তানগঞ্জ ০৮.২২ টায়, গোরক্ষপুর সকাল ৯.৫০ মিনিটে, বাস্তিতে এটি গোন্ডা থেকে ১০.৫০ মিনিটে, গোন্ডা থেকে ১২.১৫ মিনিটে, সীতাপুর থেকে ১৫.৪৫ মিনিটে, শাহজাহানপুর থেকে ১৮.০০ মিনিটে, বেরেলি থেকে ১৯.০৫ মিনিটে, মোরাদাবাদ থেকে ২১.২৫ মিনিটে এবং গাজিয়াবাদ থেকে ২৩.৪৫ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং তৃতীয় দিনে ০০.৩০ মিনিটে আনন্দ বিহার টার্মিনালে পৌঁছাবে।ফিরতি যাত্রায়, ০৫৫৭৬ আনন্দ বিহার টার্মিনাল-সহর্ষা স্পেশাল ট্রেনটি আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে ৫ ও ১২ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ০৫.১৫ মিনিটে ছেড়ে গাজিয়াবাদে ০৫.৫০ মিনিটে, মোরাদাবাদে ০৮.৩৫ মিনিটে, বেরেলিতে ১০.১২ মিনিটে, শাহজাহানপুরে ১১.২২ মিনিটে, সীতাপুরে ১৪.১৫ মিনিটে, গোন্ডায় ১৬.৩০ মিনিটে, বাস্তিতে ১৭.৫০ মিনিটে, গোরখপুরে ১৯.৪০ মিনিটে, কাপ্তানগঞ্জে ২০.৪৭ মিনিটে, বাঘায় ২৩.২০ মিনিটে, নারকাটিয়াগঞ্জে ০০.২০ মিনিটে, রক্সৌলে ০১.১৫ মিনিটে, বৈরগানিয়ায় ০২.০২ মিনিটে, সীতামারীতে ০২.৪৫ মিনিটে, জনকপুর রোডে ০৩.১৭ মিনিটে, দারভাঙ্গায় পৌঁছাবে। ০৫.২০ ঘণ্টায়, সাক্রি ০৬.০২ ঘণ্টায় এটি ০৬.২৭ মিনিটে ঝাঁঝারপুর, ০৬.৪৭ মিনিটে ঘোঘরডিহা, ০৮.০৫ মিনিটে নির্মালি, ০৯.০০ মিনিটে সরাইগড়, ০৯.৩২ মিনিটে সুপৌল এবং ০৯.৪৭ মিনিটে গড় বারুয়ারি থেকে ছেড়ে যাবে এবং ১০.৩০ মিনিটে সহরসা পৌঁছাবে।এই ট্রেনে মোট ২০টি কোচ বসানো হবে, যার মধ্যে রয়েছে ০২টি জেনারেটর কাম লাগেজ ভ্যান এবং ১৮টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তৃতীয় ইকোনমি ক্লাস কোচ।

NOTICE TO APPEAR/ATTEND PROCEEDINGS OF DLM&SFC-LDH

Through this Publication This is for Constructive Notice for respondent **M/S MITTAL STEEL PIPE** having **registered office at 44 N, G T ROAD MURGASOL, USHAGRAM, DURGAMANDIR, ASANSOL, BARDHAMAN, WEST BENGAL-713303** to appear in person or through authorized representative before the **District Level Micro & Small facilitation Council Ludhiana, District Industries Centre, Ludhiana** on Dated **14-08-2025** regarding claim reference petition submitted by claimant **M/S KAPUR AUTOS** U/s 18(1) of MSMED Act 2006 bearing reference: **MSEFC/DIC/12/23/2888.** If respondent still fails or omits to appear as above then arbitration proceedings shall be conducted as per section 23 & 25 of Arbitration and Conciliation Act and award shall also be passed on the basis of evidence before it.

Member Secretary cum General Manager, District Industries Centre, Industrial Estate, Ludhiana
Ph. No. 0161-2540695, E-mail:dicludhiana5@gmail.com, Ludhiana.msefc@gmail.com

বিজ্ঞাপন

আইনের অধ্যায় XXI এর প্রথম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ৪(১) অনুসারে

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে, পনেরো দিন পরে কিন্তু ত্রিশ দিন শেষ হওয়ার আগে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিনকোড-১২২০৫০-এর রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হচ্ছে যে, FEMME FABRIC SOLUTIONS LLP, একটি সীমিত দায়বদ্ধতা অংশীদারিত্ব, কোম্পানি আইন ২০১৩ এর অধ্যায় XXI এর অংশ I এর অধীনে, শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে।

২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপঃ

i. তুলা, পলিয়েস্টার, ভিসকস, বাঁশের তন্তু, বা অন্য কোনও উপযুক্ত উপাদান সহ টেক্সটাইল তন্তু এবং উপকরণ থেকে তৈরি সকল ধরণের ওয়েডিং এবং প্যাডিং উপকরণ, প্রাকৃতিক, কৃত্রিম, জৈব, পুনরুৎপাদিত, মিশ্রিত, বা সংমিশ্রিত, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, নকশা, উন্নয়ন, রূপান্তর, ফিনিশিং, প্যাকেজিং, ব্র্যান্ডিং, ক্রয়, বিক্রয়, বাণিজ্য, আমদানি, রপ্তানি, বিতরণ এবং অন্য কোনও ব্যবসা পরিচালনা করা এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক, শিল্প, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি এবং চিকিৎসা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এই জাতীয় উপকরণের চিকিৎসা, ব্লিচিং, রঞ্জন বা রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণে নিযুক্ত থাকা।

ii. ওয়েডিং বা অনুরূপ উপকরণ থেকে তৈরি শোষক এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত জিনিসপত্র তৈরি, উৎপাদন, তৈরি, একত্রিত করা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকিং, পুনঃপ্যাকিং, বাজারজাতকরণ, বিতরণ, সরবরাহ, পাইকারি, খুচরা, বাণিজ্য এবং অন্যথায় লেনদেন করা, যার মধ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন, ট্যাম্পন, শোষক প্যাড, প্যান্টি লাইনার, পিরিয়ড প্যান্টি , প্রাপ্তবয়স্কদের অসংযম পণ্য, শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ডায়াপার, ব্রেস্ট প্যাড, আন্ডারপ্যাড, ক্ষত ড্রেসিং, কসমেটিক ওয়াইপ, ক্লিনজিং ওয়াইপ এবং ব্যক্তিগত যত্ন, চিকিৎসা, প্রাতিষ্ঠানিক বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অন্যান্য নিষ্পত্তিযোগ্য বা পুনঃব্যবহারযোগ্য স্বাস্থ্যবিধি পণ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়।

iii. শোষক স্বাস্থ্যবিধি পণ্য এবং টেক্সটাইল ওয়েডিং উপকরণের উদ্ভাবন, উন্নতি এবং মান বৃদ্ধির জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা পরিবেশ বান্ধব, জৈব-জলীয়, জৈব,বা টেকসই বিকল্পগুলি বিকাশ করা এবং উপরোক্ত পণ্য এবং কার্যকলাপ সম্পর্কিত পেটেন্ট , ট্রেডমার্ক, নকশা, প্রযুক্তি, জ্ঞান, বা প্রক্রিয়াগুলি অর্জন, অর্জন, ব্যবহার, লাইসেন্স বা বরাদ্দ করা।

iv. পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয়, আনুষঙ্গিক, সুবিধাজনক, অথবা সহায়ক সকল বা যেকোনো আনুষঙ্গিক বা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা, যার মধ্যে রয়েছে গুদামজাতকরণ, সরবরাহ, চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন, প্যাকেজিং পরিষেবা, মান নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা, নিয়ন্ত্রক সম্মতি, বিপণন, পরামর্শ, অথবা পণ্য উন্নয়ন, বিতরণ, বা সম্প্রসারণের জন্য তৃতীয় পক্ষের সাথে সহযোগিতা।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংস্থার নিবন্ধগুলির একটি অনুলিপি ২৬, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, বৌবাজার (কলকাতা), কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১২-এ অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে চাইলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা) -এর পিনকোড-১২২০৫০ -এর রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাদের আপত্তি জানাতে পারেন, এবং একটি অনুলিপি ফার্মের নিবন্ধিত অফিসে জমা দিতে পারেন।

তারিখঃ০৪.০৮.২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

সাক্ষর /-
শ্রীপ্রিয়া ধেলিয়া
মনোনীত অংশীদার
DPIN: 08821246

সাক্ষর /-
শ্রীমঙ্গলা খৈতান
মনোনীত অংশীদার
DPIN: 01580779

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৪৫, মঙ্গলবার, ১৯ শ্রাবণ ১৪৩২

বিজয় সিংহ গঙ্গালের রাজা

গঙ্গাল/গঙ্গারিডাই জাতির প্রাচীনতম রাজা কে? গঙ্গাল/গঙ্গারিডাই সভ্যতার রাজন্যদের কারও নাম পাওয়া যায় না কথাটা ঠিক নয়। আর্গোনটিকা গ্রন্থে (খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক) ডাটিস নামে একজন গঙ্গারিডাই নেতার কথা জানা যায় যিনি যুদ্ধে প্রবল বীরত্ব দেখিয়েছেন। এছাড়া নন্দবংশের স্থপতি মহাপদ্মনন্দ যে গঙ্গারিডাই জাতীয় ছিলেন, তার উল্লেখ আছে কার্টিয়াসের গ্রন্থে। কিন্তু একটা আশ্চর্য বিষয় হল, রাজা সিংহবাহুর পুত্র, সিঙ্গুরের রাজপুত্র বিজয়সিংহর কথা গঙ্গারিডাই প্রসঙ্গ এলে আমরা প্রায় কেউই ভাবি না। অথচ বিজয় কিন্তু আলেকজাণ্ডারের ভারত আগমনের মাত্র দুশো বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চল থেকেই গেছিলেন, যেখানে সেযুগে গঙ্গারিডাই জাতির উত্থান ঘটছে। আজকের হুগলির সিঙ্গুর অঞ্চলে ছিল তাঁর সিংহপুর। হুগলি একটি প্রাচীন স্থান, এবং মহাভারত দেখলে বোঝা যায়, সেযুগে হুগলি মেদিনীপুর সহ আজকের দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে তিনটি সমৃদ্ধ রাজ্য গড়ে উঠেছিলঃ তাম্রলিপ্ত, সুহ্ম এবং কর্বট। এছাড়া রাঢ়ের উল্লেখ তো জৈনদের আচারঙ্গ সুত্তে পাই। কাজেই দক্ষিণবঙ্গে বাঙালি জাতির একটি উত্থান ঘটছিল। এছাড়া উত্তরে তো পুণ্ড্র ছিলই। বাণগড়েও একই মাতৃকামূর্তি পাওয়া গেছে, ফলে এই প্রাচীন জাতিগঠনের প্রক্রিয়ার পক্ষে ইতিহাসের সমর্থন রয়েছে। মহাভারতে যা পৃথক পৃথক রাজ্য, তারা একত্রিত হয়ে এই বৃহৎ কাল্পনিক সম্প্রদায় অর্থাৎ গঙ্গাল জাতি গড়ে উঠে থাকতে পারে। তাম্রলিপ্ত থেকে চন্দ্রকেতুগড়, বাণগড় থেকে মঙ্গলকোট সর্বত্র একই রকম মাতৃকা উপাসনা চালু হয়েছে দেখলে বোঝা যায়। সেক্ষেত্রে বিজয়ের গঙ্গারিডাই জাতীয় হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। প্রসঙ্গত তাম্রলিপ্ত একটি প্রখ্যাত বন্দর হিসেবে বুদ্ধের আগে থেকেই ছিল। এবং গঙ্গারিডাই সভ্যতার বৈদেশিক সমুদ্রবাণিজ্যে ও নৌচালনায় বিশেষ দক্ষতা ছিল, সে কথা গ্রীক ও রোমানরা বলে গেছেন। গঙ্গে (সম্ভবত চন্দ্রকেতুগড়) বন্দরের উত্থান কিছু পরে হবে। বিজয়সিংহকে যদি গঙ্গাল রাজপুত্র ধরি, তবে রাঢ় থেকে বহিষ্কৃত কিন্তু সুদূর লঙ্কাদ্বীপবিজয়ী সেই দুষ্টু রাজপুত্রকে অবশ্যই বাংলার বুকে এই সুপ্রাচীন সভ্যতায় প্রাচীনতম রাজন্য হিসেবে গণ্য করতে হবে যিনি ঐতিহাসিকভাবে প্রামাণ্য চরিত্র, নিছক কিংবদন্তী নন। বুদ্ধের প্রয়াণের দিনে তাঁর পদার্পণ ঘটেছিল লঙ্কায়। গঙ্গাল জাতীয়রা একটু দস্যু-দামাল প্রকৃতির হতেন, বিজয়ের কাণ্ডকারখানা দেখলে বোঝা যায়। একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, গঙ্গাল জাতির সাম্রাজ্যে কলিঙ্গর অন্তর্ভুক্তি হওয়ার যে কাহিনীটি গ্রীক-রোমান উৎস থেকে জানতে পারি (শশাঙ্ক থেকে সেনযুগ অবধি এই প্যাটার্ন বারবার চোখে পড়ে- বৃহৎ বঙ্গের অংশগুলি চিরাচরিতভাবে বাঙালির উপনিবেশ, বাঙালির জিওপলিটিক্সে বিহার, উড়িষ্যা কামরূপ বরাবর আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকত, যেভাবে মার্কিনরা নিয়ন্ত্রণ করতে চায় ল্যাটিন আমেরিকা, অথবা রুশরা নিয়ন্ত্রণ করতে চায় পূর্ব ইউরোপ), বিজয়ের কাহিনীতে সেই ঘটনার সমর্থন মেলে। রাঢ়ের সিংহপুরের রাজবংশ যে নিজেদের কলিঙ্গের অধিপতি বলে ঘোষণা করতেন, সেটা সিংহলের ইতিহাস থেকে জানা যাচ্ছে, সেটা শুধু সিংহবাহুর মাতামহ কর্তৃক কলিঙ্গের রাজকন্যা বিবাহ করার কারণে নয়। বিজয়ের অনেক পরে ১২১৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহলে নিঃশঙ্ক মল্ল নামে একজন রাজা তাঁর শিলালিপিতে থেকে জানা যায়।

কাশিমবাজারের ইতিহাস

এখানেই শুরু, এখানেই ষড়যন্ত্র কাশিমবাজার কুঠির অজানা ইতিহাস! মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজার; এক সময় বাংলার রেশম ও সুতিবস্ত্র বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। এখানেই গড়ে উঠেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথমদিককার বাণিজ্য ঘাঁটি। আজ আমরা যে কলকাতাকে ব্রিটিশ শাসনের কেন্দ্র বলে জানি, তার সূচনা কিন্তু হয়েছিল এই কাশিমবাজার থেকেই। প্রথম আগমন ও কুঠির প্রতিষ্ঠাঃ ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলায় বাণিজ্যের অনুমতি দেন। সাহসুজার সুবেদারি কালে ইংরেজরা প্রথম হুগলিতে এবং পরে কাশিমবাজারে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ১৬৫৮ সালে মিঃ জন কেন কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। তাঁর অধীনে কাজ করতেন মিঃ জোব চার্নক; যিনি পরবর্তীতে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত। তখন কুঠিতে জমজমাট বাণিজ্য চলত; রেশম, মসলিন, রেশমি মোজা, রুমাল, দস্তানা ইউরোপে রপ্তানি হতো। প্রতি বছর কয়েক লক্ষ পাউন্ড কাঁচা রেশম শুধু কাশিমবাজার থেকেই ইউরোপে চালান যেত। কুঠির গঠন ও রেসিডেন্সি ঃ কাশিমবাজার কুঠি ছিল এক বিশাল প্রকাণ্ড দোতলা ভবন, যার সামনে ছিল লম্বা লম্বা থাম আর এক প্রশস্ত সিঁড়ি। একতলায় থাকতো চাকর-বাকর, মালপত্র। দোতলায় ছিল সাহেবদের অফিস ও বসবাসের ঘর। পরে এটি ইংরেজদের রেসিডেন্সি রূপে পরিচিত হয়। ইংরেজ কোম্পানির প্রতিনিধি, যাঁকে Resident বলা হতো, নবাবের দরবারে প্রতিনিধি হিসেবে থাকতেন এই রেসিডেন্সিতেই। বাংলায় বিতাড়ন ও কলকাতার জন্ম ঃ ব্যবসায়িক সুবিধা পেয়ে ইংরেজরা সাহসুজার কাছ থেকে বিনা শুল্কে পণ্য আমদানি-রপ্তানি করত। কিন্তু সময়ের সাথে তারা বাদশাহের কর্মচারীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। এমনকি তারা উড়িষ্যার বালেশ্বর লুঠ করে ও চাটগাঁ আক্রমণের চেষ্টা করে। ১৬৮৫-৮৬ সালে সুবেদার শায়েস্তা খাঁ তাদের বাংলার বাইরে তাড়িয়ে দেন। জোব চার্নক পালিয়ে গিয়ে সুতানুটিতে ঘাঁটি স্থাপন করেন; এই স্থানটিই পরে রূপ নেয় কলকাতায়। সিরাজের আক্রমণ ও পতনের সূচনাঃ ১৭৫৭ সালে সিরাজউদ্দৌলা কাশিমবাজার কুঠি ঘিরে ফেলেন। তখন কুঠিতে ছিলেন প্রায় ৩০০ সৈন্য, যার মধ্যে ৫০ জন ইউরোপীয় এবং বাকি বেশিরভাগ পর্তুগিজ। কুঠির কমান্ডার লেফটেনান্ট ইলিয়ট আত্মহত্যা করেন। সাহেবদের বন্দি করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

মা'ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যান সবাইকে। তিনি জ্ঞানের আলো দিয়ে থাকেন। অন্ধকার দূর করেন। মা সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন।

তাঁর শক্তি যারা গরহণ করেছেন সেই সব ভক্তদের কারোর কাছে পরাস্ত হতে দেন না। সবার আগে ভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। ভক্তিই শক্তিকে নিয়ে আসবে কাছে। জীব প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। মানব প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজয়ী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজির মতোই বলতেন, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এটা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা। এ ইউ সিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তারপরে গ্রহণ করেন ভগিনী নিবেদিতা। মানব সেবা করতে হবে। তবেই সন্ন্যাস ধর্ম সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব। সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সেবা শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। জীবন শক্তি লাভ করতে হবে। তবেই জীবনের চলার পথ শক্ত হবে।

ভারতের চিকিৎসা জগতে বাঙালি চিকিৎসকদের স্থান অতি উজ্জ্বলতর

রবীন্দ্রকুমার শীল

চিকিৎসা জগতে বাঙালির স্থান ঃ বাংলাদেশের সাহিত্যচর্চা বহু কাল ধরে হয়েছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার শুরু হয়েছিল ইংরেজরা আসার পর থেকে। তার আগে বিক্ষিপ্তভাবে বিজ্ঞান চর্চা হলেও তা কিন্তু সমাজের বুকে প্রভাব বিস্তার করেনি। ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবের

জোয়ার কলকাতায় একেবারে আছড়ে পড়ে গিয়েছিল। যার ফলে কোম্পানি আমল থেকে শুরু করে বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে বিজ্ঞান চর্চার প্রসার লাভ ঘটতে শুরু করে। ইংরেজদের শিল্প বিপ্লবের প্রভাব বাংলায় আসার ফলে নেটিভদের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়াশুনার করার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। কলকাতায় প্রথম মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়েছিল গর্ভনর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের ঘোষণাবলে ১৮৩৫ সালে ২৮ জানুয়ারি, বুধবার। এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ডাক্তার মাউন্ট জোসেফ ব্রামলি। এটি কলকাতা মেডিকেল কলেজ নামে খ্যাতি অর্জন করে। মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রথম মাইলস্টোন। দ্বিতীয় মাইলস্টোন সৃষ্টি হল ১৮৩৬ সালে ১০ জানুয়ারি। মেডিকেল কলেজের ছাত্র পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত মেডিকেল কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন ১৮ মার্চ, ১৮৩৫ সালে। বেতন পেতেন মাত্র ৬০ টাকা। ডাক্তার হওয়ার প্রথম চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ৩০ অক্টোবর ১৮৩৮ সালে। এটি হল ভারতের মেডিকেল এডুকেশনের ইতিহাসে তৃতীয় মাইলস্টোন। এই পরীক্ষায় বসবার সুযোগ পেয়েছিল ১১ জন ছাত্র। পাশ করেছিল মাত্র চার জন। প্রথম হয়েছিলেন উমাচরণ শেঠ, বাকিরা হলেন রাজকৃষ্ণ দে, দ্বারিকানাথ গুপ্ত এবং নবীনচন্দ্র নিত্র। শবব্যবচ্ছেদ গবেষণায় মধুসূদন গুপ্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজের তিনি এনাটমির শিক্ষক ছিলেন। ১৮৩৭ সাল থেকে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত মেডিকেল কলেজে শবব্যবচ্ছেদ কক্ষে প্রায় ৩৫০০ টি শবদেহ আনা হয়। মধুসূদন গুপ্ত অসাধ্য সাধন করেছিলেন। ১৮০২ সালে কলকাতায় কলেরার টিকা দেওয়া শুরু হয়। সেই সময়ে কলকাতার বিখ্যাত বহু ব্যক্তিরা কলেরার টিকা নিয়েছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে- বাবু রসময় দত্ত, বাবু নীলমণি মতিলাল, বাবু তারাচাঁদ দত্ত, বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি।

ডাক্তার তামিজ খান এর নাম বহু লোকেরা জানেন না। কলকাতার তালতলা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল কলিঙ্গা স্কুল। এই স্কুলের পুরো নাম ছিল কলিঙ্গা ব্রাঞ্চ স্কুল। আজও কলিঙ্গা স্কুলের নাম বহন করে চলেছে কলিন্স স্কুল। এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন ডাক্তার তামিজ খান। অসাধারণ মেধাবি ছাত্র ছিলেন তিনি। স্কুল থেকে পাশ করে মেডিকেল পড়ার ইচ্ছা ছিল তামিজ খানের। তিন একটি মেডিকেল স্টোর্সে কাজ করতেন। সেই মেডিকেল স্টোর্সের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন ডাক্তার গ্রান্ট। তামিজ খান তার মনে ইচ্ছার কথাটা বলে দিলেন ডাক্তার গ্রান্টের কাছে। ডাক্তার গ্রান্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের কাছে তামিজ খানের নাম সুপারিশ করলেন। ডাক্তার মিয়াট তামিজ খানকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করে তাকে ভর্তি করে দিলেন মেডিকেল কলেজে। ১৮৪৩ সালে ৩০ এপ্রিলের একটি রিপোর্ট থেকে জানতে পারা যাচ্ছে ৬৯ জন ছাত্র ছিল। তার মধ্যে হিন্দু ছিল ৪৬ জন, খ্রিস্টান ১৭ জন, আর্মেনিয়ান ২ জন এবং মুসলমান ৪ জন। ডাক্তার তামিজ খানের গবেষণার বিষয় ঠিল ময়না তদন্ত করে রোগ নির্ণয় করা। কেস হিস্টোরি লেখা শুরু হয় তখন থেকেই। তামিজ খান লাহোরে চলে গেলে সেই স্থানে এসে ছিলেন শশীভূষণ শীল। ১৮৫২ সালে তামিজ খান আবার কলকাতায় ফিরে এসে মেডিকেল কলেজে হাউস ফিজিসিয়ান ১৮৫৬ সালে ১৫ নভেম্বর। তখন মধুসূদন গুপ্তের প্রয়াণ হয়ে গিয়েছে। মেডিকেল কলেজের বাংলা শ্রেণিতে শিক্ষক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন তামিজ খান। ১৮৬৭ সালে গরীব রোগীদের জন্য শিয়ালদহ মিউনিলিপ্যালিটির একটি হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছিল। জর্জ ক্যাম্পবেল এর নামকরণে ১৮৭৪ সালে ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল স্থাপন করা হয়। ১৯৪৮ সালে কলেজে পরিণত হয়। ১৯৫০ সালে এর নামকরণ হয় 'নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ।' ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৩৩ সালে ২ নভেম্বর হাওড়ার পাইকপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ছিল তারকনাথ সরকার। এবং মায়ের নাম অঘোরমণি দেবী। ১৮৪১ সালে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হলেন মহেন্দ্রলাল সরকার। ১৮৪৯ সালে প্রথম স্থান অধিকার করে জুনিয়র স্কলারশিপ পেয়ে হিন্দু কলেজে পড়ার সুযোগ পেলেন। সেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞান এর পাশাপাশি পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞানও পড়ানো হতো। ১৮৪৫-৫৫ সালে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। তিনি ডাক্তারি পাশ করলেন ১৮৫৯-৬০ সালে। মেডিকেল কলেজে পড়ার সময়ে তিনি সব বিষয়ে মেডেল এবং পদক লাভ করেছিলেন। তারপরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক রাজেন্দ্র লাল দত্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ডাক্তার রাজেন্দ্র লালের সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মহেন্দ্র লাল সরকার হোমিওপ্যাথির ওপরে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ বার্ষিক সভায় মহেন্দ্রলাল সরকার বক্তব্য রাখতে গিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ওপরে জোর দেওয়ার কথা বলেন। যার ফলে বহু ডাক্তার তার সঙ্গে কথা প্রায় বলা বন্ধ করে দিল। মহেন্দ্র লাল সরকার একঘরে হয়ে পড়লেন। এই ঘটনার পরই মহেন্দ্র লাল সরকার নিজেই একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন তার নাম ছিল 'দ্য ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন।' সেখানে তিনি হোমিওপ্যাথি নিয়ে কথা প্রকাশ করতে শুরু করেন। বহু চিকিৎসকেরা তাঁকে অনুরোধ করেছিল এলোপাথিতে ফিরে আসতে। কিন্তু তিনি অনড় ছিলেন। মহেন্দ্র লাল সরকার ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের চিকিৎসক ছিলেন।

ডাক্তার গোপালচন্দ্র রায় ১৮৪৪ সালে ১৬ মে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু স্কুলে সেরা ছাত্র ছিলেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ১৮৬৫ সালে এলএমএস পাশ করে চিকিৎসক হন। ১৮৬৯ সালে ইংল্যাণ্ডে চলে যান। ১৮৭২ সালে ভারতে ফিরে এলেন। তিনি যোগ দিলেন বর্ধমান জেলার চিকিৎসক পরিদর্শক হিসাবে। একটি সময়ে বর্ধমান জ্বর নামে একটি রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। তাকে দমন করতে ডাক্তার রায়কে প্রশাসক বর্ধমানে পাঠায়। ১৮৭৭ সালে কলেরা রোগের দমন করার জন্য স্যানিটারি কমিশন তৈরি করা হলে সেখান রিপোর্ট দাখিল করেন ডাক্তার রায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানী স্যার কেদার নাথ দাস ১৮৬৭ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম যাদবকৃষ্ণ দাস। তিনি হিন্দু স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর ছেলে যাদবনাথ প্রথমে পাঠশালায় পড়াশুনা করেছিলেন। পরে হিন্দু স্কুলের ছাত্র হন। সেখান থেকে পাশ করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। সারা জীবন ধরে বহু গবেষণাপত্র লিখেছিলেন ডাক্তার কেদারনাথ। ডাক্তার কেদারনাথ ইডেন হসপিটালে স্ত্রীরোগ বিভাগে যোগদান করেন। ভারতে সর্ব প্রথম চিকিৎসা বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভা হয় কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ১৮৯৪ সালে ২৪ থেকে ২৯ ডিসেম্বর। কেদারনাথ এই সম্মেলনের সহ সম্পাদক ছিলেন। ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন কেদারনাথ দাস। ১৯১৫ সালের রেকর্ডে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের নাম। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের শিক্ষক ছিলেন তিনি। ১৯২২ সালে আমেরিকা গিয়েছিলেন। ওই বছরই তিনি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৯৯৩ সালে স্যার উপাধি পেয়েছিলেন। উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারি সরকারিভাবে ৭ জুন ১৮৭৫ সালে বিহারের মুঙ্গের জেলার জামালপুরে। প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন পড়ার সাথে সাথে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। ১৮৯৪ সালে স্টিবামাইন' আবিস্কার করলেন ১৯২১ সালে। ১৯২৯ সালে নোবেল পুরস্কার কমিটির কাছে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারির নাম সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি। নাইটহুড পান।

ইসরায়েল যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার দ্রুত প্রয়োজন মানব রক্ষায়

বিশেষ প্রতিবেদক

গাজায় কি অনাহার হয়ে উঠেছে যুদ্ধের হাতিয়ার? মধ্যপ্রাচ্যের রক্তাক্ত মানচিত্রে আজ সবচেয়ে বেশি রক্ত ঝরছে গাজায়। যেখানে ধ্বংসের ধোঁয়া আর আতঙ্কের আওয়াজ প্রতিদিনের রুটিন, সেখানে নতুন করে মাথা তুলেছে এক ভয়ঙ্কর প্রশ্ন; গাজায় কি অনাহারকে অস্ত্র করে তুলেছে যুদ্ধের নীতিনির্ধারকরা? খাদ্যপণ্য, পানীয় জল, ওষুধ; এই সব মৌলিক চাহিদাকে আটকিয়ে রেখে কি ইসরায়েল এক নীরব, নিষ্ঠুর যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে? আন্তর্জাতিক মহলে এখন এই নিয়েই চলছে বিতর্ক, উদ্বেগ ও নিন্দা।

গত কয়েক মাস ধরে গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি অভিযান কার্যত থেমে থেমে চলেছে। বোমা পড়ছে, ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, হাসপাতাল ও স্কুল ধ্বংস হচ্ছে। কিন্তু একে ছাপিয়ে মানুষের কষ্টের সবচাইতে নির্মম রূপ দেখা যাচ্ছে খাদ্যসংকটের মধ্য দিয়ে। জাতি সংঘ, রেড ক্রস, এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন একবাক্যে বলেছে; গাজার বহু শিশু, মহিলা ও সাধারণ মানুষ চরম অপুষ্টি ও অনাহারের শিকার। কিছু জায়গায় খাবার এতটাই অপ্রতুল যে মানুষ গাছের পাতা কিংবা পশুর খাবার খেয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে।

এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। বরং এটা একটা পরিকল্পিত মানবিক সংকট; যার মূল উদ্দেশ্য, গাজাবাসীকে দুর্বল করা, ভীত করা, এবং রাজনৈতিক চাপের মাধ্যমে এক প্রকার নতিস্বীকারে বাধ্য করা। একেই বলে starvation as a weapon of war। এই কৌশল নতুন নয়, ইতিহাসে এর বহু নজির রয়েছে; বিশেষত আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের নানা সংঘাতে। তবে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন, বিশেষ করে জেনেভা কনভেনশনের আওতায়, যুদ্ধের ক্ষেত্রে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করাকে একটি মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে ধরা হয়।

ইসরায়েল দাবি করে, তারা গাজার ভূখণ্ডে হামাসের বিরুদ্ধে 'সার্জিকাল অপারেশন' চালাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এই অভিযানে সাধারণ মানুষই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। গাজা পুরোপুরি অবরুদ্ধ। সীমান্তে পণ্য প্রবেশে কড়া নিষেধাজ্ঞা, কনভয় থামিয়ে দেওয়া, সাহায্যকারী সংস্থাগুলির চলাচলে বাধা; এই সবকিছুই মিলিয়ে এক জটিল এবং বিপজ্জনক অবস্থা তৈরি করেছে।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থা জানিয়েছে, গাজায় ১০ জনে ৯ জন মানুষ পর্যাপ্ত খাবার পাচ্ছেন না। UNICEF-এর রিপোর্ট বলছে, পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের এক বিশাল অংশ মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগছে, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির পক্ষে মারাত্মক হুমকি। সবচেয়ে উদ্বেগজনক তথ্য এসেছে গাজা সিটির উত্তরে, যেখানে faminelike condition' বা দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থা তৈরি হয়েছে।

এই অবস্থায় প্রশ্ন উঠছে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা কী? জাতিসংঘ বারবার জানিয়েছে, অবরোধ তুলে দিয়ে মানবিক সাহায্যের রাস্তা খুলে দিতে হবে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণভাবে অপরিবর্তিত। একদিকে ইসরায়েলি সেনা অভিযান চলছে, আর অন্যদিকে সীমান্তের গুদামঘরে পচে যাচ্ছে টন টন খাদ্য ও ওষুধ। আর সেই মধ্যখানে, চরম অনাহারে ধুঁকছে একটি গোটা প্রজন্ম।

গাজার এই মানবিক সংকটকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ উঠেছে। বহু দেশে বিক্ষোভ হয়েছে, আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা উঠেছে, এমনকি জাতি সংঘের নিরাপত্তা পরিষদেও এই প্রসঙ্গে আলোচনার দাবি উঠেছে। কিন্তু বাস্তবে গাজার মানুষের ভাগ্য বদলাচ্ছে না। রাজনৈতিক সমীকরণ, কূটনৈতিক হিসেব -নিকেশ আর ভণ্ড মানবিকতার জালে পড়ে তারা প্রতিনিয়ত আরও বেশি অনাহারের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

অনেকেই বলছেন, যুদ্ধের নিয়ম ভেঙে যুদ্ধ চলছে। এখানে টার্গেট শত্রুপক্ষ নয়, টার্গেট গোটা সমাজ। এক ভয় দেখানো কৌশল, যাতে সাধারণ মানুষই অস্ত্র হয়ে ওঠে। ক্ষুধার জ্বালায় যখন মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে, তখন আত্মসমর্পণ সহজ হয়। এটি এক নীরব, অথচ ভয়ংকর কৌশল, যা যুদ্ধকে আরও নিষ্ঠুর করে তোলে।

গাজা এক সময় ছিল সংস্কৃতির উর্বর ভূমি। আজ তা পরিণত হয়েছে অনাহার ও মৃত্যুর মঞ্চে। শিশুদের শোকে কাঁদছে আকাশ, মা-বাবার হাহাকার ডুবে যাচ্ছে বিস্ফোরণের শব্দে। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে এখনও দৃঢ়, কার্যকর পদক্ষেপের অভাব রয়েছে। আর এই শূন্যতার সুযোগ নিয়েই ক্রমশ আরও কঠিন হয়ে উঠছে গাজার বাস্তবতা।

মানবাধিকার, মানবিকতা, আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার; সবই যেন কাগজে লেখা শব্দমাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাস্তবে, যখন একটি সমাজকে খাদ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, তখন তা শুধু যুদ্ধ নয়, তা এক প্রকার গণহত্যা। গাজায় আজ সেই গণহত্যা চলছে; নীরব, ধীরে, কৌশলীভাবে। ইতিহাস হয়তো একদিন এই অধ্যায়ের নাম দেবে, ক্ষুধার যুদ্ধে পরাজিত মানবতা। উত্তরণের পথ একটাই; মানবিকতার জয় হোক।

বাংলার নাট্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রতন থিয়াম ভারতীয় থিয়েটারে নতুনত্ব আনেন

বিশেষ প্রতিবেদক

রঙ্গমঞ্চের সাধক নাট্যকার ও নির্দেশক রতন থিয়ামের প্রয়াণে শ্রদ্ধাঘ্য। ভারতীয় নাট্যচর্চা ও মঞ্চনাটকের জগতে এক নক্ষত্রপতন। প্রথিতযশা নাট্যকার ও নির্দেশক রতন থিয়াম প্রয়াত। ভারতীয় থিয়েটারের এক বিশেষ ধারা যিনি নিজস্ব চিন্তাধারায় গড়ে তুলেছিলেন, যাঁর কলম ও নির্দেশনার ছোঁয়ায় মঞ্চ হয়েছিল শিল্পের এক নবজাগরণ ক্ষেত্র; তিনি

আর নেই। তবে রেখে গেলেন তাঁর অসাধারণ সৃষ্টিসম্ভার, নাট্যমাধ্যমে দর্শন ও সমাজের সংলাপ, আর সেই দর্শনীয় দৃশ্যশিল্পের এক অনন্য রূপ, যা ভবিষ্যতের নাট্যপ্রেমীদের অনুপ্রেরণা হয়ে রয়ে যাবে।

১৯৪৮ সালে মণিপুরে জন্ম রতন থিয়ামের। শৈশব থেকেই সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ ছিল প্রবল। যদিও প্রথমদিকে তিনি চিত্রকলার ছাত্র ছিলেন, পরবর্তীকালে দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা -তে ভর্তি হয়ে নাট্যশিল্পের গভীরতর রূপ খুঁজে পান। এনএসডি-তে তিনি আইবিএম-এর প্রাক্তন পরিচালক ও ভারতীয় থিয়েটারের অন্যতম পথিকৃৎ ইব্রাহিম আলকাজির ছাত্র ছিলেন। সেখানেই থিয়াম খুঁজে পান থিয়েটারকে তাঁর ভাবনার প্রধান বাহন করে তোলার পথ।

রতন থিয়ামের থিয়েটার কেবল কাহিনি বলার মাধ্যম ছিল না, বরং সমাজ, রাজনীতি, দর্শন ও আত্মজিজ্ঞাসার এক গভীর অনুরণন। তাঁর মঞ্চনাটকে সংস্কৃতির মূর্ত প্রতিচ্ছবি যেমন ছিল, তেমনি ছিল সমসাময়িক অসঙ্গতি ও মানবিক সংকটের দ্বন্দ্ব। তিনি ছিলেন থার্ড থিয়েটার-এর অন্যতম প্রবক্তা। তাঁর কাজের মধ্যে মণিপুরী লোকসংস্কৃতি, মার্শাল আর্টস, নৃত্য ও সঙ্গীতের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটেছে গ্রিক ট্র্যাজেডি, সংস্কৃত নাট্যধারা ও শেক্সপীয়ারীয় নাট্যভঙ্গিমার। সেই মেলবন্ধনের মধ্য দিয়েই রতন থিয়াম গড়ে তোলেন এক স্বকীয় নাট্যভাষা।

তিনি ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন চন্দ্রলেখা থিয়েটার; যা পরবর্তীকালে শ্রীমন্ত সংঘিত থিয়েটার ট্রুপদ-এ রূপান্তরিত হয়। এই দলের মাধ্যমেই মণিপুরের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি বিশ্বনাট্যের সঙ্গে সংলাপে অবতীর্ণ হন। তাঁর জনপ্রিয় নাটক উত্তরপ্রিয়দর্শী, উরুবঙ্গম, আন্দিদ, ওত্তেলো বা ওয়েলকাম হিউম্যান্স; সবগুলিতেই সেই নাট্যদর্শনের স্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়, যেখানে মানবিক বোধ, সহিষ্ণুতা, যুদ্ধ বিরোধিতা ও শান্তির আকাঙ্ক্ষা বারবার উঠে এসেছে।

থিয়ামের নাট্যরচনায় যেমন আঞ্চলিক রূপকের ব্যবহার ছিল, তেমনই তা সর্বজনীন অভিজ্ঞতার আঙ্গিকে উঠে এসেছে। তাঁর নাটকে আলো, শব্দ, নৃত্য ও শারীরিক ভঙ্গিমার নিখুঁত ব্যবহার দর্শকদের মন ছুঁয়ে যেত। মঞ্চের ওপর প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে উঠত এক ভিজ্যুয়াল কবিতা; যেখানে সংলাপ শুধু নয়, দৃশ্য ও পরিবেশ নিজেই হয়ে উঠত এক দর্শন।

রতন থিয়ামের কৃতিত্ব কেবল সৃজনেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি ছিলেন একজন চিন্তক ও শিক্ষা বিদও। ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৯ এবং আবার ১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার পরিচালক ছিলেন। তাঁর সময়কালেই ঞ্জুঙ্গ হয়ে ওঠে আরও সৃজনশীল, আরও পরীক্ষা -নিরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ। তাঁর উদ্যোগেই তভারত রঙ্গ মহোৎসবদ-এর মতো আন্তর্জাতিক থিয়েটার ফেস্টি ভ্যালের সূচনা হয়, যা ভারতীয় থিয়েটারকে বিশ্বমঞ্চে পরিচিত করে তোলে।

আন্তর্জাতিক স্তরেও থিয়ামের গ্রহণযোগ্যতা ছিল বিস্তর। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, কোরিয়া, আফ্রিকা সহ নানা দেশে তাঁর নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে এবং প্রশংসিত হয়েছে। তবে তাঁর কাজ কখনোই পাশ্চাত্য অনুকরণ নয়; বরং ভারতীয় শিকড়ে দাঁড়িয়ে সমকালীন ভাবনার সঙ্গে এক শিল্পিত সংলাপ।

রতন থিয়াম পেয়েছেন একাধিক সম্মাননা; পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার, কালিদাস সম্মান ইত্যাদি। তবে তাঁর জীবনের আসল পুরস্কার ছিল দর্শকদের প্রশংসা, শিল্পের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা এবং একটি পরবর্তী প্রজন্ম, যারা তাঁর নাট্যচিন্তাকে অবলম্বন করে নতুন পথ তৈরি করছে।

এদেশে যেখানে থিয়েটার প্রায়ই অবহেলিত শিল্পমাধ্যম, সেখানে রতন থিয়াম প্রমাণ করেছিলেন, মঞ্চ শুধুমাত্র বিনোদনের ক্ষেত্র নয়; বরং তা হতে পারে বোধের আলো জ্বালানো এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তিনি নাট্যশিল্পকে ব্যবহার করেছেন সমাজের ভাঙন, রাষ্ট্রের গোঁজা মিল, এবং মানুষের নৈতিক দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার জন্য।

রতন থিয়ামের প্রয়াণে ভারতীয় নাট্যভুবন এক বিশাল শূন্যতার মুখে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তাঁর কাজ, তাঁর ভাবনা, তাঁর নাট্যদর্শন এখনও জীবিত, যা আগামী বহু বছর ধরে অনুপ্রেরণা জোগাবে নাট্যশিল্পী ও নাট্যপ্রেমীদের। তাঁর রচিত মঞ্চনাটক যেন জীবনের পাঠ শালায় দাঁড়িয়ে দর্শককে ভাবতে শেখায়, প্রশ্ন তুলতে শেখায়; যা থিয়েটারের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

একজন সাধক চলে গেলেন। কিন্তু রেখে গেলেন এমন এক ধারা, যা যুগ যুগ ধরে বয়ে নিয়ে যাবে শিল্পের বার্তা। নাট্যমঞ্চে আজ শোক, তবে তার আড়ালে এক গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি; রতন থিয়ামের প্রতি, যিনি নাটককে করে তুলেছিলেন আত্মার সাধনা।

পাঠকদের কলমে অভিনেতা কমল মিত্র

বিশেষ প্রতিবেদক

নাট্যচার্য শিশিরকুমার তাঁকে বলেছিলেন, কমল নোট মুখস্ত করে এম এ পাশ করা যায়, কিন্তু যে লাইনে তুমি ঢুকেছ, এখানে শেখার শেষ কোনও দিন হবে না, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তোমাকে শিখতে হবে। কথাটা কমল মিত্র আজীবন মনে রেখেছিলেন। দেশ বিদেশের নানা বই জোগাড় করে অভিনয় কলাকে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন

আশ্চর্য নিষ্ঠায়। চার্লি চ্যাপলিন ছিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় অভিনেতা। শেষ বয়সে তাঁর সারা জীবনে সংগৃহীত বহু দুষ্প্রাপ্য বইয়ের বিশাল ভাণ্ডার কলকাতার নন্দনের লাইব্রেরিতে দান করে দেন, কেবল চ্যাপলিনের আত্ম জীবনীটি ছাড়া।

শেষ দিকে কমল মিত্র ক্রমশ একা হয়ে পড়েছিলেন। বলতেন, প্রায় সব সহশিল্পী চলে গেল। এমনকী যারা বয়সে আমার ছোট তারাও রইল না। ছবি, পাহাড়ি, জহর (গাঙ্গুলি), অসিতবরণ, বিকাশের সঙ্গে অনেক বছর ধরে কাজ করেছি। সেটে আর তারা আসবে না, এই কথা যখন ভাবি তখন নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ লাগে। এমনকী উত্তম, ভানু, জহরও চলে গেল। একদিন স্টুডিয়োতে দেখি পরিচালক অজয় কর ঢুকছেন, তাঁকে দেখে একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করছে 'লোকটা কে রে?', সে কথা শুনে মনে হয়েছিল, আমারও স্টুডিয়ো পাড়া ছেড়ে যাওয়ার সময় হয়েছে। কাউকে কিছু না জানিয়েই কমল মিত্র সরে দাঁড়িয়েছিলেন অভিনয় জগৎ থেকে। যেমন অনাহুতের মতো তাঁর আগমন ঘটেছিল বাংলার চলচ্চিত্র ও রঙ্গালয়ে, তেমনই অনাড়ম্বর ছিল তাঁর প্রস্থান। হয়তো এই প্রস্থানবেলায় তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল অভিনয় জীবনের শুরুতেই দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই সাবধানবাণী। বাংলা সিনেমার 'রাগী পিতা' বড় অভিমানে ক্যামেরার সামনে থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। নিজের মৃত্যুর মুহূর্তকে কমল মিত্র আশ্চর্য ক্ষমতায় বুঝতে পেরেছিলেন। নিজের শ্রাদ্ধশান্তির যাবতীয় খরচের ব্যবস্থা গুছিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। ছেলেমেয়েদের উপর কড়া নির্দেশ ছিল, কোনও ভাবেই যেন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া না হয়। তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে উপস্থিত স্ত্রী, মেয়ে, জামাই সবাইকে অবাক করে দিয়ে যান শেষ নিশ্বাস ফেলার আগে।

নৌকায় চেপে পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রীরা, লাভপুরের তিনটি স্কুলে পরীক্ষা স্থগিত

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৪ আগস্ট ঃ টানা বৃষ্টির জেরে বীরভূমের লাভপুর অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। কুঁয়ে নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় লাভপুরের জামনা ও ঠিবা অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে কাঁন্দরকুলা গ্রাম থেকে বাঘসিনহা যাওয়ার প্রধান রাস্তাটি সম্পূর্ণভাবে ডুবে গেছে জলের নিচে, ফলে বন্ধ হয়ে গেছে স্বাভাবিক যাতায়াত ব্যবস্থা। এই পরিস্থিতিতে লাভপুরের অন্তত ১৫টি গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রশাসনের তরফে কিছু এলাকায় নৌকার ব্যবস্থা করা হলেও জনজীবন কার্যত সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির মুখে পড়েছে পরীক্ষার্থীরা। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় চেপে জামনা, জয়চন্দ্রপুর, হরিপুর, চতুর্ভুজপুর, খাপুর, কান্দরকুলা প্রভৃতি গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা পৌঁছাচ্ছেন পরীক্ষাকেন্দ্রে। চলছে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির টেস্ট পরীক্ষা। বাংলা ও ইংরেজি পরীক্ষাগুলি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, তবে আগামী পরীক্ষাগুলোর ভবিষ্যত এখন অনিশ্চিত। বন্যা পরিস্থিতির জেরে লাভপুর কুরুন্নাহার উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রবিবার রাতে একটি মেসেজের মাধ্যমে জানিয়েছে, পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরবর্তী সূচি জানানো হবে। এছাড়াও, জামনা ধ্রুপবাটি বসন্তকুমারী গার্লস হাই স্কুল সোমবার পরীক্ষা শেষে একটি নোটিশে জানিয়েছে, পরবর্তী তিন দিনের জন্য পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। পরিস্থিতি অনুকূলে এলে ফের পরীক্ষার নতুন তারিখ ঘোষণা করা হবে, অন্যথায় পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। একইভাবে, জামনা ধ্রুববাটি নীলরতন উচ্চ বিদ্যালয় থেকেও জানানো হয়েছে, বন্যার কারণে পরীক্ষাগুলি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের আগামী পরীক্ষার বিষয়ে পরবর্তীতে নোটিশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। বন্যার কারণে একদিকে যেমন শিক্ষা ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি চরম আতঙ্ক ও দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছে লাভপুরের বিস্তীর্ণ এলাকার সাধারণ মানুষজন।

সবুজ ঝড় নদীয়ায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ আগস্ট ঃ এদিন নদীয়ার কৃষ্ণনগরের কালিরহাট তেতিঁয়া সমবায় সমিতির নির্বাচ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকেই টান টান উত্তেজনায় সম্পন্ন হয় এই নির্বাচন। নির্বাচন শেষে শুরু হয় ভোট গননা, আর এদিন গননা শুরু হতেই ফের উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এলাকায়। তৃণমূলের বিরুদ্ধে গননায় কারচুপির অভিযোগ তুলে সরব হন বিজেপির জেলা নেতৃত্ব সাধন ঘোষ। তিনি বলেন গননা চলাকালীন তৃণমূলের হয়ে পুলিশ ও নির্বাচন আধিকারিক যিনি ছিলেন গননা কেন্দ্র থেকে একাধিক ব্যালট বক্স তুকে এনে সমবায় সমিতির ভিতরে গননা করে আর সেখানেই নিজেদের মতো করে গননা করে ও আমাদের জোটের জয়ী আসনকে তৃণমূলের বলে ঘোষণা করে। যদিও স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি পিযুস সরকার বিজেপি নেতার তোলা সব অভিযোগ নস্যাৎ করে জানান এই সমবায়ে মোট ৯ টি আসন যেখানে পাঁচটি তে তৃণমূলের প্রার্থীরা জয় লাভ করেছে, পাশাপাশি তিনি আরও বলেন এই সমবায় নির্বাচনে সিপিএম ও বিজেপি জোট করেছিলো কিন্তু মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরেই আস্থা রেখেছে।

মেট্রো রেল চলছে স্বচ্ছতা অভিযান

কলকাতা, ৪ আগস্ট ঃ মেট্রো রেলওয়ে ১ আগস্ট ২০২৫ থেকে স্বচ্ছতা অভিযান পরিচালনা করছে। এই অভিযানের সময়, স্টেশন, ট্রেন এবং অন্যান্য রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা এবং স্যানিটাইজেশন অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে, যাত্রীদের স্বচ্ছতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার জন্য মেট্রো রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশনে স্বচ্ছতা থিমের উপর সেলফি বুথ স্থাপন করা হয়েছে। স্টেশনগুলিতে পরিবেশ পরিস্কার রাখার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ করে বিশেষ সচেতনতামূলক বার্তাও প্রচার করা হচ্ছে। মেট্রো কর্মকর্তা ও কর্মীরা যাত্রীদের এই অভিযানে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করছেন।

মাদারিহাট বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ে খুশি অভিষেক, আলিপুরদুয়ারের নেতৃত্বকে টার্গেট বেঁধে দিলেন সাংসদ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩ আগস্টঃ বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। উত্তরবঙ্গে এবার ভালো ফলের জন্য আরও জোর দিচ্ছে তৃণমূল। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের দলীয় নেতৃত্ব ও বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করেন। আলিপুরদুয়ার জেলার পাঁচটি বিধানসভা আসনের সবক'টিই এবার জিততে হবে। আলিপুরদুয়ারের দলীয় নেতৃত্বকে সেই টার্গেট বেঁধে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মাদারিহাট বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ে খুশি তিনি। এদিন কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা নেতৃত্বদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। উত্তরবঙ্গে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ভালো ফল করতে হবে। এই লক্ষ্যে ঝাঁপাচ্ছেন

তৃণমূল নেতৃত্ব। বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। বাংলাদেশি বলে পরিযায়ী শ্রমিকদের দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের মারধর করে অর্থও ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। বহু পরিযায়ী শ্রমিক ফিরে আসছেন বাংলায় নিজের বাড়িতে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে 'ভাষা আন্দোলনের' ডাক দিয়েছেন। আগামী দিনে প্রচারে এই ইস্যুকে আরও সামনে এনে বিজেপিকে বিঁধবে তৃণমূল। এমনই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বিধানসভা উপনির্বাচনে ব। জয় পেয়েছে তৃণমূল। উত্তরবঙ্গে কিছুটা ব্যাকফুটে পদ্মশিবির, এমনই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সেই আবহে এবার জেলার পাঁচটি আসনেই জয়ের জন্য নেতৃত্বকে ঝাঁপাতে বলেছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। পাঁচটি আসনেই জয়ের টার্গেট দেওয়া হয়েছে বলে খবর। এদিন বৈঠক শেষে খুশি আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিনের বৈঠকে আলিপুরদুয়ারের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইক, দলের জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো, দলের আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি বিনোদ মিঞ্জ, যুব তৃণমূলের সভাপতি সমীর ঘোষ, মহিলা তৃণমূলের সভাপতি চন্দ্রা নার্জিনারি ছিলেন।

আউশগ্রামে তৃণমূল নেতার অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল, রাজনীতিতে তীব্র চাঞ্চল্য

সুজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ৪ আগস্ট ঃ পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম থেকে উঠে এল তৃণমূল কংগ্রেসের অস্বস্তিকর এক ঘটনা। শাসক দলের এক নেতার অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল হতেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার সকাল থেকেই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই দলের অন্দরেই চাপা গুঞ্জন শুরু হয়। প্রায় ৩০ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে অভিযুক্ত নেতাকে একটি ঘরের মধ্যে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় নিজেই মোবাইলে হস্তমৈথুন করতে দেখা যাচ্ছে-যদিও এই ভিডিওর সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। সূত্রের দাবি, ভিডিওটি এক মহিলার মোবাইলে পাঠিয়ে কুপ্রস্তাব দেন ওই নেতা। মহিলা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ভিডিওটি তৃণমূলেরই এক পরিচিত নেতাকে দেখান। এরপরই ভিডিওটি ফাঁস হয়ে যায় এবং ভাইরাল হতে বেশি সময় লাগেনি। ঘটনাটি লোকলজ্জার ভয়ে এখনও পর্যন্ত পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ হিসেবে জমা পড়েনি। তবে এই ভিডিও ঘিরে অস্বস্তিতে পড়েছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। রাজনৈতিক মহলের খবর, ঘটনার কথা আগেই দলের জেলা নেতৃত্ব জানতেন। আউশগ্রামের বিধায়ক অভেদানন্দ থান্দার অভিযুক্ত নেতাকে গুসকরার দলীয় কার্যালয়ে প্রবেশে নিষেধ করেছেন বলেও জানা গিয়েছে। যদিও তিনি সংবাদমাধ্যমের কাছে 'ঘটনার কিছুই জানা নেই' বলে মন্তব্য করেছেন। ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূলের পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম জানান, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর, যদি প্রমাণিত হয়। দল এরকম আচরণ কখনওই সমর্থন করে না। ইতিমধ্যে আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেবে। জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বর্তমানে আউশগ্রাম-১ ব্লক তৃণমূলের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। বছর তিনেক আগে ওই পদে বসানো হয় তাঁকে। অতীতে একাধিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে তিনি দল থেকে বহিষ্কৃত হলেও, তৎকালীন ব্লক সভাপতির ঘনিষ্ঠতার জোরে পরে দলে ফিরে আসেন। এই প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র দীপ্তাস্য যশ কটাক্ষ করে বলেন, তৃণমূল নেতাদের থেকে এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করা যায় না। এই দলেই অনবরত মণ্ডল কুরুচিকর মন্তব্য করেছিলেন, মনোজিত মিশ্র কলেজে ধর্ষণের মতো অপরাধে অভিযুক্ত, অথচ মুখ্যমন্ত্রী কোনও ব্যবস্থা নেননি। এই দলকে বয়কট করা উচিত। তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষায় এমন ভিডিও-ভিত্তিক কেলেঙ্কারি যে আরও অস্বস্তি বাড়াবে, তা নিয়ে সংশয় নেই। এখন দেখার, দলের তরফে আদৌ কি কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়, নাকি রাজনৈতিক প্রভাবেই আবার চাপা পড়ে যায় বিতর্ক।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই বাস! মৃত্যু বৃদ্ধের, জখম ২৭

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ আগস্ট ঃ ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবোঝাই বাস। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। ২৭ জন যাত্রী জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। সোমবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমানের দেওয়ানদিঘির কুড়মুন এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধমান-নবদ্বীপ রুটের একটি বাস এদিন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বাসটি নবদ্বীপ যাচ্ছিল বলে খবর। বৃষ্টি হওয়ার কারণে রাস্তা ভিজেছিল। কুশড়মুন এলাকার কাছে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। রাস্তার ধারে গিয়ে বাসটি উলটে যায়। বিকট শব্দ শুনে অকুস্থলে ছুটে যায় স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় শক্তিনগর থানায়। স্থানীয়রাই যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য হাত লাগায়। জখম বাসযাত্রীদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা এক বৃদ্ধকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের নাম সুবোধকুমার মণ্ডল (৬৩)। দুর্ঘটনায় ২৭ যাত্রী জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। কীভাবে ঘটল এই দুর্ঘটনা? বাসটি কি অনেক বেশি গতিতে চলছিল? চালক বাসটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি? নাকি বাসটির ব্রেক বিকল হয়ে যায়? সেইসব প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুধু করেছে। ঘটনায় সাময়িক যানজট দেখা যায় ওই রাস্তায়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে আটক করে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ।

ভোটার তালিকায় দু'জায়গায় নাম তৃণমূল নেতার, খোঁচা শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৪ আগস্টঃ ভোটার তালিকায় দু'জায়গায় নাম তৃণমূল নেতার! কবিরুল আলম ডানকুনি পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর আবার

ডানকুনি শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি। তার দুটি বুথে নাম রয়েছে। একটি ২০ নম্বর ওয়ার্ডে, একটি ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে। বুথ নম্বর যথাক্রমে ২৯১ ও ২৯৭। রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সামাজিক মাধ্যমে এই বিষয়টি ইস্যু করেছে। তাঁর দাবি, বিহারের মতো পশ্চিমবঙ্গেও দুটো করে নাম রয়েছে ভোটার তালিকায়। বিরোধী দলনেতা তাঁর সমাজমাধ্যমে কবিরুল আলমের দু'জায়গায় ভোটার তালিকায় নাম-ছবি-সহ দিয়ে লিখেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার মৃত ভোটার, বাংলাদেশি ভোটার, রোহিঙ্গা ভোটারের ছড়াছড়ি।' এসআইআর শুরু হলে বাংলার ভোটার তালিকা থেকে এক কোটি ভোটারের নাম বাদ যাবে বলেও সুর চড়িয়েছেন শুভেন্দু। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ প্রসঙ্গে ডানকুনি পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর কবিরুল আলম জানান, তাঁর পৈতৃক বাড়ি রয়েছে ডানকুনির ২০ নম্বর ওয়ার্ডে। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডেও তাঁর আরেকটি বাড়ি রয়েছে। তিনি থাকেন ডানকুনি স্টেশনের বিপরীতে একটি আবাসনে, যেটি ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত। কবিরুল আলমের স্ত্রী জাহেদুন্নেসা ২০১৫-২২ সাল পর্যন্ত ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন। ২০২২ সালে ১৯ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জয়ী হয়ে তৃণমূলের কাউন্সিলর হন কবিরুল আলম। তিনি বলেন, ''১৯৪ চণ্ডীতলা বিধানসভা ডানকুনির ২০ নম্বর ওয়ার্ডে আমার বাবা, আমার দাদা এখনও থাকেন। সেখানে ইলেকট্রিক মিটারটা আমার নামেই রয়েছে। পরবর্তীকালে ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে মৃগালায় আমি জমি কিনি। আমি যেখানকার বর্তমান কাউন্সিলর। ডানকুনি শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি।'' তিনি বলেন, ''আমি মৃত নই, বাংলাদেশি রোহিঙ্গা নই। আমি পিওর ইন্ডিয়ান। বাঙালি।'' যদিও তিনি বলেছেন, ''আধার কার্ডের সঙ্গে ভোটার কার্ডের লিঙ্ক থাকে। তাই ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে আমি যখন নাম তুলি, স্বাভাবিকভাবেই ২০ নম্বর ওয়ার্ডের নাম কেটে যাওয়া উচিত ছিল। কেন কাটেনি তা জানি না। তবে আমি এবার আবেদন করব নাম বাদ দেওয়ার জন্য।''

সিনেমার কায়দায় ডাকাতি, ক্রেতা সেজে দোকানে পাঁচ দুষ্কৃতী

বনস্পতি দে, ডানকুনি, ৪ আগস্ট ঃ প্রথমে দোকানের মালিকের মাথায় ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে তারা। এর পরে কেড়ে নেওয়া হয় দোকানে উপস্থিত সমস্ত ক্রেতাদের মোবাইল ফোন। তার পরে দেদারে লুট চালায় তারা। একেবারে সিনেমার কায়দায় ডাকাতি। ক্রেতা সেজে দোকানের মধ্যে ঢুকেছিল পাঁচ দুষ্কৃতী। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তারা আসল রূপ দেখাতে শুরু করে। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির ডানকুনিতে। রবিবার বিকেল ৪টার দিকে পাঁচ জন দুষ্কৃতী সেখানে একটি সোনার দোকানে লুট চালিয়েছিল। তাদের হাতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, এ দিন ওই দুষ্কৃতীরা ক্রেতা সেজে দোকানে ঢোকে। বাইকে করে এসেছিল ওই পাঁচ জন। অভিযোগ তারা যখন দোকানে ঢোকে, সেই সময়ে সেখানে আরও অনেক ক্রেতারা ছিলেন। প্রথমে দোকানের মালিকের মাথায় বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করে এক দুষ্কৃতী। এর পরে ক্রেতাদের থেকে কেড়ে নেওয়া হয় মোবাইল ফোন। দুষ্কৃতীদের মধ্যে দু'জন মাস্ক পরে থাকলেও তিন জনের মুখ দেখা গিয়েছিল। প্রায় ২০ মিনিট ধরে দোকানটিতে লুট চলে। তারা দোকান থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর, খবর দেওয়া হয় পুলিশে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডানকুনি থানার পুলিশ। দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। হিন্দি এবং বাংলা, দুটি ভাষাতেই কথা বলছিল দুষ্কৃতীরা, দাবি দোকানে উপস্থিত ক্রেতাদের। ফলে তারা এই রাজ্যের বাসিন্দা, নাকি ভিন রাজ্যের সঙ্গে তাদের যোগ রয়েছে, তা ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের।

'এলাকায় থাকেন না কোনও সংখ্যালঘু, তবুও সফিউদ্দিন-রসিনা-বিউটি খাতুনদের নাম এল কীভাবে?' লিস্ট দেখিয়ে প্রশ্ন বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, মঙ্গলকোট, ৪ আগস্টঃ আপাতত বঙ্গ রাজনীতিতে আলোচনার বিষয় বাঙালি অস্মিতা ইস্যু ও এসআইআর। ইতিমধ্যেই তা নিয়ে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল। অন্যদিকে, ভুতুড়ে ভোটার নিয়ে সরব বিজেপি। কয়েকদিন আগেই বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নথি দেখিয়ে বলেছিলেন, কোথায়-কোথায় ভুতুড়ে ভোটার রয়েছে। তেমনই এবার পাঁচ ভুতুড়ে খোঁজ মিলল পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোট থেকে। গোটা গ্রামে কোনও সংখ্যালঘু নেই, অথচ লিস্টে জ্বলজ্বল করছে নাম দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। এই ভাবে সংখ্যালঘুদের ভোট দেওয়া থেকে বিরত করছে পদ্মশিবির। এমন দাবি তৃণমূলের। মঙ্গলকোট বিধানসভার সরগ্রাম অঞ্চলের ১২টি বুথে ভোটার তালিকায় চার মহিলা সহ পাঁচ ভোটারের নামকে ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এই এলাকায় কোনও সংখ্যালঘু থাকেন না অথচ তাঁদের নাম রয়েছে। স্থানীয় এক বৃদ্ধ বলেন, ''আমাদের এলাকায় কোনও সংখ্যালঘু নেই। যদি নাম থাকেও ওরা ভোট দিতে পারে না।'' এদিকে, ভোটার তালিকার 'ভূত' তাড়াতে আসরে বিজেপি নেমেছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, সংখ্যালঘু ভোটারদের নাম বাদ দিতে এই সব করছে বিজেপি। কাটোয়া ১ নম্বর ব্লকের বিডিও ইন্দ্রজিৎ মারিক বলেন, ''বিষয়টা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। কোনও ভুতুড়ে ভোটারের নাম থাকলে তা বাদ যাবে।'' বৌঁচি গ্রামের বাসিন্দাদের একাংশ জানিয়েছেন, এই পাঁচ ভোটারকে কেউ চেনে না। বৌঁচি গ্রাম ছাড়াও আশপাশ গ্রামে এদের দেখা যায়নি। তাহলে ভোটার তালিকায় এদের নাম কীভাবে? মঙ্গলকোটের ১ নম্বর মণ্ডলের বিজেপির মণ্ডল সভাপতি দেবজিৎ দে বলেন, ''ভোটার লিস্টে হঠাৎ করেই দেখছি পাঁচজন সংখ্যালঘুর নাম। হতে পারে রোহিঙ্গা ভোটার ঢুকে গেছে। এখানে পাঁচজনের নাম রয়েছে রাখি খাতুন, বিউটি খাতুন, রসিনা খাতুন, সফিউদ্দিন শেখ, হালিউদ্দিন বেগম। এদের গ্রামে অস্তিত্ব নেই। মনে হচ্ছে তৃণমূলই ঢুকিয়েছে।'' কাটোয়া ১ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুশান্ত পাঁজা বলেন, ''ভুতুড়ে ভোটার চিহ্নিত করে কয়েক বার আমরা প্রথম কমিশনে অভিযোগ জানাই। নম্বর দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিলাম। নির্বাচন কমিশন বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই নাম তুলেছে তৃণমূল দলকে বদনাম করার জন্য।''

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
শিয়ালদহ ডিভিশনে ০৪টি অ্যাসেটে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের চুক্তি প্রদান

নং ঃ সিওএম-পিইউবি-ই-অকশন-এসডিএএইচ, তারিখ ০৪.০৮.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রুম নং ৪৪, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ শিয়ালদহ ডিভিশনে ০৪টি অ্যাসেটে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের চুক্তি প্রদানের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-তে **ই-অকশন ক্যাটালগ নং এডিভিটি-এসডিএএইচ-০৮-২৫** প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগের বিশদ নিম্নরূপ ঃ **ই-অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এডিভিটি-এসডিএএইচ-০৮-২৫, অকশন শুরু ঃ ০৮.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। সিকোয়েন্স নং; লট নং/ক্যাটিগরি; বিবরণ; চুক্তির মেয়াদ** যথাক্রমে ঃ **এএ/১;** এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-১২সি০৪২৫০১-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ট্রেনের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ); শিয়ালদহ ডিভিশনে চলাচলকারী ১২টি কোচের ০১ (এক)টি ইএমইউ রেকের কোচগুলির বহির্ভাগের সম্পূর্ণ তলে এবং অভ্যন্তরের নির্দিষ্ট করা অংশগুলিতে ভিনাইল স্টিকার (আরডিএসও মাপকাঠি অনুযায়ী গ্র্যাফিক ফিল্ম) ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। (আর-৫); ০৩ বছর। **এএ/২;** এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-১২সি০৪২৫০২-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ট্রেনের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ); শিয়ালদহ ডিভিশনে চলাচলকারী ১২টি কোচের ০১ (এক)টি ইএমইউ রেকের কোচগুলির বহির্ভাগের সম্পূর্ণ তলে এবং অভ্যন্তরের নির্দিষ্ট করা অংশগুলিতে ভিনাইল স্টিকার (আরডিএসও মাপকাঠি অনুযায়ী গ্র্যাফিক ফিল্ম) ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। (আর-৭); ০৩ বছর। **এএ/৩;** এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-১২সি০৪২৫০৩-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ট্রেনের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ); শিয়ালদহ ডিভিশনে চলাচলকারী ১২টি কোচের ০১ (এক)টি ইএমইউ রেকের কোচগুলির বহির্ভাগের সম্পূর্ণ তলে এবং অভ্যন্তরের নির্দিষ্ট করা অংশগুলিতে ভিনাইল স্টিকার (আরডিএসও মাপকাঠি অনুযায়ী গ্র্যাফিক ফিল্ম) ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। (আর-১০); ০৩ বছর। **এএ/৪;** এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-১২সি০৪২৫০৬-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ট্রেনের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ); শিয়ালদহ ডিভিশনে চলাচলকারী ১২টি কোচের ০১ (এক)টি ইএমইউ রেকের কোচগুলির বহির্ভাগের সম্পূর্ণ তলে এবং অভ্যন্তরের নির্দিষ্ট করা অংশগুলিতে ভিনাইল স্টিকার (আরডিএসও মাপকাঠি অনুযায়ী গ্র্যাফিক ফিল্ম) ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। (আর-৬); ০৩ বছর। বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য **www.ireps.gov.in**-এর ই-অকশন মডিউল দেখতে সম্ভাব্য বিডারদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

(SDAH-152/2025-26) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শিয়ালদহ**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
(চন্ডীতলা-২ নং ব্লয়ের অধীন)
গ্রাম ও পোঃ-বেগমপুর, জেলা-হুগলী (পঃ বঃ)

e-TENDER No. BEG/107/25 & BEG/108/25 dt 28/07/25

e-Tenders are invited from reputed and eligible bidders for civil works under Begampur GP area, Chanditala-2dev Block, Hooghly. For details login to https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Begampur Gram Panchayet

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই (জি)/ সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর ডিভিসন কর্তৃক নিম্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। যোগ্য কন্ট্র্যাক্টরদের এই টেন্ডারের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের জন্য কোনো অফলাইন টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে ডকুমেন্ট সেকশনে আপলোডকৃত টেন্ডার নথি মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইলেক্ট-সিএইচজি-২৫-২৬-টিএমএস-১৫, তারিখ ঃ ০১.০৮.২০২৫। কাজের নাম ঃ** নলপুর_আমতা_উলুবেড়িয়া_চেঙ্গাইল_বাউরিয়া-র জন্য ট্র্যাক মেশিন সাইডিং [টয়লেট সহ দুটি ঘর, শেড (৫মি.x৬মি.) ও পাথওয়ে ৫০ মিটার]-এর সংস্থানের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৩২,৩২,৬২৫.২৭ টাকা। **ইএমডি/বিড সিকিউরিটিঃ** ৬৪,৭০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৭.০৮.২০২৫, সকাল ১১টা। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ দেওয়া আছে। **(PR-478)**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-টেন্ডার/২০২৫/২৫, তারিখঃ ০১.০৮.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার আগে** ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং টেন্ডারটি **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। ক্র.নং-১। **টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-সাউথ-৪০-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** এডিইএন (সাউথ)/খড়্গপুরের অধিক্ষেত্রে খড়্গপুর-লক্ষ্মণনাথ রোড সেকশনে মিশন ৩০০০ এমটি-র অধীনে পিএসসি স্ল্যাব দ্বারা বর্তমান ব্রিজ স্ল্যাব-এর বদল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ (৫৭ সংখ্যক ব্রিজ)। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৮৩,৭২,১৯,৬৮৪.২৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৪৩,৩৬,১০০ টাকা। ক্র.নং-২। **টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-সাউথ-৪১-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** এডিইএন (সাউথ)/খড়্গপুরের অধিক্ষেত্রে লক্ষ্মণনাথ রোড-নুয়াগাঁ ময়ূরভঞ্জ রোড সেকশনে মিশন ৩০০০ এমটি-র অধীনে পিএসসি স্ল্যাব দ্বারা বর্তমান ব্রিজ স্ল্যাব-এর বদল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ (৪৯ সংখ্যক ব্রিজ)। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৮০,৯৬,৫৩,৭৫৬.১৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৪১,৯৮,৩০০ টাকা। ক্র.নং-৩। **টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-সাউথ-৪২-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** এডিইএন/বালাসোরের অধিক্ষেত্রে নুয়াগাঁ ময়ূরভঞ্জ রোড-ভদ্রক সেকশনে মিশন ৩০০০ এমটি-র অধীনে পিএসসি স্ল্যাব দ্বারা বর্তমান ব্রিজ স্ল্যাব-এর বদল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ (৭৪ সংখ্যক ব্রিজ)। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৭৮,৩৩,৮৭,১৩৫.৬৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৪০,৬৬,৯০০ টাকা। ক্র.নং-৪। **টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-সাউথ-৪৩-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** এডিইএন/বালাসোরের অধিক্ষেত্রে ভঞ্জপুর (ভিজেডআর) স্টেশনে ৩.১ মিটার চওড়া ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২,১৯,৩০,৬৮৮.৮৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৫৯,৭০০ টাকা। ক্র.নং-৫। **টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি-সাউথ-৪৪-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** (১) এডিইএন (সাউথ)/খড়্গপুরের অধিক্ষেত্রে সেফটি ফেন্সিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত, ১৩০ কিমি. প্রতি ঘন্টা বা তার বেশি গতিবেগের রুটে, খড়্গপুর-ভদ্রক সেকশনে হাইট গেজ ও ড্রেন-এর সংস্থান সমেত পুশিং টেকনিক সহ ২২টি আরসিসি বক্স (২.৫ মিটার x ২.৫ মিটার) নির্মাণ। (২) এডিইএন (সাউথ)/খড়্গপুরের অধীনে খড়্গপুর ডিভিসনের খড়্গপুর-রূপ্সা সেকশনে পুশিং টেকনিক দ্বারা বর্তমান পাইপড্ ব্রিজসমূহের (১০টি) বদল (২য় কল)। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৪৩,১৯,৬৫,৫৩৭.৬৭ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২৩,০৯,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্র.নং ১ থেকে ৫ প্রতিটির জন্য)। **খোলার তারিখঃ** ২১.০৮.২০২৫ (ক্র.নং ১ থেকে ৫ প্রতিটির জন্য)। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ৩৬ মাস (ক্র.নং ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য), ১২ মাস (ক্র.নং ৪-এর জন্য) এবং ২৪ মাস (ক্র.নং ৫-এর জন্য)। **বিড শুরুর তারিখঃ** ০৭.০৮.২০২৫ থেকে ২১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত (ক্র.নং ১ থেকে ৫ প্রতিটির জন্য)। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন ও অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। কোনক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বিঃদ্রঃ-** সম্ভাব্য বিডারগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহনের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-475)**

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫৬১, তারিখ ০১.০৮.২০২৫। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/১৩/২৫-২৬/আরআরএসকে। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনে ইউএফএসবিআই সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতার উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৩,৫১,১৮৭.৮৩ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ১,৮৭,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ১৮.০৮.২০২৫। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ০১.০৯.২০২৫-এ দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখঃ** ০১.০৯.২০২৫-এ দুপুর ২.৩০টায়। বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে **www.ireps.gov.in কারিগরী যোগ্যতার শর্তাবলী ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত, সর্বশেষ ০৭ (সাত) বছরের মেয়াদে, টেন্ডারদাতাকে কাজের নিম্নলিখিত ক্যাটিগরির কোনও একটি কাজ সফলভাবে সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে বা বাস্তবে শেষ করে থাকতে হবে ঃ (১) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের তিনটি অনুরূপ ধরনের কাজ, বা (২) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের দুটি অনুরূপ কাজ, বা (৩) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর সম পরিমাণের নিচে নয় এরূপ মূল্যের একটি অনুরূপ কাজ। **আর্থিক যোগ্যতার শর্ত ঃ** টেন্ডারদাতার, ভি/এন বা 'ভি' যেটা কম হবে, ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার থাকতে হবে; যেখানে ভি=কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান, এন=যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হচ্ছে সেই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে, 'মোট চুক্তিবদ্ধ পেমেন্ট'-এর গড় হিসাবে, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাব করা হবে। অবশ্য, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট তৈরি/নিরীক্ষিত না হলে, সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাবের জন্য বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসিত নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট দ্বারা সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের থেকে প্রাপ্ত শংসাপত্রের কপি সমেত, জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জমা করতে হবে (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬)। **অন্যান্য নথিপত্র যা জমা করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথিপত্রে উল্লেখিতমতো। **অনুরূপ ধরনের কাজ ঃ** ''ডেটা লগার অথবা আরটিইউ অথবা ইআই বা আরআরআই বা পিআই বা আইবিএস বা আইবিএইচ বা এলসি গেট ইন্টারলকিং বা ইয়ার্ড মডিফিকেশন সম্পর্কিত যে কোনো সিগন্যাল ইন্টারলকিং কাজ অথবা ইউএফএসবিআই অথবা ট্র্যাক সার্কিট (এএফটিসি অথবা ডিসি টিসি) অথবা অ্যাক্সেল কাউন্টার (এসএসডিএসি অথবা এমএসডিএসি অথবা এইচএ-এসএসডিএসি) অথবা অটোমেটিক সিগন্যালিং সরবরাহ, সংস্থাপন ও চালুকরণ''-কে বর্তমান টেন্ডার কাজটির অনুরূপ ধরনের কাজ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতাকে, টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত মতো যোগ্যতার শর্তাবলী পূরণে তাঁর/তাঁদের দাবির সমর্থনে প্রাসঙ্গিক নথিপত্র, টেন্ডার অফারের সঙ্গে জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতার জমা করা, শংসাপত্রের সমর্থনে নথিপত্রের/শংসাপত্রের কপির প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্ব-প্রত্যয়িত/টেন্ডারদাতার বা টেন্ডার প্রদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধির ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।

(SDAH-151/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE-III/34/23/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repairs to passage at 82/M Raja Rajendra Lal Mitra Road and surrounding area in Ward No. 34**; Estimated Cost : ₹ **2,47,760.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **12.08.2025 upto 12 Noon**; Date and time of opening of bid : **14.08.2025 after 12 Noon.**

(2) NIT No. : KMC/EE-III/014/25/25-26 (1st Call)
Name of work : **Cleaning of water body at 213, Bagmari Road in Ward No. 14 to Secure Compliance of Notice U/S 496A**; Estimated Cost : ₹ **2,49,880.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **40 Days**; Last date and time of submission of bid : **14.08.2025 upto 12 Noon**; Date and time of opening of bid : **16.08.2025 on or after 12 Noon**; The bid forms and other details shall be available on and from **05.08.2025 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/XIII/118/16/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of road with C.C. pavement works at bye lane of S.N. Roy Road (Slum/Uttaran Area) near Pr. No. 169/1, 101/2, 60/13 etc. in Ward No. 118**; Work Value : ₹ **3,65,163.42**; Earnest Money : ₹ **7,500.00**; Period of completion : **30 Days.**

(2) NIT No. : KMC/XIII/118/17/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of road with C.C. pavement works at bye lane of A.G. Road (Slum/Uttaran Area) near Pr. No. 21, 35A/1, 29/10 etc. in Ward No. 118**; Work Value : ₹ **4,14,080.39**; Earnest Money : ₹ **8,300.00**; Period of completion : **30 Days.**

(3) NIT No. : KMC/XIII/118/18/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of road with C.C. pavement works at bye lane of J.K. Pal Road (Slum/Uttaran Area) near Pr. No. 10/1, 42 etc. in Ward No. 118**; Work Value : ₹ **3,20,093.16**; Earnest Money : ₹ **6,500.00**; Period of completion : **30 Days.**

(4) NIT No. : KMC/XIII/119/27/25-26 (1st Call)
Name of work : **Development of under ground sewer at D.H. Road bye lane near Pr. No. 111B and 111 in Ward No. 119, Br.-XIII**; Work Value : ₹ **4,71,265.48**; Earnest Money : ₹ **9,500.00**; Period of completion : **45 Days.**

(5) NIT No. : KMC/XIII/119/28/25-26 (1st Call)
Name of work : **Maintenance of U/G sewer at different places at S.N. Roy, Brojrn Mukherjee Road, Roy Bahadur, Barik Para Road bye lanes etc. in Ward No. 119 under Br.-XIII**; Work Value : ₹ **3,89,728.89**; Earnest Money : ₹ **7,800.00**; Period of completion : **35 Days.**

(6) NIT No. : KMC/XIII/115/23/25-26 (1st Call)
Name of work : **Maint. of M.G. Road bye lane from Ajoy Sanghati Club to Banamali Banerjee Road & near Pre. No. 72 by laying Hotmix in Ward No. 115**; Work Value : ₹ **3,19,425.19**; Earnest Money : ₹ **6,400.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date of submission of bid : **12.08.2025 (upto 11 am) (For Sl. No. 1 to 6)**; Tender will be opened on : **14.08.2025 (11 am) (For Sl. No. 1 to 6).**

(7) NIT No. : KMC/XIII/122/7/25-26/UTTARAN (1st Call)
Name of work : **Dev. of drainage system providing U/G sewer at Sukanta Pally near Pr. No. B-23 in Uttaran area in Ward No. 122, Br.-XIII**; Work Value : ₹ **4,43,679.30**; Earnest Money : ₹ **8,900.00**; Period of completion : **30 Days.**

(8) NIT No. : KMC/XIII/122/10/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repairing of pot holes by laying hot-mix at different roads in Motilal Gupta, Kalipur Kacha, Baroda Sarani, Banamali Banerjee etc. in Ward No. 122, Br.-XIII**; Work Value : ₹ **2,96,723.69**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date of submission of bid : **14.08.2025 (upto 11 am) (For Sl. No. 7 & 8)**; Tender will be opened on : **16.08.2025 (11 am) (For Sl. No. 7 & 8)**; The bid forms and other details are available on and from **05.08.2025 (From 5 pm) (For Sl. No. 1 to 8)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 8).**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-II/017/21/2025-2026
Name of the work : **Restoration and repairing of paver block, IP surface at Beadon Street, Hari Ghosh Street, Jatindra Mohan Avenue and others disturbed by P.U. Agency and Natural Wear - Tear in Ward No. 17**; Estimated Cost : ₹ **2,98,448.51 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-II/018/014/2025-2026
Name of the work : **Restoration of paver block footpath & IP passages and asphaltum road surface at Beadon Street, Jadu Pandit Road, Garanhata Street and others in Ward No. 18**; Estimated Cost : ₹ **2,89,386.96 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,800.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 1 & 2)**; Last date and time of submission of bid : **16.08.2025 upto 11 am (For Sl. No. 1 & 2)**; Bid will be opened on : **18.08.2025 at 11 am (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details will be available on and from **05.08.2025 at 5 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :

NIT No. : KMC/EEC/I/009/25/2025-2026
Name of work : **Improvement of rest house structure at Kumartully Heritage Ghat in Ward No. 09, under Br-I**; Estimated Cost : ₹ **4,99,673.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **18.08.2025 - 1 pm**; Tender will be opened on : **20.08.2025 - 1 pm**; The bid forms and other details are available on and from **05.08.2025 (6 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/IX/078/029/2025-2026/UTTARAN
Name of work : **Improvement of sewerage system of Uttaran near 6, Braunfield Row, 6, 15, Mayur Bhung Road, 32/1/1, Ekbalpore Road, 4/1, B.K. Road etc. in Ward No. 78**; Estimated Cost : ₹ **2,99,663.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **60 Days.**

(2) NIT No. : KMC/IX/076/030/A/2025-2026
Name of work : **Development of I.P.S. passage at 11/1, 11/3B, Jagannath Sarkar Lane in Ward No. 076**; Estimate Amount : ₹ **2,99,775.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **60 Days.**

(3) NIT No. : KMC/IX/076/036/2025-2026
Name of work : **Repairing of I.P.S. footpath and adjoining passage at Mohan Chand Road, Micheal Dutta Street, Hemchandra Street & Durga Das Lane etc. in Ward No. 076**; Estimate Amount : ₹ **2,99,778.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **18.08.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3)**; Tender will be opened on : **20.08.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **05.08.2025 (5 pm) (For Sl. No. 1) 06.08.2025 (5 pm) (For Sl. No. 2 & 3)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/088/029/2025-2026/R
Name of work : **Colouring of road side kerb stones and tree guard at different places in Ward No. 88**; Estimated Cost : ₹ **3,99,472.61 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **120 Days**; Last date and time of submission of bid : **18.08.2025 - 12 Noon**; Date of opening of tender : **20.08.2025 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **06.08.2025 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

806/25-26

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

বর্ষার মরশুমে সাধারণত চুল পড়ার সমস্যা বাড়ে

স্বাস্থ্যের পাশাপাশি চুলও ভালো রাখে জিরে, জানুন ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি

চুলের যত্নে জিরের জুড়ি মেলা ভার। জিরে ভেজানো জল যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারি। ঠিক সেভাবেই কিন্তু চুলের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে জিরে ভীষণ উপকারি। সাদা ও কালো দুই জিরেই কিন্তু চুল ভালো রাখতে সাহায্য করে। কীভাবে ব্যবহার করলে কী উপকার পাবেন দেখে নিন।

চুলের অকালপক্কতা আটকাতে কালো জিরের জুড়ি মেলা ভার। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও থাইমোকুইনোন এক্ষেত্রে সাহায্য করে। এক কাপ নারকেল তেলে ২ চামচ কালোজিরে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা করে একটি পাত্রে ভোরে রেখে দিন। সপ্তাহে অন্তত ২-৩ দিন চুলে এই তেল মাখুন। ২ ঘণ্টা রেখে ভালো করে শ্যাম্পু করে ধুয়ে নিন। এছাড়াও কয়েক চামচ কালো জিরের তেল ও তার সঙ্গে কিছুটা লেবুর রস মিশিয়ে স্ক্যাল্পে মাখতে পারেন। এক্ষেত্রে ভালোভাবে মেখে ৩০ মিনিট মতো রেখে ধুয়ে ফেলুন। হেয়ার মাস্ক হিসাবেও কালো জিরে ব্যবহার করতে পারেন। কালো জিরে ভালোভাবে গুঁড়ো করে নিয়ে দই, মধু ও অলিভ অয়েল মিশিয়ে হেয়ার মাস্ক হিসাবে বানিয়ে নিয়ে অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন। অন্যদিকে সাদা জিরে কয়েক চামচ ২-৩ কাপ জলে ফুটিয়ে নিয়ে ঠান্ডা করে নিন। শ্যাম্পুর পর এই জল দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। সপ্তাহে বেশ কয়কবার এই জল ব্যবহার করতে পারেন। এতে স্ক্যাল্প ভালো থাকবে। কমবে খুসকির সমস্যাও। বাড়বে চুলের জেল্লা। একে তো বর্ষাকাল। তার উপর আবার বঙ্গোপসাগরে দফায় দফায় নিম্নচাপ। দু'য়ের জাঁতাকলে বৃষ্টি যেন নিত্যদিনের সঙ্গী। আর তার ফলে অনেকেরই চুল পড়ার সমস্যা বাড়ছে। সেই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে নানা টোটকা মেনেও লাভ হচ্ছে না তন্বীর। রূপচর্চা বিশেষজ্ঞদের মতে, এই টোটকাগুলির অধিকাংশই ভ্রান্ত ধারণা। আপনিও কী স্বাস্থ্যোজ্বল চুল পাওয়ার আশায় এই নিয়মগুলি মেনে চলেন? মিলিয়ে দেখুন তো।

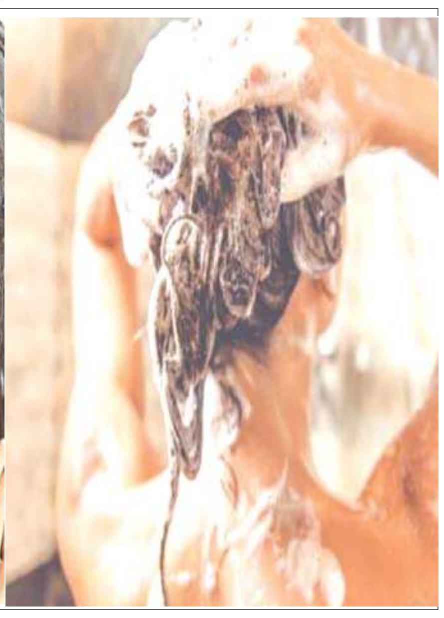

১। মাথার ত্বক শুষ্ক হলে খুশকির সমস্যা বাড়ে।
বিশেষজ্ঞদের মত ঃ শুধুমাত্র মাথার শুষ্ক ত্বক খুশকির জন্য দায়ী নয়। মাথার ত্বক যাঁদের তৈলাক্ত তাঁদেরও খুশকি হতে পারে। দুশ্চিন্তা, কম ঘুমের জন্য খুশকি হতে পারে। তার ফলে চুল পড়ার সমস্যা বাড়তে পারে।

২। চুল কাটলে দ্রুত বাড়ে।
বিশেষজ্ঞদের মত ঃ চুলের বৃদ্ধি হয় গোড়া থেকে। ডগা কাটলে চুল দ্রুত বাড়ে না। শুধুমাত্র ডগা ফাটার সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

৩। দিনে ১০০ বার চুল আঁচড়ালে উজ্জ্বল হয়।
বিশেষজ্ঞদের মতঃ কমপক্ষে ১০০ বার চুল আঁচড়ালে উজ্জ্বল হয় না। চুল পড়ার সমস্যাও কমে না। পরিবর্তে বারবার চুলে চিরুনি দিলে বাড়তে পারে চুল পড়ার সমস্যা।

৪। রোজ ধুলে চুলের ক্ষতি হয়।
বিশেষজ্ঞদের মত ঃ প্রতিদিন চুল ধুলে ক্ষতি হয় না। বরং যাঁরা একাধিকবার বাড়ি থেকে বেরন কিংবা বৃষ্টিতে ভিজলে চুল ধুয়ে ফেলা প্রয়োজন। তাতে চুলের গোড়া পরিষ্কার থাকে। স্বাভাবিকভাবেই চুলের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।

৫। ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকোলেই ক্ষতি।
বিশেষজ্ঞদের মত ঃ বারবার ড্রায়ার ব্যবহার করলে চুলের ক্ষতি হয়। তবে স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া চুল ভিজে থাকার চেয়ে ড্রায়ার ব্যবহার করা ভালো। তাতে চুল পড়ার আশঙ্কা কমে।

৬। শ্যাম্পু করার আগে রাতভর চুলে তেল।
বিশেষজ্ঞদের মত ঃ আমাদের চুলের গোড়ায় তেলগ্রন্থি থাকে। সেখান থেকে প্রয়োজনমতো তেল নির্গত হয়। তাই সারারাত তেল মাখার কোনও কারণ নেই। তেল মাখলে সবসময় পরিষ্কার চুলে লাগানো উচিত।

৭। পাকা চুল তুললে আরও হয়।
বিশেষজ্ঞদের মতঃ পাকা চুল তুললেই আরও বেশি হয় তা নয়। তবে পাকা চুল কাটা কিংবা তোলার ঝঞ্ঝাট না করাই ভালো। কারণ, তাতে তার আশপাশে থাকা ছোট চুল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই ভ্রান্ত ধারণাগুলি থাকলে আজই বদলে ফেলুন। একমাথা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুলের অধিকারী হোন।

আটা রূপচর্চায় ব্যবহার করতে হলে নিচের কয়েকটি নিয়ম মানতেই হবে

মুখ ভর্তি ছোট ছোট লোম? আয়নার সামনে দাঁড়ালেই মনখারাপ। বারবার পার্লারে গিয়ে লোম পরিষ্কার করে মুখ উজ্জ্বল রাখার ঝক্কি পোহাতে হয় অনেককেই। তবে জানেন কি রান্নাঘরে থাকা আটা দিয়ে এই সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। কিন্তু যেভাবে সেভাবে ব্যবহার করলে হবে না। নির্দিষ্ট পদ্ধতি মানলেই মিলবে সুফল।

আটা ও হলুদের ফেসপ্যাক
উপকরণ- ২ চামচ আটা।
১চামচ দুধ অথবা দই।
এক চিমটি হলুদ গুঁড়ো।
পরিমাণমতো জল।
ব্যবহারের পদ্ধতি-একটি বাটিতে সব কিছু মিশিয়ে নিন। এবার ভালো করে তা গোটা মুখে মেখে নিন। শুকিয়ে গেলে ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। সপ্তাহে ২-৩ বার এই প্যাক ব্যবহার করতে হবে।

আটা ও মধুর ফেসপ্যাক
উপকর--২ চামচ আটা।
১ চামচ মধু
পরিমাণমতো জল।
ব্যবহারের পদ্ধতি-একটি বাটিতে সব কিছু মিশিয়ে নিন। এবার ভালো করে তা গোটা মুখে মেখে নিন। শুকিয়ে গেলে ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। এই প্যাক ব্যবহারের ফলে মুখ শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। অবশ্যই ফেসক্রিম ব্যবহার করতে ভুলবেন না।

আটা ও বেসনের ফেসপ্যাক
উপকরনঃ ১ চামচ আটা।
১ চামচ বেসন।
১ চামচ দই অথবা দুধ।
ব্যবহারের পদ্ধতিঃ

একটি বাটিতে সব কিছু মিশিয়ে নিন। এবার ভালো করে তা গোটা মুখে মেখে নিন। শুকিয়ে গেলে ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। এই প্যাকের ফলে ট্যান উঠে মুখ উজ্জ্বল হবে।

আটার প্যাক ব্যবহারের ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে- প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে ২-৩ বার এই প্যাকগুলি ব্যবহার করতে হবে।

একটানা বেশ কয়েকদিন ব্যবহার করলে মুখে লোম গজানো কমবে।

একটানা বেশ কয়েকদিন ব্যবহার না করলে সুফল পাবেন না।

এই ধরনের ফেসপ্যাক তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করবেন না। তাতে ত্বকের ক্ষতি হবে।

ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ফেসক্রিম ব্যবহার করতেই হবে।

আকাশ জুড়ে মেঘ-রোদ্দুরের লুকোচুরি। এই রোদ তো এই বৃষ্টি। তার সঙ্গে আবার আর্দ্রতার দাপট। বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্য থাকায় ঘেমে স্নান প্রায় সকলে। এই সময়ে মেকআপ গলে জল হওয়ার সমস্যায় ভুগছেন বেশিরভাগ মহিলা। তবে রূপটান শিল্পীদের মতে, মেকআপের ক্ষেত্রে এই কাজগুলি করলে মিটবে সমস্যা। জেনে নিন বৃষ্টিভেজা দিনে কীভাবে সাজাবেন নিজেকে।

দিনের বেলায় বেশি ভারী মেকআপ করবেন না।

এমন মেকআপ সামগ্রী ব্যবহার করুন যাতে মুখ তৈলাক্ত না হয়। তাতে ঘামের সমস্যা কমবে।

অবশ্যই সানস্ক্রিন বেসড ক্রিম ব্যবহারের চেষ্টা করুন।

প্রাইমার ব্যবহার করতে ভুলবেন না। বিশেষত ওয়াটারপ্রুফ এবং ঘামরোধী প্রাইমার ব্যবহার করুন। তাতে মেকআপ টিকবে বেশিক্ষণ।

মুখের টি-জোন (কপাল থেকে নাক বরাবর অংশ), থুতনি এবং গলায় অবশ্যই মেকআপের পর ফেস পাউডার ব্যবহার করুন। ফোলা ফোলা ব্রাশ দিয়ে পাউডার ব্যবহার করতে পারেন।

বৃষ্টিতে ভিজে কাজল, আইলাইনার, মাসকারা ঘেঁটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই এই সময়ে ওয়াটারপ্রুফ প্রসাধনী দিয়েই চোখের মেকআপ করার চেষ্টা করুন। তাতে ঘেঁটে যাওয়ার সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন।

উপরোক্ত নিয়মগুলি মানবে এই সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। তাই ' ব্লু'জ' কাটিয়ে অফিস যাওয়ার আগে মেকআপের ক্ষেত্রে এই টিপসগুলি কাজে লাগাতেই পারেন।

আগরতলায় আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবসে মাতোয়ারা যুবসমাজ

আগরতলা, ৪আগস্ট ঃ সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশগুলির পাশাপাশি ভারতবর্ষেও আগস্ট মাসের প্রথম রবিবারকে জাতীয় বন্ধুত্ব দিবস হিসেবে উদযাপন করা হ। অন্যদিকে জাতিসংঘ ৩০ জুলাই বন্ধুত্ব দিবসকে আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস হিসেবে উদযাপন করে। আগস্ট মাসের প্রথম রবিবার অর্থাৎ আজ ৩ আগস্ট ভারতবর্ষে বন্ধুত্ব দিবস পালিত হচ্ছে। বন্ধুত্ব দিবস নিয়ে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের উক্তি অনুযায়ী একজন বন্ধু হল সেই ব্যক্তি যে তোমাকে তোমার মত করে জানে, তুমি কোথায় ছিলে তা বোঝে, তুমি যা হয়েছে তা গ্রহণ করে এবং আলতো করে তোমাকে বেড়ে উঠতে দেয় অ্যারিস্টটলের বক্তব্য অনুযায়ী, বন্ধু কাকে বলে? দুটি দেহে বাস করে এমন একক আত্মাকে বন্ধু বলে। বন্ধুত্ব একে অপরকে সমস্ত উত্থান-পতন অতিক্রম করার শক্তি দেয়। সাফল্য এবং ব্যর্থতা ভাগ করে নেওয়া থেকে শুরু করে একে অপরের মানসিক সহায়তা করা, একসাথে ভ্রমণের আয়োজন করা থেকে শুরু করে একে অপরের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিতে উপস্থিত হওয়া, সবকিছুতেই এটি স্পষ্ট। আজকের দিনটি রাজ্যেও বিভিন্নভাবে পালন করতে দেখা যায়। কোথাও প্লেকার্ড হাতে নিয়ে, কোথাও বা একে অপরের হাতে বন্ধুর নাম লিখে আজকের এই বন্ধুত্বের দিনটি পালন করা হয়েছে।

'নিজের কবর খুঁড়ছি' ,ইজরায়েলি বন্দির ভিডিও নিয়ে সোরগোল

৪ আগস্ট ঃ এখনও হামাসের হাতে বন্দি ৪৯ জন ইজরায়েলি নাগরিক। মনে করা হচ্ছে, এটা খাতায় কলমে হিসেব। ওই পণবন্দিদের মধ্যে বড়জোর ২০ জন বেঁচে আছেন। এই পরিস্থিতিতে এবার সামনে এল এক ভয়ংকর ভিডিও। সেখানে এক বছর চব্বিশের শীর্ণকায় যুবককে দেখা যাচ্ছে। একটা আবদ্ধ টানেলের ভিতরে তিনি মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে ধীর গলায় বললেন, আমি যা করছি তা নিজের কবর নিজেই খোঁড়া। এই ভিডিও নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এদিকে এই ভিডিওকে 'বিরাট চক্রান্ত' বলে দাবি করছে এভিয়াটের ডেভিড নামে ওই তরুণের পরিবার।ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে অর্ধনগ্ন কঙ্কালসার ডেভিড বলছেন, আমি যা করছি তা নিজেই নিজের কবর খোঁড়ার শামিল। আমার শরীরটা রোজই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে যাচ্ছে। সরাসরি নিজের কবরের দিকে হাঁটছি। এই সেই কবর যেখানে আমাকে কবরস্থ করা হবে। মুক্তির সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। কমে আসছে আমার বিছানায় আমার পরিবারের সঙ্গে শোওয়ার সম্ভাবনাও ।ভিডিওটি মুক্তি পাওয়ার পর ডেভিডের পরিবার একটি বিবৃতি পেশ করেছে, প্রচার চালানোর জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে আমাদের ছেলেকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর চেয়ে ভয়ংকর কিছু বিশ্বে কখনও ঘটেছে বলে মনে হয় না। ওকে উপোস থাকতে হচ্ছে হামাসের প্রোপাগান্ডার কারণেই। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাস আক্রমণ করেছিল ইজরায়েলে। সেই সময় ১,২১৯ জন ইজরায়েলি প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই নাগরিক। বহু ইজরায়েলিকে পণবন্দিও করে তারা। তাঁদেরই একজন ডেভিড।এদিকে রবিবার হামাসের তরফে জানানো হয়েছে, তারা রেড ক্রসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি। গাজায় ত্রাণ পৌঁছে দিতে তারা বাধা দেবে না।

রাহুল গান্ধী পাক ও বাংলাদেশপ্রেমীঃ হিমন্তবিশ্ব

তামুলপুর (অসম), ৪ আগস্ট ঃ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী একজন ' তাঁর চিন্তাভাবনা ভারতীয় মূল্যবোধের সঙ্গে নয়, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মানসিকতার সাথে মিলে, তিনি পাকিস্তান ও বাংলাদেশপ্রেমী, বক্তা অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ সোমবার ' টেরিটরিয়াল রিজিওন' (বিটিআর)-এর আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষ্যে তামুলপুরে বিজেপির এক সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা। বহু কথার মধ্যে কংগ্রেস আমলের অপশাসন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রাহুল গান্ধীকে টেনে আনেন।

Name Change
I, Ferdausi Bewa (Old Name) W/O-Sk Md Mohasin Ali resident of Vill-Natun Khanabari , Po-Daharpar , Ps-Suti , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742201 do hereby declared that I have changed my name from Ferdausi Bewa to Ferdowsi Begam and henceforth I shall be known as Ferdowsi Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/08/2025. My name Ferdowsi Begam & Ferdausi Bewa both are same and one identical person.

Name Change
I, Julfikar Mondal & Julfikar Mandal (Old Name) S/O-Late Aksar Ali resident of Vill & Po-Gudhia , Ps- Murshidabad , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Julfikar Mondal & Julfikar Mandal to Julfikar Ali and henceforth I shall be known as Julfikar Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/08/2025. My name Julfikar Ali (new name) & (old Name) Julfikar Mondal & Julfikar Mandal both are same and one identical person.

Name Change
I, Shibsankar Das (Old Name) S/O-Syamapada Das resident of Vill-Faridpur, Po-Kashimnagar , Ps-Suti , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742224 do hereby declared that I have changed my religion from Hindu to Muslim & also I have changed my name from Shibsankar Das to Md Maniruzzaman and henceforth I shall be known as Md Maniruzzaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Jangipur court on 06/12/2005.My name Md Maniruzzaman & Shibsankar Das both are same and one identical person.

Name Change
I, Muslema Bibi (Old Name) W/O-Julfikar Ali resident of Vill & Po-Gudhia, Ps- Murshidabad , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Muslema Bibi to Muslema Khatun and henceforth I shall be known as Muslema Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/08/2025. My name Muslema Khatun & Muslema Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Ruksena Bewa (Old Name) W/O-Late Aksar Ali resident of Vill & Po-Gudhia, Ps- Murshidabad , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Ruksena Bewa to Nupsena and henceforth I shall be known as Nupsena (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/08/2025. My name Nupsena & Ruksena Bewa both are same and one identical person.

Name Change
I, Sher Shah (Old Name) S/O-Late Abu Bakkar Mandal resident of Vill-Trimohini Dudhsar , Po-Dudhsar , Ps-Nowda , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742175 do hereby declared that I have changed my name from Sher Shah to Shershah Mandal and henceforth I shall be known as Shershah Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/08/2025. My name Shershah Mandal & Sher Shah both are same and one identical person.

Name Change
I, Sourav Mandal (Old Name) S/O-Late Asan Ali Mandal resident of Vill-Nowapara , Po-Bundainagar , Ps-Nowda , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742175 do hereby declared that I have changed my name from Sourav Mandal to Subraj Ali Mondal and henceforth I shall be known as Subraj Ali Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/08/2025.My name Subraj Ali Mondal & Sourav Mandal both are same and one identical person.

ইউক্রেনে সেনার ট্রেনিং গ্রাউন্ডে আছড়ে পড়ল রুশ মিসাইল! মৃত অন্তত ৩

৪ আগস্ট ঃ ইউক্রেনে ফের মিসাইল হামলা চালাল রাশিয়া। সেনার ট্রেনিং গ্রাউন্ডে আছড়ে পড়ল রুশ ক্ষেপণাস্ত্র। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৩ জন সেনাকর্মীর। আহতের সংখ্যা ১৮। মঙ্গলবার রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ' প্রদেশের হোনচারিভস্কে অঞ্চলে ইউক্রেন সেনার ১৬৯তম ট্রেনিং গ্রাউন্ড গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযানে ব্যবহৃত হয়েছে দু'টি ইসকানদার মিসাইল এবং বেশ কিছু অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র।' শুধু তাই নয়, রাতভর ইউক্রেনের ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলিতেও রাশিয়ার সেনার তরফে মুহুর্মুহু ড্রোন হামলা করা হয়েছে বলে খবর। এই ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে ইউক্রেনের বায়ু সেনার তরফে দাবি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। তারপর থেকে একাধিক উদ্যোগ সত্ত্বেও মুখোমুখি বসে যুদ্ধ থামানো নিয়ে আলোচনা করতে রাজি হননি দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। সম্প্রতি ইউক্রেনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসতে আগ্রহী হয়েছিল রাশিয়া। যুদ্ধের কারণগুলি সমূলে উখাত করার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ফেরানো- এই দুই লক্ষ্য নিয়েই আলোচনায় বসতে চান পুতিন। কিন্তু তারপরও ভেস্তে যায় সেই সম্ভাবনা। ফলে শান্তি ফেরানোর প্রক্রিয়া বিশ বাঁও জলেই।

Name Change
I, Jelekha & Keneja Bibi, (Old name) W/o-Rustam Ali Sk, Resident at, Vill-Mulidanga, Po-Sagia, Ps-Lalgola, Dist-Murshidabad, 742151 West Bengal, I have changed my name Jelekha Bibi (New name) I shall be known as Jelekha Bibi Vide affidavit no. 01AC 371573 before the Executaat Magistrate S.D.E.M Berhampore on 16/07/2025 Jelekha & Keneja Bibi and Jelekha Bibi same and one identical person.

Name Change
I, Bipasa Dey @ Bipasa De W/O- Arup Kumar De resident of Vill-Khamarchandi, P.O.- Khamarchandi, P.S.- Haripal, Dist-Hooghly, West Bengal, PIN-712405, have changed my name and shall henceforth be known as 'BIPASA DE KUNDU' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 04/08/2025. That Bipasa Dey, Bipasa De and Bipasa De Kundu all are same and one identical person.

Name Change
I, Md Ali S/o Abdul Aziz Badgujar Residing at 77, Dr Abani Dutta Road, District - Howrah, Pin - 711101, West Bengal India shall henceforth be known as Md Ali Badgujar. I declare that Md Ali and Md Ali Badgujar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 04-08-2025.

Name Change
I, Yasmin Ali W/o Md Ali Badgujar Residing at 77, Dr Abani Dutta Road, District - Howrah, Pin - 711101, West Bengal India shall henceforth be known as Yasmin Ali Badgujar. I declare that Yasmin Ali and Yasmin Ali Badgujar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 04-08-2025.

Name Change
I, Asok Kumar Samanta S/o Ramdhan Samanta Residing at Vill - Hajigarh, P.o - Cheragram, P.s - Gurap, District - Hooghly, Pin - 722303, West Bengal India shall henceforth be known as Ashok Samanta. I declare that Asok Kumar Samanta and Ashok Samanta is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 04-08-2025.

Name Change
I, Subhas Haldar (Old Name) S/o Durgapada Haldar Residing at Khaldhar Para, Tipi, P.o - Bargharia, P.s - Swarupnagar, District- North 24 Parganas, Pin - 743247, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Subhash Haldar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 04-08-2025. Subhas Haldar (Old Name) and Subhash Haldar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Nilufa Bibi W/o Shanwaz Hossain Residing at Vill+P.o - Arjuna, P.s - Kalna, District - Purba Bardhaman, Pin - 712146, West Bengal India shall henceforth be known as Lilufa Khatun. I declare that Nilufa Bibi and Lilufa Khatun is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 04-08-2025.

Name Change
I, Biresh Swain (old name) S/o Brindaban Swain , residing at 26 A , Orphangunge Road,Khiddirpore Ps.Ward Ganj Kolkata PIN-700023, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Biresh Kumar Swain(new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit no dated 04/08/2025. Biresh Kumar Swain (new name) and Biresh Swain (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, ADITY MANNA (Old Name) W/O ANANDA MANNA Residing at Flat-3A, MIG-1, Greenfield Ambition, Near Water Tank-12, Action Area IID, New Town, District - North 24 Parganas, Pin - 700161 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ADITY DASGUPTA (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit No 14, dated 04-08-2025. ADITY MANNA (Old Name) and ADITY DASGUPTA (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, BIMAL BOTHRA (Old Name) S/O BHANWAR LAL BOTHRA Residing at H.I.G.-36, Serampore Housing Estate, P.O.-Rishra, District - Hooghly, Pin - 712248 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as BIMAL CHANDRA BOTHRA (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 04-08-2025. BIMAL BOTHRA (Old Name) and BIMAL CHANDRA BOTHRA (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, JESMINA BIBI (Old Name) W/O BABUL HASAN MONDAL Residing at Vill-Sadarpur, P.O-.Bhebia, P.S.-Hasnabad, District - Basirhat, Pin - 743456 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as JESMINARA MONDAL (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 04-08-2025. JESMINA BIBI (Old Name) and JESMINARA MONDAL (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Abdul Auwal S/O- Md Amanullah, date of birth 10.11.1984 residing at Village-Sanmatinagar, P.O. Sanmatinagar, P.S. Raghunathganj, District Murshidabad, Pin-742213 West Bengal, Indian do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name Md Amanullah instead of Md Yeamin Hoque which is wrongly recorded in my Driving Licence(No. WB57200 40105819), vide an affidavit sworn before the Ld. Sub Divisional Executive Magistrate 1st Class at Berhampore, Murshidabad on dated 30/07/2025. Md Amanullah and Md Yeamin Hoque both are same and one identical person.

Name Change
I, Ashok Jhunjhunwala (old name) son of Radha Krishna Jhunjhunwala, residing at 16 D, Judges Court Road, Alipore, Kolkata- 700027, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ashok Kumar Jhunjhunwala (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 04/08/2025. Ashok Jhunjhunwala (old name) and Ashok Kumar Jhunjhunwala (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Sk Monirul son of Sekh Morsalim, residing at Pairaurah, Dewanbheri, Singur, Hooghly, Pin: 712409, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sekh Monirul as declared before the Notary Public at Kolkata dated 04/08/2025. Sk Monirul and Sekh Monirul both are same and one identical person.

Name Change
I, Kartikey Goenka (old name) S/o Puranmal Goenka, residing at Urbana Tower 3 Flat 3402, 783 Anandapur Kolkata PIN-700107, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Kartickey Goenka (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit no dated 01/08/2025. Kartickey Goenka (new name) and Kartikey Goenka (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Md Tasleem Khan (old name) S/o Md Muslim Khan , residing at 59c, Gulam Jilani Khan Road, Alam Tanary,Ps.Tiljala Kolkata PIN-700039, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Taslim Khan (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit no dated 04/08/2025. Md Taslim Khan (new name) and Md Tasleem Khan (old name) both are same and identical person.

ইয়েমেন উপকূলে ডুবল শরণার্থী বোঝাই নৌকা, মৃত ৬৮, নিখোঁজ ৭৪

৪ আগস্ট ঃ নিরাপদ জীবনের সন্ধানে অকাল মৃত্যু! রবিবার ইয়েমেন উপকূলে শরণার্থী বোঝাই নৌকা ডুবে অন্তত ৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। দুর্ঘটনার পর অন্তত ৭৪ জন এখনও নিখোঁজ। সোমবার মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার কথা প্রকাশ্যে এনেছে রাষ্ট্রসংঘের অভিবাসন সংস্থা। দাবি করা হচ্ছে, ওই নৌকায় ছিলেন ১৫৪ জন যাত্রী। যাঁদের বেশিরভাগই আফ্রিকান।জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ইয়েমেনি প্রদেশ আবিয়ানের কাছে অ্যাডেন উপসাগরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ওই অঞ্চলের স্বাস্থ্য অধিকর্তা আবদুল কাদের বাজামেল জানা, দুর্ঘটনার পর মাত্র ১০ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে ৯ জন ইথিয়োপিয়া ও একজন ইয়েমেনের নাগরিক। অসংখ্য মানুষের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। গভীর রাত পর্যন্ত চালানো হয়েছে তল্লাশি অভিযান। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের তরফে জানা যাচ্ছে, ওই অঞ্চলে দেহ উদ্ধারের কাজ এখনও জারি রয়েছে।আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা

(আইওএম) হর্ন অফ আফ্রিকা ও ইয়েমেনের মধ্যবর্তী এই সমুদ্রপথকে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে সতর্ক করেছেন। নিরাপদ জীবন ও কাজের সন্ধানে হাজার হাজার মানুষ ইথিওপিয়া এবং সোমালিয়া থেকে এই পথে ইয়েমেনে প্রবেশের চেষ্টা করেন। তাদের লক্ষ্য হয় ইয়েমেন হয়ে সৌদি আরব বা অন্যান্য উপসাগরীয় দেশগুলিতে পৌঁছন। আইওএম-এর বিবৃতি অনুযায়ী, ২০২৩ সালে অত্যন্ত বিপজ্জনক এই পথ ধরে আসেন ৯৭,২০০ জন। ২০২৪ সালে তা কিছুটা কমে দাঁড়ায় ৬০ হাজার। গত বছর এই মরণ যাত্রায় মৃত্যু হয়েছে ৫৫৮ জনের নিখোঁজ হয়েছে ২,০৮২ জন। ইয়েমেনের মানবিক ও রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেও এই যাত্রায় ভাটা পড়েনি। সমুদ্রপথে ব্যাপক টহলের জেরে অভিবাসী আগমনের সংখ্যা কমেছে।উল্লেখ্য, ২০২২ সালের এপ্রিলে হাউথি বিদ্রোহী এবং ইয়েমেনের স্বীকৃত সরকারের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় সহিংসতা তুলনামূলকভাবে কমেছে। এই অবস্থায় কাাকাওি বেড়েছে। নতুন জীবনের সন্ধানে এসে বহু অভিবাসী ইয়েমেনে আটক হন। আইওএম-এর রিপোর্ট বলছে বর্তমানে প্রায় ৩৮০,০০০ শরণার্থী এবং অভিবাসী ইয়েমেনে রয়েছেন।

রাশিয়ায় ট্রেনের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষ, মৃত এক, আহত ১১

মস্কো, ৪ আগস্ট ঃ মালবাহী ট্রেনের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ যাত্রিবাহী বাসের। সোমবার সকালে রাশিয়ার লেনিনগ্রাদ এলাকার এই ঘটনায় এক জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ১১। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফলে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। সংঘর্ষের জেরে বাসটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে।জানা গেছে, ট্রেন আসা সত্ত্বেও বাসের চালকই ভুল করে লাইনের উপরে বাসটি নিয়ে চলে আসেন। ট্রেনচালক ইমার্জেন্সি ব্রেক কষলেও সংঘর্ষ এড়ানো যায়নি। হতাহতদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

পাকিস্তানে ৭ বছরের শিশুর বিরুদ্ধেও দায়ের সন্ত্রাস মামলা

৪ আগস্ট ঃ সাধারন নাগরিকেদের বিরুদ্ধে একের পর এক সন্ত্রাসের মামলা ও সেনার বন্দুকের নলে বালোচিস্তানকে শাসন করছে পাকিস্তান। এই অঞ্চলের মানুষের বিরুদ্ধে নির্মম পাক সরকারের অত্যাচারের আরও এক জ্বলন্ত প্রমাণ সামনে এল। শাহবাজ সরকারের রোষানল থেকে রেহাই পেল না মাত্র ৭ বছরের শিশুও। বেনজিরভাবে সাতের শিশুর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দায়ের করল পাক সরকার। ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর বেলোচিস্তান তো বটেই নিন্দায় সরব হয়েছে পাকিস্তানের জনগণ। অভিযোগ উঠছে, বালোচ হওয়ার অপরাধেই এই শাস্তি।

পাকিস্তানের এক মানবাধিকার সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, এই ঘটনা বালোচিস্তানের তুর্বত অঞ্চলের। জানা যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে কারণ শিশুটি গুলজার দোস্ত নামে এক মানবাধিকার কর্মীর ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় আপলোড করেন। এই ঘটনায় যারপরনাই ক্ষব্ধ হয় সেখানকার প্রশাসন। শিশুটিকে জঙ্গি হিসেবে দাগিয়ে দিয়ে দায়ের হয় সন্ত্রাসবিরোধী কড়া আইন। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে পাক মানবাধিকার সংস্থার তরফে। ঘটনাকে শিশু অধিকার বিরোধী পদক্ষেপ বলে সরব হয়েছে সংগঠনটি।

সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, বালোচিস্তানের তুর্বতে ৭ বছরের শিশুর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস মামলায় এফআইআর দায়ের করা অত্যন্ত নিঃদনীয় ও মানবাধিকার লঙ্ঘন। এই ঘটনা শুধু আইনের অপব্যবহার নয়, বরং শিশু সুরক্ষা, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক নিয়মের গুরুতর লঙ্ঘন। একটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য কাউকে জঙ্গি হিসেবে দেখা ক্ষমতার অপব্যবহারের ঘৃণ্য নজির। ওই শিশুর বিরুদ্ধে দায়ের এফআইআর প্রত্যাহার ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে সরকার যাতে কোনও রকম নির্যাতন না করে সেই দাবি জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, পাকিস্তান থেকে আলাদা হতে চেয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছে বালোচিস্তানের জনগণ। পাক সেনার অকথ্য নির্যাতনের প্রতিবাদে সেখানে তৈরি হয়েছে সশস্ত্র সংগঠন বালোচ লিবারেশন আর্মি। এই বাহিনীকে দমন করতে গোটা বালোচিস্তানে অত্যাচারের সীমা পার করেছে পাকসেনা। পালটা আসছে প্রত্যাঘাত। বালোচিস্তানের এই লড়াই প্রতিরোধ করতে বেলাগাম নির্যাতন শুরু করেছে পাকিস্তান। তাদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে

টানা বৃষ্টিতে তোলপাড় উত্তরবঙ্গ, তিস্তায় লাল সতর্কতা!
পাহাড়ের একাধিক রাস্তায় ব্যাপক ধস, বন্ধ মূল সড়ক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ আগস্ট ঃ টানা বৃষ্টিতে তোলপাড় উত্তরবঙ্গ। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে। কোথাও কোথাও জাতীয় সড়কের

একাংশ চলে গিয়েছে তিস্তা গর্ভে। চলছে সংস্কারের কাজ, তাই বন্ধ মূল সড়ক। বন্ধ বাংলা-সিকিম লাইফলাইন। বন্ধের নির্দেশিকা NHIDCL এর। ফলে সমস্যা পড়েছেন পর্যটকরা। আগামিকাল বুধবার সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত রাস্তা বন্ধের নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। বিকল্প রুটে চলছে ছোটো গাড়ি। ভারী যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি। মূল সড়ক বন্ধ থাকায় বিকল্প রুটে গাড়ি চালানো হচ্ছে। একদিকে, শিলিগুড়ি-জোরবাংলো-তিস্তাবাজার-রংপো-গ্যাংটক পর্যন্ত চলছে গাড়ি। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি-সেবক-ডামডিম-গরুবাথান- লাভা- আলগাড়া- কালিম্পং- মণ্ডসঙ- রংপো-গ্যাংটক রুটে গাড়ি চালানো যাচ্ছে। এছাড়াও শিলিগুড়ি- সেবক-বাগরাকোট-লাভা-আলগাড়া-মণ্ডসঙ- রংপো-গ্যাংটক (NH 717A) রুটে গাড়ি চলাচল করছে। লাগাতার বৃষ্টিতে রবিবার ভয়াবহ ধস নামে সেতিঝোড়ায়। রবিবার জাতীয় সড়ক ১০-এর একটি বড় অংশ ধসে পড়ে তিস্তা নদীতে। ফলে শিলিগুড়ি ও সিকিমের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে পাহাড়ের মাটি আলগা হয়ে গেছে। রবিবার আচমকাই জাতীয় সড়কের একটি অংশ ধসে পড়ে। সেই সময় রাস্তায় থাকা কয়েকটি যানবাহন অল্পের জন্য রক্ষা পায়। যদিও এই ঘটনার ফলে রাস্তায় ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয় এবং বহু পর্যটক ও পণ্যবাহী গাড়ি আটকে পড়ে। পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বিপজ্জনক এলাকাগুলিকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে এবং বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যাত্রীদের। জলপাইগুড়ি গাজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ সোমবার সকাল ন'টায় জল ছাড়ার পরিমাণ ১৬৫৬.৬১ কিউমেক বলে ফ্লাড কন্ট্রোল রুম জলপাইগুড়ি সূত্রে খবর। তিস্তার জলস্তর এখনও বিপদসীমার কাছাকাছি রয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। নএইচএআই-এর এক আধিকারিক জানান, ধস কবলিত এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিশাল। দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য কাজ চলছে। জেলা প্রশাসনের তরফেও জানানো হয়েছে, স্থানীয়দের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত, বর্ষার সময়ে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকায় ধস নতুন নয়। তবে এবারের ধসের ব্যাপ্তি যথেষ্ট গুরুতর বলে মনে করছে প্রশাসন।

সিজারের সময় গর্ভস্থ সন্তানকে গুরুতর জখম করার অভিযোগে উত্তাল দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ আগস্ট ঃ দিনহাটা বড় শোলমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা বিউটি খাতুনের সিজার করতে গিয়ে অঘটন। গর্ভস্থ সন্তানের মাথা কেটে ফেলার ব্যাপারে খোদ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগে উত্তাল কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল। পরিবারের লোকজন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ করেছেন। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটলেও প্রকাশ্যে আসে অনেক পরে। সোমবারও এই নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা আছে। সূত্রের খবর, রবিবার বিকেলের দিকে সন্তানের জন্ম দেন বিউটি খাতুন। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়, সি সেকশনের মাধ্যমে বিউটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। মা এবং সদ্যোজাত দু'জনেই সুস্থ। কিছুক্ষণ পর দু'জনকে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে বলেই জানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পরিবারের লোকজনের দাবি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলেও প্রসূতি এবং সদ্যোজাতর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি তাঁদের। পরে হাসপাতালে প্রসূতির পরিবারের লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচিতে বিপাকে পড়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা এক সদ্যোজাতকে দেখায়। পরিবারের লোকজনের দাবি, কপাল থেকে মাথা পর্যন্ত সদ্যোজাতর কাটা দাগ দেখতে পান তাঁরা। সিজার করতে গিয়ে শিশুর কপাল এবং মাথায় চোট লেগেছে বলেই দাবি প্রসূতির স্বামী-সহ পরিজনদের। কর্তব্যরত চিকিৎসকের গাফিলতিতে এমন অঘটন বলেই দাবি প্রসূতির আত্মীয়র। দিনহাটা থানায় ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এখনও এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মালদায় গঙ্গা ভাঙন রুখতে এবার নয়া প্রযুক্তি গ্রহণ করল সেচ দফতর, হাতির পায়ের ধাঁচে ভাঙন রোধের কাজ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ আগস্ট ঃ মালদায় গঙ্গা ভাঙন রুখতে এবার নয়া প্রযুক্তি গ্রহণ করল সেচ দফতর। বিহারের হাতির পায়ের ধাঁচে ভাঙন রোধের কাজ শুরু মালদায়। গঙ্গার জলস্তর বাড়ায় প্রতিদিনই ভাঙনে তলিয়ে যাচ্ছে একের পর এক ঘরবাড়ি। ভাঙনের জেরে পথে বসেছে শতাধিক পরিবার। ভাঙন রুখতে এবার বিহারের মত হাতির পায়ের ধাঁচে অর্থাৎ বাঁশের বেড়া বানিয়ে তার ভিতরে বালির বস্তা ফেলে ভাঙন রোধের কাজ শুরু হল মালদার মানিকচক ব্লকের গোপালপুরে। বর্তমানে প্রাথমিকভাবে প্রায় ১৫ টি হাতির পায়ের ধাঁচে বাঁশের বেড়া বানিয়ে তাতে বালির বস্তা ফেলে ভাঙন রোধের চেষ্টা চালান হচ্ছে। যদিও ভাঙন কবলিত এলাকার মানুষজনদের অভিযোগ, এই নয়া প্রযুক্তি দ্বারা ভাঙন রোধ করা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যেই ১৫টি হাতির পা অর্থাৎ বাঁশের বেড়ার মধ্যে ১১টি ভাঙনের জেরে জলে তলিয়ে গেছে। স্থায়ীভাবে ভাঙন রোধ করতে হলে নয়া প্রযুক্তির প্রয়োজন। সেই সঙ্গে নিয়মিতভাবে ডাম্পিং পদ্ধতিতে ভাঙন রোধের কাজ করতে হবে বলে দাবি জানাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নতুন করে প্রায় ৩০০ মিটার এলাকা জুড়ে ভাঙন শুরু হয়েছে। গঙ্গা গ্রাসে বিলীন হয়েছে গ্রামের প্রায় ৬০টি পরিবারের ঘরবাড়ি। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের দাবি, সেচ দফতরের অধীনস্থ ঠিকাদার সংস্থা আলসেমি দেখিয়ে ইচ্ছেমত কাজ করছে। আধুনিক প্রযুক্তিতে কাজ হলেও নিয়মিত ভাঙন রোধের কাজ হচ্ছে না। তাই ভাঙন কিছুতেই

আটকান যাচ্ছে না। নিয়মিত কাজ হলেই একমাত্র ভাঙন রোধ করা সম্ভব হবে। এদিকে মালদার মানিকচক ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কামালতিপুর গ্রামে আবারও ভাঙন শুরু হওয়ায় আতঙ্কে ঘুম উড়েছে গ্রামবাসীদের। উল্লেখ্য, মালদার এই গ্রাম থেকেই প্রায় ১৪ কোটি টাকার বরাতে ভাঙন রোধের কাজের সূচনা করেছিল সেচ দফতর। তবে সেই বরাদ্দকৃত অর্থের কাজ শেষ হতে না হতেই আবার ভাঙন শুরু হয়েছে ওই এলাকায়। গ্রামবাসীদের দাবি, নিয়মিত ডাম্পিং পদ্ধতিতে ভাঙন রোধের কাজ করা হোক।

রাইফেল ও পিস্তল শুটিংয়ে যাত্রা শুরু করল মাম্পি শুটিং অ্যাসোসিয়েশন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৪ আগস্ট ঃ বাঁকুড়ায় সিনেমা হল না থাকলেও এবার শুরু হয়ে গেল রাইফেল শুটিং। ভাবতে পারছেন বাঁকুড়া শহরে রাইফেল শুটিং করতে পারবেন? রাইফেল ও পিস্তল শুটিং অনুরাগীদের জন্য নতুন ঠিকানা! সতীঘাটে গ্রিন গার্ডেনের উল্টোদিকে, জেলার ক্রীড়া ক্ষেত্রে এবার জুড়ল নতুন পালক। রাইফেল ও পিস্তল শুটিংয়ে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাঁকুড়ায় যাত্রা শুরু করল মাম্পি শুটিং অ্যাসোসিয়েশন। বিশিষ্ট রাইফেল শুটার ও পুরস্কারপ্রাপ্ত মাম্পি চ্যাটার্জীর উদ্যোগে এই শুটিং সেন্টারকে ঘিরে দারুণ উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। বাঁকুড়ার গ্রীন গ্রার্ডেনের উল্টো দিকে সতীঘাটের একটি শোরুমের দোতলায় এদিন সোমবার এই শুটিং সেন্টারের ফিতে কেটে শুভ উদ্বোধন করেন মিস্টার ভি কে ধল, সহ সভাপতি আন্তর্জাতিক রাইফেল এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া তথা পশ্চিমবঙ্গ রাইফেল এসোসিয়েশনের সভাপতি, রূপেশ সাউ, অভিনাভ সাউ এর অভিভাবক তথা আন্তর্জাতিক মেডেল জয়ী, বাঁকুড়া জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সরকার। ১০ মিটারের তিন ধরনের শুটিং শেখান হবে এই সেন্টারে। সপ্তাহে দুই দিন! সেন্টারে ভর্তি হতে গেলে কত সাবস্ক্রিপশন থাকবে সেটি এখনও ঠিক করা হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠাতা। মাম্পি শুটিং এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রশিক্ষক মামনি চ্যাটার্জী জানান, বাংলায় শুটিং স্পোর্টসের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে ছেলেমেয়েদের। কিন্তু পরিকাঠামোর অভাবে অনেক প্রতিভাই বিকশিত হতে পারে না। এই শুটিং এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ ও সুযোগ মিলবে। নতুন প্রজন্মকে পেশাদার রাইফেল ও পিস্তল শুটিংয়ে উৎসাহিত করতে এই শুটিং সেন্টারে থাকবে আধুনিক শুটিং রেঞ্জ, অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক এবং প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও। বাঁকুড়ার বাসিন্দা ও ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে শুটিং সেন্টারকে ঘিরে প্রবল আগ্রহ দেখা গেছে। আশা করা হচ্ছে, বাঁকুড়ায় এই শুটিং সেন্টার থেকে আগামীদিনে অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের শুটার উঠে আসবে।

একলব্য মডেল স্কুলে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৪ আগস্ট ঃ বোলপুর থানার অন্তর্গত একলব্য মডেল স্কুলে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ সহপাঠীদের মারধরে আশঙ্কাজনক দশম শ্রেণির এক ছাত্র। বর্তমানে শচীন বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। তার জেরে স্কুলে বিক্ষোভ চলছে অভিভাবকদের। বীরভূমের বোলপুর থানার অন্তর্গত কাকুটিয়া গ্রামের একলব্য মডেল স্কুলে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগের জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযোগ, স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র শচীন মাড্ডি-কে বেধড়ক মারধর করেছে তারই সহপাঠী আকাশ হেমরম সহ আরও কয়েকজন ছাত্র। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই স্কুলে র‍্যাগিংয়ের পরিবেশ চলছিল। মূলত আকাশ হেমরম সহ কয়েকজন ছাত্র নিয়মিতভাবে সহপাঠী ও নিচু শ্রেণির ছাত্রদের উপর শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন চালিয়ে আসছিল। গত ২৮ জুলাই, ক্লাস চলাকালীন বেঞ্চে বসা নিয়ে শচীনের সঙ্গে আকাশের বচসা হয়। অভিযোগ, সেই রাতেই শচীনকে বেধড়ক মারধর করা হয়। ঘটনার পরও স্কুল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি শচীনের পরিবারকে জানায়নি। বরং অন্যান্য অভিভাবকের মাধ্যমে বিষয়টি জানাজানি হলে, আজ বহু অভিভাবক স্কুলে এসে বিক্ষোভ দেখান। স্কুলের গেট ঘিরে ধরে তারা দাবি তোলেন স্কুলের প্রিন্সিপাল সুপ্রিয় সাধু সহ যেসব শিক্ষক বা কর্মীরা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তাদের অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে। তাদের ক্ষোভ, স্কুল কর্তৃপক্ষ এত বড় ঘটনার পরেও নীরব থেকেছে। বর্তমানে একলব্য মডেল স্কুলে সমস্ত পঠন-পাঠন বন্ধ রয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। অভিভাবক সুরেশ হেমরম, বোধন মার্ডি এবং স্কুলের ছাত্র রমেশ মার্ডি স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলেন।

বাঁধ ভেঙে জল ঢোকায় বাসিন্দাদের অবরোধ ও বিক্ষোভ সভা

দুরন্ত বার্তা, জাঙ্গিপাড়া, ৪ আগস্ট ঃ রসপুর, ঘনশ্যামপুর, অমরপুর, জগন্নাথপুর, সন্তোষপুর, মোহনপুর, বসন্তপুর, মাহেশপুর, গ্রামের চাষী বৃন্দ আমরা দীর্ঘ ৩ বছর যাবৎ ডাকাতিয়া থেকে জল ঢোকার জন্য চাষ অবাধ করতে পারিনি। কারণ শিলমোহন বা নলেজ সিটির রাস্তা জোর যবস্তি করে কিছু অসাধু নেতা এই বাঁধ দিয়েছে। তার জন্য অমরপুর মোড়ে সকাল ১১টা থেকে ৩ টে

পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ ও বিক্ষোভ সভা চলে । উপস্থিত ছিলেন জাঙ্গিপাড়া ব্লকের বিডিও সাহেব উপস্থিত ছিলেন জাঙ্গিপাড়া থানার পুলিশ আধিকারিকরা ইরিগেশন দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও সদস্যরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সুইচগেট করে জল নিকাশির ব্যবস্থা করে দেবে ডাকাতিয়া খালের পর্যাপ্ত জল আর চাষের ক্ষতি হবে না । রাস্তা অবরোধকে কেন্দ্র করে উভয়পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে আগামী দিনে সমস্যার সমাধানের জন্য উভয়পক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে কিভাবে সম্পূর্ণ সমাধান করা যায় তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। আশা করা যায় বিধায়ক এবং দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা এই বিষয়ে যথেষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন এবং সমস্যার সমাধান হবে।

অন্ডালে নিখোঁজ দুই নাবালকের দেহ উদ্ধার, শোকস্তব্ধ স্বজনহারা পরিবার

দুরন্ত বার্তা, অন্ডাল, ৪ আগস্ট ঃ অন্ডাল থানার অন্তর্গত উখরার দুই নাবালকের নিথর দেহ উদ্ধার হল পুকুর থেকে। মৃতদের নাম রোশান পাশওয়ান (১১) ও আদর্শ হরিজন (৮)। তাদের বাড়ি উখরা গ্রামেই। পাঁচ নাবালক মিলে রবিবার দুপুরে শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারি এলাকায় স্নান করতে যায়। তিনটের পর তারা কুমারখোল পুকুরে নামে বলে জানা গেছে। সন্ধ্যে নাগাদ তিন নাবালক ফিরে এলেও বাকি দু'জন ফেরেনি। রবিবার রাত থেকে খোঁজ শুরু হয়। রবিবার গভীর রাতে জলাশয় থেকে দু'জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে উখড়া ফাঁড়ির পুলিশ। অপরিকল্পিতভাবে রেলের খোঁড়া গর্তের জন্য এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি স্বজনহারা পরিবারের। পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

দুটি পৃথক ঘটনায় মুর্শিদাবাদে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ২

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৪ আগস্ট ঃ রবিবার গভীর রাতে পুলিশি অভিযানে মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম থেকে উদ্ধার হল বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম থানার পুলিশ ভাটকান্দা গ্রামে নাকা তল্লাশি চালায়। সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় আশরাফুল শেখ নামে এক ব্যক্তিকে। তার বাড়ি কান্দি থানা এলাকায়। আশরাফুলের কাছ থেকে পুলিশ এক রাউন্ড ১২ বোরের কার্তুজ এবং একটি দেশী পাইপগান উদ্ধার করেছে। ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সোমবার তাকে পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে কান্দি আদালতে পেশ করা হয়েছে। একই দিনে অন্য একটি ঘটনায় বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিস্ফোরক তৈরীর মশলা সমেত এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে বেলডাঙা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার গভীর রাতে বেলডাঙা পুলিশের একটি দল নতুন হসপিটাল রোডের উপর একটি দোকানের সামনে থেকে ৭ এমএম পিস্তল, একটি পাইপ গান, দুটি ম্যাগাজিন, ১৫ রাউন্ড গুলি এবং ৫৫০ গ্রাম বারুদ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তির নাম হাসিবুর রহমান (৪২), তার বাড়ি বেলডাঙা থানার অন্তর্গত জানকিনগর গ্রামে। সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে ধৃতকে সোমবার আদালতে পেশ করেছে বেলডাঙা থানার পুলিশ।

ডিএইচআর-এ এনডিএম-৬ ডিজেল-হাইড্রোলিক লোকোর ফাইনেল ট্রায়াল রান সফলভাবে সম্পন্ন

মালিগাঁও, ৪ আগস্ট ঃ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইসআর) জন্য নতুন কেনা এনডিএম-৬ ডিজেল- হাইড্রোলিক (ডিএসএল) লোকোর ফাইনেল ট্রায়াল রান সম্প্রতি তিনটি কোচ সহ দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এর আগে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত সফলভাবে আপহিল ট্রায়াল রান করা হয়েছিল।

ডিএইচআর-এর মতো ন্যারো গেজ ঐতিহ্যবাহী রুটের জন্য বিশেষভাবে তৈরি এনডিএম-৬ লোকো, উন্নত সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য দিয়ে সজ্জিত এবং উন্নত কর্মক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে। ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য সেকশনে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য, মনোরম পাহাড়ি ভূখণ্ডে সুরক্ষা এবং আরও দীর্ঘস্থায়ী ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য এই লোকো চালু করা হয়েছে। এই বিকাশটি আধুনিক কৌশলগত উন্নয়নগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার সাথে সাথে ডিএইসআর-এর সৌন্দর্য্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। লোকোমোটিভটিকে নিয়মিত পরিষেবায় অন্তর্ভুক্ত করার আগে ট্রায়াল রান নিয়মিত সুরক্ষা এবং কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের একটি অংশ। আরও দুটি অতিরিক্ত এনডিএম-৬ ডিজেল লোকো সংগ্রহের কাজ চলছে এবং শীঘ্রই ডিএইসআর-এ চালু করা হবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের সুরক্ষা এবং আরামদায়ক ভ্রমণ প্রদান অব্যাহত রেখে ডিএইসআর-এর মতো ঐতিহ্যবাহী রেল ব্যবস্থার সংরক্ষণ এবং আধুনিকীকরণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

জেলায় জেলায় প্রতিবাদ মিছিল

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৪ আগস্ট ঃ সিউড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিতে কালি লেপনের ঘটনার প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেস জেলায় জেলায় পথে নামল। জেলা কোর কমিটির ঘোষণা অনুযায়ী, সোমবার বোলপুর, ময়ূরেশ্বর, মুরারই নলহাটি ও রামপুরহাট শহরে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হল অনুব্রত মণ্ডলের নেতৃত্বে। অনুব্রত মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এই মিছিলে পা মেলান শতাধিক তৃণমূল কর্মী-সমর্থক। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি অসম্মানের প্রতিবাদ জানিয়ে স্লোগানে মুখরিত হয় গোটা শহর। অনুব্রত মণ্ডল জানান, এটা আমাদের কোর কমিটির সিদ্ধান্ত। জননেত্রীকে অপমান করলে তার জবাব পথে নেমে দেওয়া হবে।

ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L25199WB1990PLC048791
রেজি. অফিসঃ বঙ্গনগর, ডায়মন্ড হারবার রোড, ফলতা, ফতেহপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩ ৫১৩, ইন্ডিয়া
প্রধান কার্যালয়ঃ ৪১০, বর্ধন ভবন, ২৫এ, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ই-মেইলঃ **Krypton@kryptongroup.com**, ওয়েবসাইটঃ **www.kryptongroup.com**

সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 তারিখ ০২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, সকল শেয়ারহোল্ডারদের জানানো হচ্ছে যে, বাস্তব শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনঃনথিভুক্ত করার জন্য ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ৬ (ছয়) মাসের জন্য একটি বিশেষ উইন্ডো খোলা হচ্ছে।
এই সুবিধাটি ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে দাখিল করা ট্রান্সফার ডিডের জন্য উপলব্ধ এবং যেগুলি নথি / প্রক্রিয়া / অথবা অন্য কোনও কারণে প্রত্যাখ্যাত, ফেরত পাঠানো বা উপস্থিত না থাকা হয়েছিল।
যেসব বিনিয়োগকারী ৩১ মার্চ, ২০২১ তারিখের পূর্ববর্তী সময়সীমা মিস করেছেন, তাদের কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) অর্থাৎ, মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স (পি) লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, লাল বাজার, কলকাতা ৭০০০০১, ই-মেইল- mdpldc@yahoo.com-এ প্রয়োজনীয় নথি জমা দিয়ে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।
উপরোক্ত সময়কালে পুনঃলজ করা সমস্ত শেয়ার ট্রান্সফার-কাম ডিম্যাট মোডের মাধ্যমে যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রক্রিয়া করা হবে অর্থাৎ, স্থানান্তরের পরে সেগুলি কেবলমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে জারি করা হবে। RTA-তে স্থানান্তরের জন্য নথি জমা দেওয়ার সময় লজারের একটি ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট নম্বর থাকতে হবে এবং তার ক্লায়েন্ট মাস্টার তালিকা, স্থানান্তর নথি এবং শেয়ার সার্টিফিকেট সহ প্রদান করতে হবে। ০৬ জানুয়ারী, ২০২৬-এর পরে জমা দেওয়া ট্রান্সফার অনুরোধ কোম্পানি / RTA কর্তৃক গৃহীত হবে না।

ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য
স্বা /-
প্রিয়া আগরওয়াল
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৪.০৮.২০২৫

পরিষদে বিক্ষোভ বিজেপির, দুর্নীতির অভিযোগ তুলে স্মারকলিপি পেশ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ আগস্ট ঃ তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদকে দুর্নীতির আতুঁরঘর বলে কটাক্ষ করল বিজেপি। অভিযোগ, মহকুমা পরিষদকে কার্যত পার্টি অফিসে পরিণত করেছে শাসক দল। কোনো স্তরেই বিরোধীদের মতামত গুরুত্ব পাচ্ছে না বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাও। তিনি জানান, পরিষদের বৈঠক ডাকার সময় বিকেল ৪টা বলা হলেও, তিনি পৌঁছনোর আগেই দুপুর ২টোর সময় বৈঠক সম্পন্ন করে ফেলা হয়। তাঁর অভিযোগ, তিনি জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ হওয়ায় তাঁকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ বিজেপির পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করা হয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সুইমিংপুলের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়ে মহকুমা পরিষদ কার্যালয় পর্যন্ত যায়। কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। পুলিশি বাধার মুখে পড়লেও বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল মহকুমা পরিষদে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেয়। অজয় ওরাও বলেন, আমরা ন্যায়ের দাবিতে লড়ছি। জনজাতি প্রতিনিধি বলেই বারবার উপেক্ষিত হচ্ছি। এর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলন চলবে।

PRONTO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED
"Centre Point", 21, Hemant Basu Sarani, Third Floor, Room No. 306, Kolkata- 700001
CIN: L67120WB1982PLC035476
NOTICE

Notice is hereby given pursuant to regulation 29 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held at the Registered Office of the Company at "Centre Point", 21, Hemant Basu Sarani, 3rd Floor, Room No. 306, Kolkata - 700 001 on **12TH August, 2025 at 1:00 P.M.** inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2025.

With reference to notice of Board Meeting as above, this is to further inform you that as per the Company's Code of Conduct for prohibition of Insider Trading, the trading window for dealing in the securities of the Company will be closed for all directors / KMP/ officers / designated employees of the Company till 14th August, 2025 (both days inclusive).

For Pronto Industrial Services Ltd.
Sd/-
Suraj Ratan Bagree
Whole-Time Director
DIN: 02515173
Place: Kolkata
Date :04.08.2025

আমোদপুরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব ঘোষণা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৪ আগস্ট ঃ একটা সময় ছিল আমোদপুরের চিনির কলে সাইরেনের ঘোষ শুনে মানুষের ঘুম ভাঙতো। মিলে শুরু হয়ে যেত চরম ব্যস্ততা। ২০০৬ সালে এই চিনির ফল মিলে তালা পড়ে যায় এবং ২০১০ সালে মিল এলাকাসহ নিলাম হয়ে যায়। বীরভূম সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী আমোদপুরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাবের কথা বলেন আর তাতেই এলাকায় খুশির হাওয়া। এলাকাবাসী পার্থ রায় বলেন, ২০০৩ সালে সুগার মিল বন্ধ হয়ে যায় তারপর ২০০৬ সাল পর্যন্ত স্টাফদের বেতন দেওয়া হয়। তখন বাবারা মাসিক আড়াই হাজার টাকা বেতন পেতেন। অবশ্য সেই সময় টাকার দাম ছিল। সেই অনুপাতে এখন পেনশন ৮০০ টাকা করে পান। তাতে একটু অসুবিধা হয়। ২০০৬ সালে মিলে তালা পড়ে যায়। ২০১০ সালে মিল নিলাম হয়ে যায়। এখানে যে জটাধারী বাবা আছেন তার নিত্য সেবা আমরাই করি সেই উপলক্ষ্যে মেলা বসবে। এখন প্যান্ডেল হচ্ছে। লালু শেখ বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় আমরা খুব খুশি যদি শিল্প হয়, তাহলে আমাদেরই লাভ হবে।

Salap-II Gram Panchayat
Uttar Nibra, Domjur, Howrah
Notice Inviting e-Tender No. 1273/SGPII/XVFCUT/25-26 to 1276/SGPII/XVFCUT/25-26
eTender are invited by The Prodhan, Salap-II Gram Panchayat for 4(Four) different works at different places. Bid submission from **04/08/2025 at 06 P.M.** up to **11/08/2025 at 03 P.M**. Bid opening date for Technical Proposal (Online) **13/08/2025 at 03 P.M.** For more details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Salap-II Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য রেলওয়ের নামী, অনুমোদিত ও যোগ্য ঠিকাদারদের এবং সরকারি দপ্তর/সরকার অধিগৃহীত সংস্থার তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং ঃ এইএন-শপ-শেড-২৫-২৬-এলএলএইচ, তারিখ ০১.০৮.২০২৫। কাজের নাম ঃ** লিলুয়া - চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার/লিলুয়ার অধীনে কে শপ, বাহার লাইন শপ, এল শপ, পজিশন লাইন শপ, জে শপ, এম শপ শেড, এফ শপ, এসসিআর শপ ইত্যাদির উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,০৪,২৮,৭০৮.৩৯ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩,০২,২০০ টাকা। **ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং ঃ এইএন-এসএইচওপি ডব্লুএসএ-২৫-২৬-এলএলএইচ-আর, তারিখ ০১.০৮.২০২৫। কাজের নাম ঃ** সিডব্লুএম/লিলুয়া ওয়ার্কশপের অধীনে স্পোর্টস গ্যালারি ও স্পোর্টস অফিসার চেম্বার ইত্যাদি সহ ওয়ার্কশপ স্পোর্টস গ্রাউন্ডের উন্নয়ন এবং স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন বিল্ডিং (দোতলা) নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩৯,৪৫,৩৫৫.০৭ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,১৯,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** উভয়ের জন্য শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** উভয়ের জন্য ২৭০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। টেন্ডারের বিশদ **তৎসহ সংশোধনী (যদি থাকে),** ওয়েবসাইট **https:// www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MISC-153/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Kharagpur-II Panchayat Samity
Madpur :: Paschim Medinipur
Notice Inviting e-Tender No. WBPMID/KGPII/EO/eNIT14/25-26
Separate tenders are invited by the undersigned for the work of : Construction of Jaher Than at Shyamchak Mouza. Last date of Submission of Bid(Online): **04.08.2025 up to 6.55 pm.** Date of Opening of Technical Bid(Online): **07.08.2025 at 11.00 a.m.** onwards. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Kharagpur-II Panchayat Samity

NOTICE INVITING TENDER
NIT NO - 059/Maji/15thCFC/UnTied/2025 Date- 04/08/2025
E-tender invited by the Prodhan of Majida Gram Panchayat, Lakshmipur, Purba Bardhaman The last date of tender dropping **13/07/2025 upto 11:00AM**, For more details, Please visit the Panchayat office or go to **www.wbtenders.gov.in**

Office of The Pradhan
UDAYPUR-JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill.+PO-Udaypur, PS-Para, Dist.-Purulia
Notice Inviting E-Tender No **WBPUR/PARA/UJGP/NIT(e)-04/15 th F.C UNTIED/2025-26** and **WBPUR/PARA/UJGP/NIT(e)-05/15 th F.C TIED/2025-26, Date: 04/08/2025** Documents download/sell start date(online):- **05/08/2025 at 6.00 P.M.** Bid submission closing Date(online):- **19/08/2025 at 4.00 PM.** Bid Opening Date:- **22/08/2025 at 12.00 Noon.** For details please visit office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
UDAYPUR JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT

Office of The Block Development Officer
Balarampur Development Block, Purulia
PO-Rangadih, PS-Balarampur, Pin-723143
NOTICE INVITING E-TENDER No. WB/BDO/BLR NIeT-10/2025-26, Dated-04.08.2025
E-Tender are invited by the undersigned from the bonafided contractor for Construction of Dining Hall at 4(Four) different places under Balarampur Development Block. Period for downloading of bid documents **05.08.2025 from 10:00 A.M up to 11.08.2025 to 6:00 PM**. End date of submission of bid document upto **11.08.2025 to 6.00 PM**. and the time & date of opening of Technical bid on **14.08.2025 at 11 A.M**. The Financial bid to be notified. For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the last date for submission of bid documents.
Sd/- Block Development Officer
Balarampur Development Block

Office of The Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING e-TENDER
1. **e-Tender Reference No-P-I/26/1268/EO/15th F.C(2025-26), Dated-01/08/2025 Tender ID: 2025_ZPHD_886325_1 to 4** has been floated **4nos** tender Construction of Cover Drain at different places under Purbasthali-I Panchayat Samity fund 15th F.C(2025-26). Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.
Sd/- Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad
Corrigendum Notice
Ref: 1. DHLYN/HFA/3/2025-2026sl no 63
Last date of Bid Submission and Bid opening date has been changed as follows :-
2. Last date of Bid Submission 09/08/2025 at 17:00 Hrs instead of 02/08/2025 at 18:00 Hrs. For farther details please visit **WB Tenders Gov.in** & Dhuliyan Municipality website **www.dhuliyanmunicipality.in**
Sd/-
Chairman/EO
Dhuliyan Municipality

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
নং.- WB-HMC/TN/ED/S&D/10/2025-2026 তারিখ - ৩০.০৭.২০২৫
ই-দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী (এসএন্ডডি) কর্তৃক [illegible] ঝড়ের জল [illegible] কাজে [illegible] হচ্ছে। বিস্তারিত [illegible] www.wbtender.gov.in [illegible] পাওয়া যাবে। [illegible] কারণ না দেখিয়ে [illegible]
৯৪(৩)/২২-২৬ সচিব
০৪.০৮.২৫ হাওড়া পৌরনিগম

TENDER NOTICE
Notice inviting Tenders by the Executive Officer, Jhalda-I Panchayat Samity for **eNIT No. WB/JLD-I PS/EO/NITe-05/2025-26** bid submission end date **14/08/2025 up to 10:00 am.** & **eNIT No. WB/JLD-I PS/EO/NITe-06/2025-26** bid submission end date **16/08/2025 up to 10:00 am.** Details visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Jhalda-I Panchayat Samity

OFFICE OF THE PURULIA-I PANCHAYAT SAMITY
At-Chakda, Kotloi, Purulia, 723102.
Memo. No. 512/EO/P-I **Dated: 04/08/2025**
Notice
Executive Officer, Purulia-I Panchayat Samity invites E-tender as follows: **NIeT No.- WBPUR/EO/Niet-03/25-26 dt.01.08.2025,** for 05 no. schemes (**Tender ID 2025_DM_886260_1 to 2025_DM_886260_5**) under **15 th FC 25-26** within the jurisdiction of Purulia-I Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **11.08.2025 up to 6-55 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Executive Officer
Purulia-I Panchayat Samity

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড
রেজি. অফিসঃ ১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন ঃ ২২৩০ ৯০৯৫, ইমেলঃ **allianceudyog@gmail.com**
CIN: L70100WB1895PL0001021
৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত
স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি
(টাকা হাজার)

ক্রম নং	বিবরণ	স্বতন্ত্র			
		৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৫ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১।৩।২৫ পরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১।৩।২৫ পরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয়	৫৪২৩.৪০	৫৫৩১.৪০	৫৪২৩.৪০	২১৯৫১.১৮
২.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম#)	৫২৯৪.৭০	৫৮৯৬.০০	৬৫৮৪.৬০	২৩১৪৮.১৮
৩.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (কর পূর্ববর্তী, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পরে#)	৫২৯৪.৭০	৫৮৯৬.০০	৬৫৮৪.৬০	২৩১৪৮.১৮
৪.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (কর পরবর্তী, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পরে#)	৫২৯৪.৭০	৫৮৯৬.০০	২৩৩৪.৬০	১৮৯১২.৬১
৫.	এই সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [এই সময়ের লাভ /(ক্ষতি)(করের পরে) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (করের পরে) অন্তর্ভুক্ত]	২২৪৬৪.৪০	২২৭৭২.৪৭	-১১৩৩৩.১৮	৯৮৪৫২.১২
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি (সংরক্ষণ ব্যতীত সংরক্ষিত	৭২৮৭৭৯.৮৩	৬২৭৯৬৩.০৮	৭২৮৭৭৯.৮৩	৭২৮৭৭৯.৮৩
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি মুখ্য মূল্য				
	১০ টাকা (ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যানের জন্য বার্ষিক নয়) (ক) মূল	৮.৮২	৯.৮৩	৩.৮৯	৩১.৫২
	(খ) মিশ্র	৮.৮২	৯.৮৩	৩.৮৯	৩১.৫২

দ্রষ্টব্য
(ক) উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
(খ) SEBI (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের উপরোক্ত উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক / বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ, সিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইটে (www.cse-india.com) পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে,
স্বা /-
অরুন কুমার লোহিয়া
ডাইরেক্টর
DIN:00613114
স্থান- কলকাতা
তারিখ- ০৪।০৮।২০২৫

ওভালে অবিশ্বাস্য জয়

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচের ছক বদলে নায়ক কৃষ্ণ-সিরাজ

লন্ডন, ৪ আগস্টঃ জয়ের জন্য ইংল্যান্ডের প্রয়োজন ছিল ৩৫ রান, আর ভারতের চার উইকেট। ওভাল টেস্টে শেষ হাসি হাসল অবশ্য গিলের ভারতই। শেষ দিনে মহম্মদ সিরাজ নিলেন তিন উইকেট আর প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ একটি। ভারত জিতল ছয় রানে। ২-২ অবস্থায় শেষ হল ইংল্যান্ড-ভারত চলতি টেস্ট সিরিজ। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বিনরা ইংল্যান্ড সফরের আগেই লাল বলের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে নিয়েছিলেন। অনেকেই তখন বলেছিলেন, এর পিছনে রয়েছে ভারতীয় দলের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের মস্তিষ্ক। এরপর শুভমান গিলকে টেস্ট অধিনায়ক করা হলে, গেল গেল রব উঠে গিয়েছিল। কিন্তু একঝাঁক তরুণকে সঙ্গে নিয়ে গৌতম গম্ভীর পৌঁছে গেলেন ইংল্যান্ডে। পাঁচ ম্যাচের গোটা টেস্ট সিরিজ জুড়েই ভাগ্যের কাঁটা পেন্ডুলামের মতো দুলেছে। প্রথম টেস্টে পরাজয়ের পর দ্বিতীয় টেস্ট জিতে নেয় গিল ব্রিগেড। এরপর তৃতীয় টেস্টে ফের হার ভারতের। চতুর্থ টেস্টের কোনও ফল হয়নি। পঞ্চম টেস্টে ভারত নামে ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে। আর ওভালে টানটান উত্তেজনার টেস্ট জিতে নিয়ে সিরিজে সমতা ফেরাল ভারত। ওভাল টেস্টে দেখা গিয়েছে ঘটনার ঘনঘটা। অধিনায়ক বেন স্টোকসকে ছাড়াই ওলি পোপের নেতৃত্বে পঞ্চম টেস্টে নামে ইংল্যান্ড। শুভমান গিল আগের চারটির মতো এই টেস্টেও টসে হারেন। প্রথমে ব্যাট করে টিম ইন্ডিয়া প্রথম ইনিংসে তোলে ২২৪ রান। জবাবে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২৪৭ রানে। যশস্বী জয়সওয়ালের শতরান ও রবীন্দ্র জাদেজা এবং ওয়াশিংটন সুন্দরের অর্ধ-শতকে ভর করে ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে তোলে ৩৯৬ রান। ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে একটা সময় পর্যন্ত জয়ের রাস্তায় থাকলেও চতুর্থ দিনের শেষ বেলা ও পঞ্চম দিনের শুরু থেকেই ওভালের বাইশ গজ শাসন করেন ভারতের দুই ফাস্ট বোলার মহম্মদ সিরাজ ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। শেষ দিনে সিরাজ তুলে নেন তিনটি উইকেট ও কৃষ্ণা নেন একটি। ভাঙা হাত নিয়ে পঞ্চম দিন ব্যাট করতে নেমেছিলেন ক্রিস ওকস। তিনি অবশ্য আউট হননি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন দলের পরাজয়। একটা সময় পর্যন্ত বলা হতো, ভারতের পেস বিভাগ খুবই দুর্বল। কিন্তু ভারতের পেস ব্রিগেড এখন যে কোনও দলকে পর্যদুস্ত করতে পারে। চলতি সিরিজে ভারতের প্রধান বোলার জসপ্রীত বুমরাহ দু'টি টেস্টে খেলেননি। আর সেই দুই টেস্টেই জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। গোটা সিরিজ জুড়ে দুরন্ত বল করেছেন মহম্মদ সিরাজ। তাঁকে কখনও সহায়তা করেছেন আকাশ দীপ কখনও বা প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। শেষ টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে নয় উইকেট নিলেন সিরাজ। প্রথম ইনিংসে চার উইকেট নেওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে নিয়েছেন পাঁচ উইকেট। পাশাপাশি দুই ইনিংস মিলিয়ে আট উইকেট শিকার করেছেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। বলতে গেলে আজ একার হাতেই ইংল্যান্ডকে ম্যাচ থেকে ছিটকে দিয়েছেন সিরাজ। এদিন শুরুতেই তিনি ফেরান জেমি স্মিথকে। ৩৪৭ রানে পতন হয় ইংল্যান্ডের সপ্তম উইকেটের। এরপর জেমি ওভারটনও ফেরেন সিরাজের বলে। জশ টংকে ফেরান কৃষ্ণা। শেষ উইকেটে ওকসকে নিয়ে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছিলেন গাস অ্যাটকিনসন। কিন্তু তাঁর উইকেট উপরে দিয়ে ভারতকে ছয় রানে জিতিয়ে দেন সিরাজ।

এই স্প্যানিশ উইঙ্গারের দিকে নজর ভারতের একাধিক ক্লাবের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

এবারের এই নয়া সিজনের জন্য বহু আগে থেকেই ঘর গোছাতে শুরু করে দিয়েছিল প্রত্যেকটি ফুটবল ক্লাব। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালীন ট্রান্সফার উইন্ডো খোলার পর থেকেই যথেষ্ট সক্রিয়তা দেখাতে শুরু করেছিল আইএসএলের পাশাপাশি আইলিগের দল গুলি। দেশীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি একাধিক হাইপ্রোফাইল বিদেশি ফুটবলারদের দিকে নজর রয়েছে ক্লাব গুলির। নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলোয়াড়দের চূড়ান্ত করতে মরিয়া প্রত্যেকে। কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব ইতিমধ্যেই দল গঠন করে নিলেও দল বদলের বাজারে যথেষ্ট সক্রিয় রয়েছে অন্যান্য দল গুলি। সেক্ষেত্রে গত কয়েক মাস ধরেই বারংবার উঠে আসতে শুরু করেছেল মুম্বই থেকে শুরু করে গোকুলাম কেরালা ও আইজলের নাম। শুধুমাত্র নয়া ফুটবলার চূড়ান্ত করাই নয় দলের বেশকিছু ফুটবলারদের বদল করার পাশাপাশি কয়েকজনের সঙ্গে চুক্তি বাড়ানোর ও পরিকল্পনা ছিল দলের ম্যানেজমেন্টের। তবে শুধুমাত্র ভারতীয় ফুটবলার নয়। বিদেশি খেলোয়াড় নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে ও যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছে দেশের ক্লাব গুলি। এসবের মাঝেই এবার ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে আলফ্রেড প্লানাসের নাম। পূর্বে স্পেনের প্রথম ডিভিশনের

ফুটবল ক্লাব তথা সেস্টাও রিভারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বছর ঊনত্রিশের এই রাইট উইঙ্গার। শেষ সিজনে দলের হয়ে খেলেছিলেন প্রায় একত্রিশটি ম্যাচ। যার মধ্যে দুইটি গোল ও ছিল প্লানাসের। তবে গত জুলাই মাসেই তাঁর সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়েছে সেই ফুটবল দলের। তারপর থেকেই এই উইঙ্গারের দিকে নজর পড়েছে ভারতের একাধিক ফুটবল ক্লাবের। যার মধ্যে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে গোকুলাম কেরালা এফসি থেকে শুরু করে হায়দরাবাদ এবং চানমারি এফসির মতো ফুটবল ক্লাবের নাম। তবে মনে করা হচ্ছে অন্যান্য দল গুলির তুলনায় কথাবার্তা অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে দক্ষিণের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব তথা গোকুলাম কেরালা শিবির। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো পরিষ্কার হয়ে যাবে তাঁদের অবস্থান।

মাঝমাঠে বাড়তি নজর জয়ের ধারা বজায় রাখার লক্ষ্য অস্কারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ আগস্টঃ বড় ব্যবধানে জয় দিয়ে ডুরান্ড কাপ শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। গত মাসের শেষের দিকে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে সাউথ ইউনাইটেডকে পরাজিত করেছিল অস্কার ব্রুজনের ছেলেরা। সেদিন দলের হয়ে গোল করেছিলেন লালচুংনুঙ্গা থেকে শুরু করে সাউল ক্রেসপো, বিপিন সিং, নাওরেম মহেশ সিং এবং দিমিত্রিওস ডায়মান্তাকসের মতো ফুটবলাররা। এমন পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে খুশি করেছিল সমর্থকদের। সেই ধারা বজায় রাখাই এখন অন্যতম লক্ষ্য লাল-হলুদ কোচের। আসলে প্রথম ম্যাচে বিরাট বড় ব্যবধানে জয় আসা নিঃসন্দেহে মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে নিতে চাইছেন স্প্যানিশ কোচ। আসলে গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি অপেক্ষাকৃত সহজ হলেও পরবর্তীতে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে ইস্টবেঙ্গল। বিশেষ করে নকআউট পর্বে পড়শী ক্লাব তথা মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট সহ নর্থইস্ট ইউনাইটেডের মতো দল গুলি যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে সেটা ভালো মতোই জানেন লাল-হলুদ কোচ। তাই সবদিক মাথায় রেখে খেলোয়াড়দের সব রকম ভাবে প্রস্তুত করে রাখতে চাইছেন অস্কার ব্রুজন। এক্ষেত্রে মাঝমাঠের শক্তি বাড়াতে ব্রাজিলিয়ান তারকা মিগুয়েল ফিগুয়েরার সঙ্গে স্প্যানিশ তারকা সাউল ক্রেসপোর সঠিক কম্বিনেশন সৃষ্টি করাই

ফুটবলারদের। যার প্রভাব দেখা যেতে পারে পরবর্তী ম্যাচে। বর্তমানে আইলিগের ক্লাব নামধারী এফসিকে পরাজিত করে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করাই প্রধান টার্গেট অস্কার ব্রুজনের। সেইমতো গত কয়েকদিন আগেই ভবানীপুরের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে দেখা গিয়েছিল ময়দানের এই প্রধানকে। সেক্ষেত্রে প্যালেস্টাইনের তারকা ফুটবলার মহম্মদ রশিদের পাশাপাশি ব্রাজিলিয়ান তারকা মিগুয়েল ফিগুয়েরা এবং গ্রীক ফরোয়ার্ড দিমিত্রিওস ডায়মান্তাকসের সক্রিয়তায় জয় পেয়েছিল মশাল ব্রিগেড। তবে সময় এগোনোর সাথে সাথেই গোটা দলের সকল ফুটবলারদের বিভিন্ন ভাবে ঝালিয়ে অন্যতম লক্ষ্য এই স্প্যানিশ কোচের। এছাড়াও প্যালেস্টাইনের তারকা ফুটবলার মহম্মদ রশিদকে ও সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে চান তিনি। আসলে গত মরসুমে মাদিহ তালাল চোটের কারণে ছিটকে যাওয়ার পর মাঝমাঠ নিয়ে যথেষ্ট ভুগতে হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলকে। সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠে এবার অতি দ্রুততার সাথে গোল তুলে নিতে তৎপর অস্কার। তবে ম্যাচফিট না হওয়ার দরুন আসন্ন নামধারী ম্যাচে হয়তো আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার কেভিন সিভিলেকে মাঠে নামাবেন না লাল-হলুদ কোচ। সেক্ষেত্রে ভারতীয় ডিফেন্ডারদের ওপরেই হয়তো ভরসা রাখতে হবে তাঁকে।

আর্জেন্টিনার তরুণ ফরোয়ার্ড মাতিয়াসকে পেতে আগ্রহী আইলিগের এই ক্লাব

পানাজি, ৪ আগস্টঃ বহু বিতর্কের পর চূড়ান্ত হয়েছে গত আইলিগের বিজয়ী দল। সকল জল্পনা কল্পনার পর অবশেষে এই খেতাব জয় করেছে বারাণসীর ইন্টার কাশী ফুটবল ক্লাব। একটা সময় সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের বিশেষ কমিটির তরফে গোয়ার শক্তিশালী দল চার্চিল ব্রাদার্সকে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ঘোষণা করা হলে পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক আদালতে দ্বারস্থ হয়েছিল ইন্টার কাশী ম্যানেজমেন্ট। যেখানে শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ঘোষণা করা হয় আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ইন্টার কাশী ফুটবল দলকে। পরবর্তীতে সেই নিয়ে চার্চিলের তরফে আইনি লড়াই শুরু করলেও খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব হয়নি। তবে গতবারের হতাশা কাটিয়ে বহু আগে থেকেই নতুন সিজনের জন্য ঘর গোছাতে শুরু করে দিয়েছে অধিকাংশ ফুটবল ক্লাব। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের তুলনায় খুব একটা পিছিয়ে ছিল না আইলিগের ফুটবল ক্লাব গুলি। সেক্ষেত্রে বারংবার উঠে

আসতে শুরু করেছিল দক্ষিণের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব গোকুলাম কেরালার নাম। শেষ সিজনে দুরন্ত ফুটবল খেলে ও পয়েন্ট টেবিলের চতুর্থ স্থানে থেকেই যাত্রা শেষ করেছিল গোয়ার এই ফুটবল ক্লাব। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশ ছিল সমর্থকরা। কিন্তু সেইসব এখন অতীত। নতুন মরসুমে ভালো ফল করতে বদ্ধপরিকর গোকুলাম। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে সেজন্য একাধিক দেশি ও বিদেশি ফুটবলারদের দলে চূড়ান্ত করে ফেলেছে আইলিগের ক্লাব। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ফুটবলারদের পাশাপাশি তরুণ ব্রিগেডের সমন্বয়কে কাজে লাগাতে চান দলের কোচ। এছাড়াও দলের আক্রমণভাগকে মজবুত করতে এক তরুণ স্ট্রাইকারের খোঁজ শুরু করেছিল আইলিগের এই ফুটবল দল। ট্রান্সফার উইন্ডো খোলার পর থেকেই সেই মতো একের পর এক তরুণ প্রতিভার দিকে নজর পড়েছিল ম্যানেজমেন্টের। কথাবার্তাও এগোতে শুরু করেছিল অনেকটা দূর। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ঘোষণা হয়নি সেই ফুটবলারের নাম। তবে এবার বিভিন্ন মাধ্যম থেকে উঠে আসতে শুরু করেছে মাতিয়াস হার্নান্দেজের কথা। বর্তমানে সেই দেশের যুব লিগের দল সান লরেঞ্জোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বছর কুড়ির এই ফুটবলার। আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি থাকলেও ট্রান্সফার ফি দিয়ে তাঁকে ভারতে আনতে আগ্রহী দক্ষিণের আইলিগ জয়ীরা। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো স্পষ্ট হবে বিষয়টি।

চতুর্থ টেস্টে কেন সেরাটা দিতে পারেননি বুমরা? এ বার মিলল উত্তর

লন্ডন, ৪ আগস্টঃ গতি কমে গিয়েছিল আশ্চর্যজনক ভাবে। দেখা যাচ্ছিল না ঘাতক বল। এমনিতে চোট ঘিরে আশঙ্কার শেষ নেই। টানা খেলার ধকলও তাঁকে দিতে চায় না টিম ম্যানেজমেন্ট। সেই তিনিই চতুর্থ টেস্টে কার্যত কিছুই করতে পারেননি। যে কারণে একাধিক প্রশ্ন উঠছিল। সেই সব প্রশ্নের উত্তর মিলল। কেন চতুর্থ টেস্টে পারফর্ম করতে পারেননি জসপ্রীত বুমরা? কেন পঞ্চম টেস্টের আগেই দল ছাড়েন? এই প্রশ্নের যাবতীয় উত্তর মিলল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছ থেকে। চতুর্থ টেস্টে মোট ৩৩ বল করতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। কিন্তু কার্যকর মনে হয়নি। ভারতীয় পেস বোলিংকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু বিপক্ষের ব্যাটারদের আতঙ্ক হয়ে উঠতে পারেননি। ঝুলিতে সেভাবে উইকেটও ছিল না। কী হয়েছে বুমরার? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন অনেকেই। জানা যাচ্ছে, বুমরা চতুর্থ টেস্টের সময় থেকেই হাঁটুর চোট ভুগছেন। যে কারণে সেরাটা দিতে পারেননি। চতুর্থ টেস্টে যখন নামে ভারত, সিরিজে ১-২ পিছিয়ে ছিল। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট বুমরাকে খেলিয়ে সিরিজে সমতা ফেরানোর চেষ্টা করেছিল। জয় আসেনি, তবে হারা ম্যাচ ড্র করেছিল ভারত। তখন থেকেই বুমরাকে নিয়ে ছিল প্রশ্ন, ওভালে কি খেলতে দেখা যাবে বুমরাকে? আশ্চর্যজনক ভাবে তিনি আর খেলেননি পঞ্চম টেস্টে। বোর্ডের এক কর্তা বলছেন, ''দুর্ভাগ্যবশত বুমরা হাঁটুর চোট ভুগছে।'' তবে একটাই ভালো খবর, চোটের বহর বিরাট কিছু নয়। অস্ত্রোপচার করাতে হবে না তাঁকে।

'আমরা একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি, দিব্যার এই জয় দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ!' স্মৃতিসায়রে ডুব গুকেশের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় দাবায় এখন স্বর্ণযুগ। একসঙ্গে একঝাঁক প্রতিভাবান তরুণ দাবাড়ু উঠে এসেছেন, যা আগে কখনও, কোনওদিন দেখা যায়নি। আর এই উদীয়মান তারকাদের তালিকায় সাম্প্রতিকতম সংযোজন দিব্যা দেশমুখ। একমাস আগেও যাঁর নাম হাতেগোনা জনতা জানত, এখন দেশের ঘরে-ঘরে নাগপুরের অষ্টাদশীর বন্দনা। গ্র্যান্ডমাস্টার না হয়েই যিনি দুনিয়ার তাবড় দাবাড়ুদের কিস্তিমাত দিয়ে ফিডে মহিলা দাবা বিশ্বকাপ জিতেছেন। ফাইনালে পরাস্ত করেছেন ভারতেরই কোনেরু হাম্পিকে। পোড়খাওয়া প্রতিপক্ষ। সদ্য মহিলা র‍্যাপিড বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জিতেছেন। তবু বিন্দুমাত্র সমীহ না করে টাইব্রেকার পর্যন্ত দাঁতে দাঁত চিপে লড়ার পর লড়াইয়ের অন্তিম ধাপে স্নায়ুযুদ্ধে ছিনিয়ে নেন সেরার শিরোপা! গত ডিসেম্বরে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ডি. গুকেশ। বারবার পরাজিত করেছেন বিশ্বের পয়লা নম্বর দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেনকে। শুধু গুকেশ

নন, প্রজ্ঞানন্দের মতো প্রতিভারাও দাপট দেখাচ্ছেন। কারও বয়স আঠারো, কেউ পা রেখেছেন উনিশে। এবার সেই ধারাবাহিকতাকে আরও কিছুটা উজ্জ্বল করলেন দিব্যা। দেশের সর্বকনিষ্ঠ গ্র্যান্ডমাস্টার হিসেবে নাগপুরের বছর আঠারোর কিশোরী জিতে নিলেন মহিলা বিশ্বকাপ। একইভাবে ফাইনালে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিশ্চিত করে ফেললেন পরের বছর ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেনে খেলার যোগ্যতাও। প্রধানমন্ত্রীর তরফে শুভেচ্ছাবার্তা এসেছে। ঘরের মেয়েকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে নাগপুরের জনতা। দিব্যার এই কৃতিত্বে এবার উচ্ছ্বাস জানালেন গুকেশও। একদা একই গুরুকুলে দাবাশিক্ষা। সে অর্থে দিব্যা তাঁর সতীর্থ। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে স্মৃতিতে ডুব দিয়ে তিনি বললেন, ''আমরা দু'জনেই প্রায় একসঙ্গে বড় হয়েছি। আট-নয় বছর বয়স থেকেই টুর্নামেন্ট খেলেছি। ও যেভাবে বিশ্বকাপ জিতল, তা সত্যি অনুপ্রেরণাদায়ক। এই প্রতিযোগিতা জেতা সহজ নয়। টানা এক মাস খেলতে হয়। আমি নিজে দু'বার বিশ্বকাপে খেলেছি। তাই জানি, জেতা কতটা কঠিন!'' গুকেশ আরও বলেন, ''দিব্যা আর হাম্পি দু'জনেই অসাধারণ খেলেছে। পুরুষ ও মহিলা-দুই বিভাগেই ভালো ফল আসাটা ভারতীয় দাবার জন্য খুব জরুরি।'' আগামী ৩০ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বর ভারতে বসছে পুরুষদের বিশ্বকাপ। এই আয়োজন নিয়ে আশাবাদী গুকেশ। তাঁর কথায়, ''নিশ্চয়ই খেলব। ভীষণ রোমাঞ্চিত আমি। বিশ্বকাপ নিয়ে অত্যন্ত আগ্রহী। দাবায় নকআউট প্রতিযোগিতা খুব কম হয়। তা ছাড়া এটা সবচেয়ে বড় নকআউট টুর্নামেন্ট। ২০২২ সালের দাবা অলিম্পিয়াডের পর দেশে আবার বড় প্রতিযোগিতা হচ্ছে, এটা ভারতীয় দাবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ!''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com